পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩৪ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 34, Issue 1703, Saturday, October 24, 2026 FREE www.parichoy.com

আরো আছে...

■ যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনী প্রচারে রেকর্ড ৩.৮ বিলিয়ন ডলার ব্যয়, খরচে এগিয়ে রিপাবলিকানরা - ৫ম পাতায়

■ মুসলমানদের ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে হেয় করা ও বৈষম্যের শিকারের নিন্দা বিল ক্লিনটনের - ৬ষ্ঠ পাতায়

■ বিশ্বের শীর্ষ ঋণগ্রস্ত দেশ যুক্তরাষ্ট্র, বাংলাদেশ ৪৫তম, ঋণের পরিমাণ ২০৪.৯ বিলিয়ন ডলার - ৯ম পাতায়

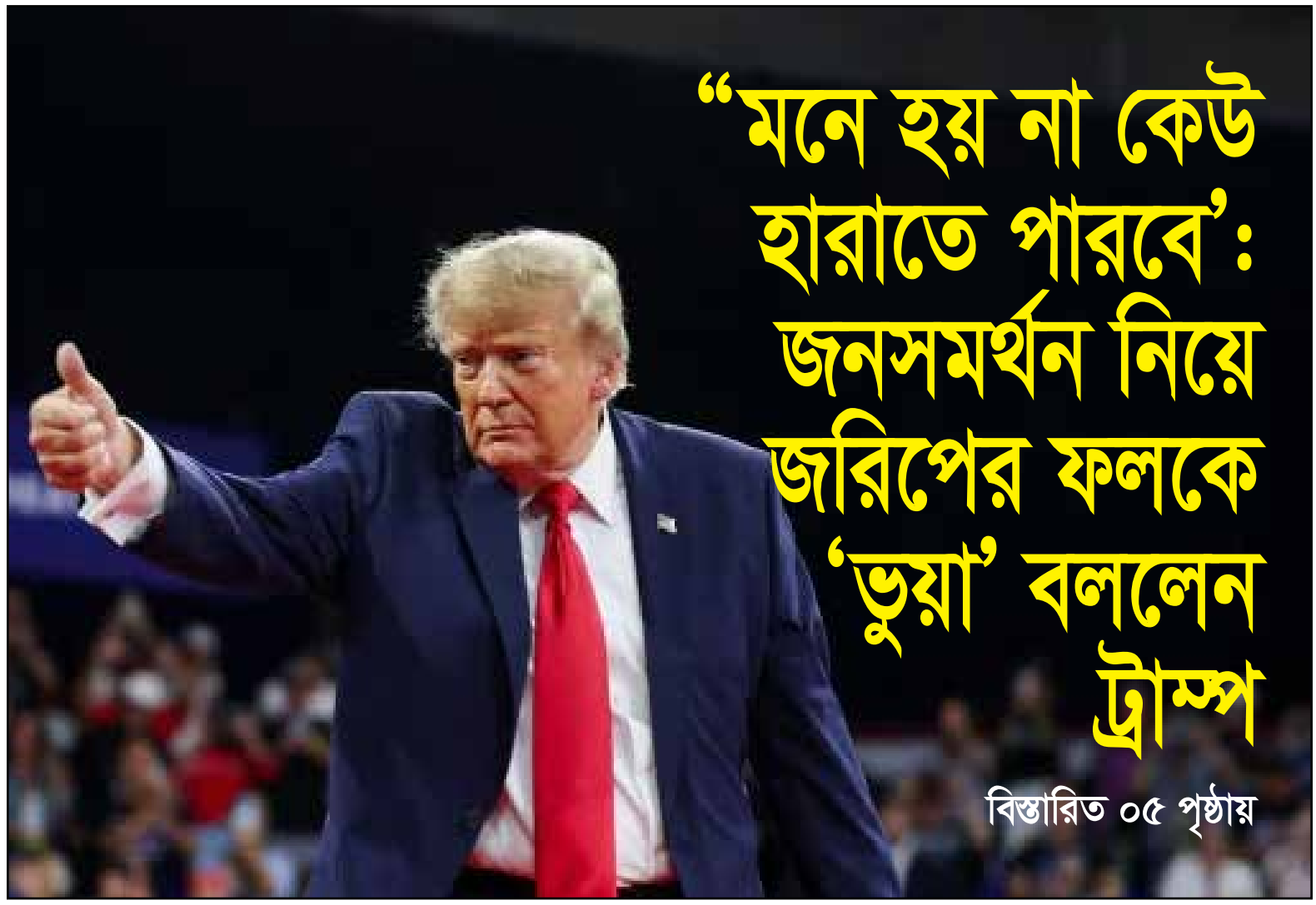
■ কানাডায় অভিবাসন জালিয়াতি: পাঁচ বাংলাদেশির বিরুদ্ধে মামলা -১২তম পাতায়

■ সৌদিতে ২ বাংলাদেশির মৃত্যুদণ্ডে সামনে এলো ঢাকা-রিয়াদ কূটনৈতিক সমন্বয়হীনতা -১৪ পাতায়

■ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সফরে জাপানের সঙ্গে ২ বিলিয়ন ডলার ঋণচুক্তি সইয়ের সম্ভাবনা- ১৫তম পাতায়

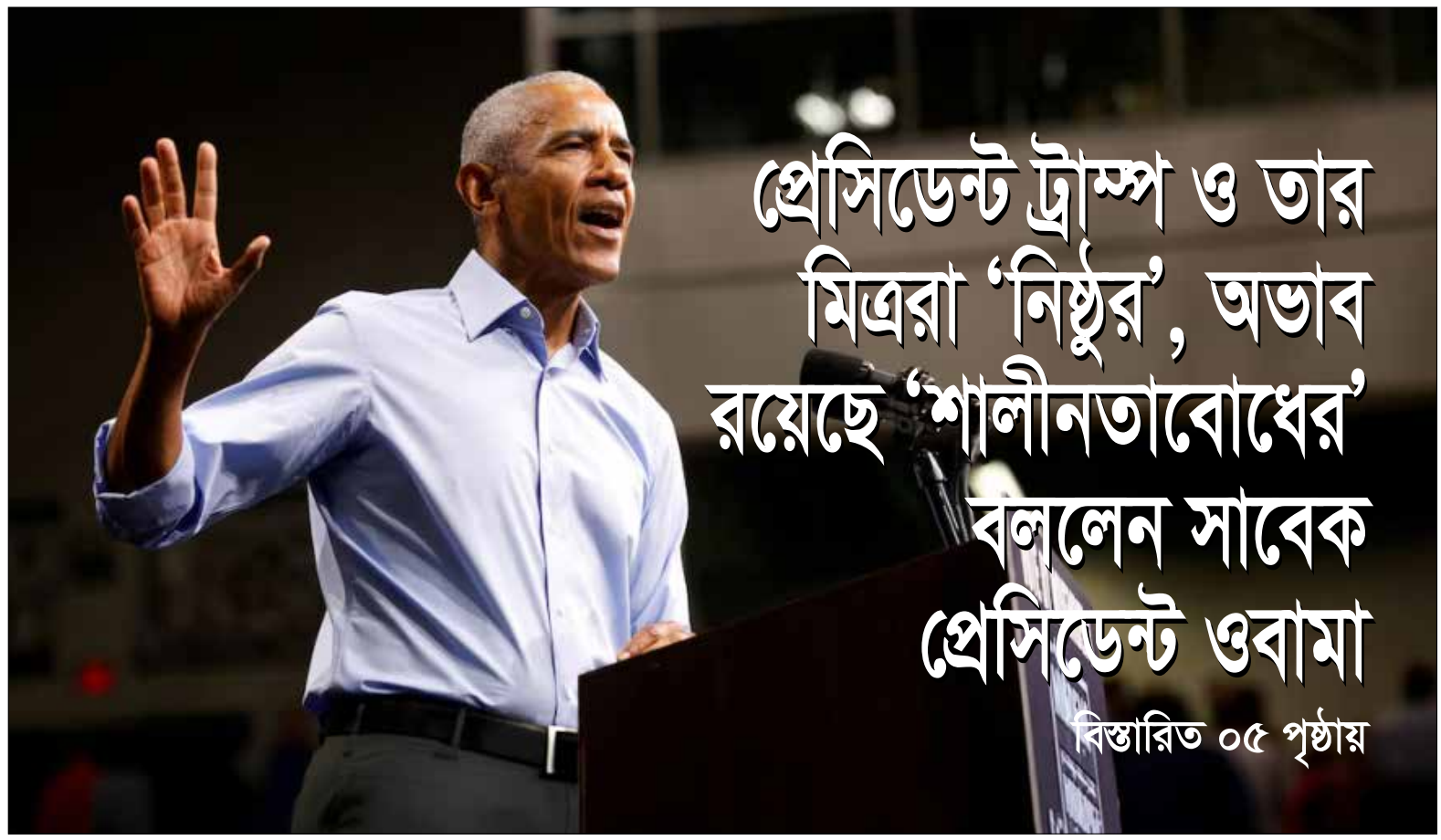
■ আবেদনের প্রায় ১৮ মাস পার হলেও যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্বের সাক্ষাৎকারে না ডাকায় মামলা -১০ পাতায়

■ গ্রেপ্তার হলে বাতিল হতে পারে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা, যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের সতর্কবার্তা-১১ পাতায়



“মনে হয় না কেউ হারাতে পারবে’: জনসমর্থন নিয়ে জরিপের ফলকে ‘ভুয়া’ বললেন ট্রাম্প

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়



প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও তার মিত্ররা ‘নিষ্ঠুর’, অভাব রয়েছে ‘শালীনতাবোধের’ বললেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ওবামা

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়



আমরা PCA, HHA সার্ভিস দিয়ে থাকি
Aasha Home Care LHCSA
(718) 776-2717
(646) 744-5934



GOLDEN AGE HOME CARE

সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো



Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

Design by: theprprint.com 929-316-7603

NEW YORK SENIOR ADULT DAYCARE

নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার

WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT

healthfirst · elderplan · Anthem · Hamaspik · RiverSpring Living · MetroPlus Health · SWH





SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO



FUHAD HUSSAIN
CCO



MOHAMMAD ZAHID ALAM
CFO

- We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
- Both Halal and Vegetarian Food Option

সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা

CALL US NOW:
718-516-3425

A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP

CONTACT US:

Off: 718-516-3424
FAX: 646-568-6474

newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com

116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375

86-11 101 Avenue,
Ozone Park, NY 11416

কে কি বললেন



● "মনে হয় না কেউ হারাতে পারবে", জনসমর্থন নিয়ে জরিপের ফলকে 'ভুয়া' বলে প্রকৃত সমর্থন ৬০% দাবি করলেন **প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প**



● প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও তার মিত্ররা 'নিষ্ঠুর','শালীনতাবোধের' অভাব রয়েছে তাদের- সাবেক প্রেসিডেন্ট **বারাক ওবামা**



● ইসলাম ধর্মের কারণে মানুষকে খাটো বা হেয় করার সংস্কৃতিতে আমি অত্যন্ত বিরক্ত ও পরিশ্রান্ত - যুক্তরাষ্ট্রে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়া মুসলিমবিদ্বেষ ও বৈষম্যের তীব্র নিন্দা জানিয়ে সাবেক প্রেসিডেন্ট **বিল ক্লিনটন**।



● 'আমি তাঁর বিপক্ষেও সমর্থন দিচ্ছি না, পক্ষেও দিচ্ছি না। আমি ইসরায়েলি নির্বাচনে জড়াচ্ছি না।'- বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সমর্থনের পরও যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট **জেডি ভ্যান্স**



● লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত না হলে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে যাব না - বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. **শফিকুর রহমান**।



● বাংলাদেশ সরকার অনুমোদন দিলে প্রয়োজনে 'ক্রসফায়ার' করতেও পুলিশ পিছপা হবে না- বাংলাদেশ পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) **মো. আলী হোসেন ফকির**।



● বিরোধী দলে থাকতেই কবর দিতে বাধা দিচ্ছে, রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে গেলে কী করবে - পিরোজপুরে বীর মুক্তিযোদ্ধা মানিক পশারীর মরদেহ দাফনে জামায়াতে ইসলামীর বাধা দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলে চিকিৎসক ও তরুণ রাজনীতিক **তাসনিম জারা**



● তারেক রহমানের ভালোর জন্যই আমরা সংবিধান সংস্কার পরিষদ চাইছি- এনসিপির আহ্বায়ক ও বাংলাদেশের বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ **নাহিদ ইসলাম**।



ফিলাডেলফিয়া থেকে বাংলাদেশের হৃদয়ে কিডনি চিকিৎসায় বাংলাদেশি চিকিৎসক জিয়াউদ্দিন আহমেদের অর্ধশতাব্দীর লড়াই

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের খ্যাতনামা একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হয়েও ভোলেননি শেকড়, দেশে পাঠাচ্ছেন কোটি টাকার চিকিৎসা সরঞ্জাম

ক্রনিক কিডনি রোগ, উচ্চ রক্তচাপ আর ডায়াবেটিসজনিত কিডনি জটিলতা - যে তিনটি রোগে বিশ্বজুড়ে লাখো মানুষ প্রতিদিন লড়ছে, সেই লড়াইয়ের সামনের সারিতে আছেন একজন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত আমেরিকান চিকিৎসক। তিনি ডা. জিয়াউদ্দিন আহমেদ। যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়ায় বসে প্রায় পাঁচ দশক ধরে তিনি শুধু রোগীর চিকিৎসাই করছেন না, তৈরি করছেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নেফ্রোলজিস্টদের।

ঢাকা মেডিকেল কলেজের কে-২৯ ব্যাচের এই শিক্ষার্থী ১৯৭৭ সালে গ্র্যাজুয়েশন শেষ করে পাড়ি জমান যুক্তরাষ্ট্রে। সেখানে তিনি Mercy Catholic Medical Center এবং Medical College of Pennsylvania থেকে উচ্চতর প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেন এবং Internal Medicine ও Nephrology-তে আমেরিকান বোর্ড সার্টিফিকেশন অর্জন করেন।

বর্তমানে তিনি দুটি মর্যাদাপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। একটি Temple University-র Professor of Medicine এবং AciwU Drexel University College of Medicine-এর Professor Emeritus হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

তাঁর কর্মস্থল ও ফিলাডেলফিয়ার Temple University Hospital-এর Drexel Nephrology বিভাগ। Castle Connolly Top Doctors তালিকায় তাঁর নাম রয়েছে, যেখানে তাঁকে Chronic Kidney Diseases, Hypertension এবং Diabetic Kidney Disease-এর বিশেষজ্ঞ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

শুধু চিকিৎসক হিসেবেই নয়, একজন সংগঠক ও মানবসেবী হিসেবেও তিনি পরিচিত। তিনি DMC Alumni USA এবং Bangladesh Medical Association of North America-র সাবেক সভাপতি। তাঁর উদ্যোগেই যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত চিকিৎসকদের সংগঠন Non-Resident Bangladeshi doctors-এর সহায়তায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং কুমুদিনী হাসপাতালে প্রায় ২ কোটি টাকা মূল্যের আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম অনুদান হিসেবে পাঠানো হয়েছিল।

এছাড়া তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলন ও নিউ ইয়র্ক আন্তর্জাতিক বইমেলার একজন নীতিনির্ধারণী সংগঠক ও পৃষ্ঠপোষক।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একজন সার্জন ও শিক্ষকের পরিবার থেকে এসেছেন। শিক্ষকতা ও চিকিৎসা - দুটোই তাঁর রক্তে।

যুক্তরাষ্ট্রের চিকিৎসা ব্যবস্থার সর্বোচ্চ পর্যায়ে থেকেও তিনি নিয়মিত বাংলাদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে ভাবেন, কথা বলেন। করোনা মহামারির সময় "আতঙ্ক নয়, সচেতনতাই সমাধান" শীর্ষক সচেতনতামূলক বক্তব্য দিয়ে বাংলাদেশের মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন এই অধ্যাপক।

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের মুখ উজ্জ্বল করা এই চিকিৎসক প্রমাণ করেছেন, শেকড় থেকে দূরে গিয়েও শেকড়ের জন্য কাজ করা যায়।

তথ্যসূত্র: Castle Connolly Medical Ltd., Sharecare Provider Directory, Drexel University College of Medicine, The Daily Star

ফিলাডেলফিয়া ম্যাগাজিনের 'সেরা চিকিৎসক' সম্মাননা পেলেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ডা. জিয়াউদ্দিন আহমেদ

পেনসিলভানিয়া স্টেটের ফিলাডেলফিয়ায় ২০২৬ সালের 'সেরা চিকিৎসক' সম্মাননা পেয়েছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কিডনি রোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. জিয়াউদ্দিন আহমেদ। খ্যাতনামা সাময়িকী 'ফিলাডেলফিয়া ম্যাগাজিন' তাঁকে এ স্বীকৃতি দিয়েছে। চিকিৎসকদের প্রত্যক্ষ ভোট ও সহকর্মীদের মূল্যায়নের ভিত্তিতে দেওয়া এই সম্মাননার তালিকায় গত কয়েক বছর ধরেই নিজের অবস্থান ধরে রেখেছেন তিনি।

ডা. জিয়াউদ্দিন আহমেদ সাদেক নামেও পরিচিত। বর্তমানে তিনি টেম্পল বিশ্ববিদ্যালয়ের লুইস কাটজ চিকিৎসাবিদ্যা অনুষদে চিকিৎসাবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন। কিডনি রোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসাসেবা, গবেষণা ও চিকিৎসা শিক্ষায় অবদান রেখে চলেছেন তিনি।

তাঁর কাজের অন্যতম ক্ষেত্র দীর্ঘমেয়াদি কিডনি

“মনে হয় না কেউ হারাতে পারবে’: জনসমর্থন নিয়ে জরিপের ফলকে ‘ভুয়া’ বললেন ট্রাম্প



প্রকৃত সমর্থন ৬০% দাবি

পরিচয় ডেস্ক: আগামী ৩ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে নিজের জনপ্রিয়তা কমে যাওয়ার ইঙ্গিত দেওয়া জনমত জরিপগুলো প্রত্যাখ্যান করেছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। এসব জরিপের বদলে তার প্রতি জনসমর্থন ৬০ শতাংশের কাছাকাছি বলে দাবি করেছেন তিনি।

শনিবার (২৪ অক্টোবর) দ্য ওয়াশিংটন এক্সামিনার-এর বাইরন ইয়র্ককে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প জনমত জরিপের পরিসংখ্যানকে ‘ভুয়া’ বলে অভিহিত করেন। সাক্ষাৎকারে রিয়েলক্লিয়ারপলিটিকস-এর জরিপগুলোর গড় ফলাফল তুলে ধরে তার কাছে জানতে *বাকি অংশ ৫ পৃষ্ঠায়*



যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনী প্রচারে রেকর্ড ৩.৮ বিলিয়ন ডলার ব্যয়, খরচে এগিয়ে রিপাবলিকানরা

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচন ঘিরে রাজনৈতিক বিজ্ঞাপনে রেকর্ড ব্যয় হয়েছে, টেক্সাস, ওহাইও ও মিশিগানের গুরুত্বপূর্ণ আসনে। আগামী ৩ নভেম্বরের নির্বাচন ঘিরে ১২ অক্টোবর পর্যন্ত প্রচারিত রাজনৈতিক বিজ্ঞাপনের ব্যয় দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩.৮ বিলিয়ন আমেরিকান ডলারে।

রয়টার্সের ১৯ অক্টোবর প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, নির্বাচনী বিজ্ঞাপন পর্যবেক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান অ্যাডইমপ্যাক্টের তথ্য থেকে এ ব্যয়ের হিসাব পাওয়া গেছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদ ও সিনেটের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখা এবং পুনরুদ্ধারকে কেন্দ্র করে দুই প্রধান দলের প্রচার তীব্র হয়েছে।



প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও তার মিত্ররা ‘নিষ্ঠুর’, অভাব রয়েছে ‘শালীনতাবোধের’

বললেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ওবামা

পরিচয় ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও তার রিপাবলিকান মিত্রদের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুরতা ও শালীনতাবোধের অভাবের অভিযোগ তুলেছেন বারাক ওবামা। মধ্য-পশ্চিমাঞ্চলের দুটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেটে মধ্যবর্তী নির্বাচনের প্রচারে ডেমোক্র্যাটদের পক্ষে অংশ নিয়ে এসব মন্তব্য করেন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক এই প্রেসিডেন্ট।

প্রথমে ওহাইও স্টেটে রিপাবলিকান গভর্নর প্রার্থী বিবেক রামাস্বামীর সমালোচনা করেন ওবামা। ডেমোক্র্যাট প্রতিদ্বন্দ্বী চিকিৎসক অ্যামি অ্যাকটন ও তার মাকে নিয়ে তৈরি বিজ্ঞাপন প্রচার চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে অনড় রয়েছেন রামাস্বামী। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সও বিজ্ঞাপনটির পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। তবে ওহাইওর

পরের ভোটে রিপাবলিকানদের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী কে? নিজের সম্ভাব্য দুই উত্তরসূরির নাম বলে দিলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: আগামী ৩ নভেম্বর আমেরিকায় মধ্যবর্তী (মিড-টার্ম) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আপাতত তারই প্রচারে ব্যস্ত ট্রাম্প। প্রচারপর্বের মধ্যেই রবিবার একটি সাক্ষাৎকারে তিনি উত্তরসূরির নাম জানান।

২০২৮ সালে আমেরিকায় আবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। তাতে রিপাবলিকানদের হয়ে কে লড়বেন? ডোনাল্ড ট্রাম্পের উত্তরসূরির দৌড়ে এগিয়ে কারা? নিজেই তাঁদের নাম



বলে দিলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট। তবে এ-ও মনে করিয়ে দিয়েছেন, ২০২৮ সালের নির্বাচনের প্রার্থী নিয়ে ভাবার সঠিক সময় এটা নয়। আরও অনেক সময় পড়ে আছে। তাতে পরিস্থিতিও বদলে যেতে পারে আমূল। আগামী ৩ নভেম্বর আমেরিকায় মধ্যবর্তী (মিড-টার্ম) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আপাতত তারই প্রচারে ব্যস্ত ট্রাম্প। বিভিন্ন স্টেটে ঘুরে ঘুরে তিনি জনসভা

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

২৫০ শতাংশ শুল্কের হুমকিতে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ থামিয়েছিলাম, তাও নোবেল পেলাম না, আফসোস প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের

পরিচয় ডেস্ক: গত ২০২৫ সালে ভারত ও পাকিস্তানকে যুদ্ধে জড়ানো থেকে বিরত রাখতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন বলে ফের দাবি করেছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। তিনি দাবি করেন, পারমাণবিক অস্ত্রধারী এই দুই দেশের মধ্যকার সীমান্ত সংঘাতের বড় ধরনের বিস্তার তিনি ঠেকিয়েছিলেন উভয় পক্ষকে সর্বোচ্চ ২৫০ শতাংশ পর্যন্ত বাণিজ্য শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়ে।



আগামী ৩ নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে ২৩ অক্টোবর শুক্রবার ফ্লোরিডায় এক নির্বাচনি প্রচার সমাবেশে বক্তব্য দেওয়ার সময় তিনি আটটি 'যুদ্ধ' 'মীমাংসা' করার দাবির পুনরাবৃত্তি করেন।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, 'আমি ভারত ও পাকিস্তানকে থামিয়েছি। দুটি পারমাণবিক শক্তিধর দেশ-আমি তাদের থামিয়েছি। বাণিজ্যকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছি। আমি বলেছিলাম, 'আপনারা যদি এমনটা করেন, তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য করতে পারবেন না, বিপুল অর্থও আয় করতে পারবেন না। আমি আপনাদের উভয়ের ওপর ২৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করব, যাতে আপনারা কোনো ব্যবসাই করতে না পারেন।' এতে তারা খুব বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হয়েছিল। এরপর তারা গুলি চালানো বন্ধ করে এবং যুদ্ধের অবসান ঘটে।'

তথাকথিত এই কূটনৈতিক অর্জনের জন্য নোবেল শান্তি পুরস্কার না পাওয়ার ক্ষোভও তিনি এই সমাবেশে আবারও প্রকাশ করেন। তিনি মন্তব্য করেন, 'আমি কি নোবেল পুরস্কার পেয়েছি? না।'

গত বছর পেহেলগামে ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলার পর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার সশস্ত্র সংঘাত তিনি থামিয়েছিলেন বলে ট্রাম্প বারবার দাবি করে আসছেন। তবে নয়াদিল্লি বরাবরই কোনো তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতার কথা অস্বীকার করেছে।

ভারতের বক্তব্য অনুযায়ী, 'অপারেশন সিন্দুর' চলাকালে সামরিক পদক্ষেপ বন্ধ করার জন্য পাকিস্তানের ডিরেক্টর জেনারেল অব মিলিটারি অপারেশনস (ডিজিএমও) তার ভারতীয় সমকক্ষকে অনুরোধ করার পরই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়েছিল। গত বছরের ৭ মে ভারত 'অপারেশন সিন্দুর' শুরু করেছিল। সামরিক অভিযানের অংশ হিসেবে পাকিস্তান ও পাকিস্তান-নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের সন্ত্রাসী অবকাঠামো লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছিল ভারতীয় বাহিনী।

ভারতের সেই হামলায় মূল সন্ত্রাসী লঞ্চপ্যাডগুলোতে আঘাত হানা হয়েছিল। পরবর্তীতে পাকিস্তানের অনুরোধ পাওয়ার পর ১০ মে এই অভিযান স্থগিত করে ভারত। - সংবাদ সুত্র ইন্ডিয়া টুডে

জন্মকালীন নাম নিয়ে প্রকাশিত রিপোর্টের পর ইলহান ওমরের পদত্যাগ দাবি করলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: গত বৃহস্পতিবার (২২ অক্টোবর) প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস সদস্য ইলহান ওমরকে অবিলম্বে কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করার আহ্বান জানিয়েছেন। এর আগে একটি ফেডারেল আদালতের নথিতে মিনেসোটার এই ডেমোক্র্যাট সদস্যকে "ইলহান নূর সাইদ এলমি, যিনি ইলহান আবদুল্লাহি ওমর নামেও পরিচিত" হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।



আইওয়াতে আয়োজিত এক নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখার সময় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ওমরকে নিয়ে ওঠা একটি অভিযোগের প্রসঙ্গ টেনে আনেন; এই অভিযোগটি তাঁর আগের বিয়ে সংক্রান্ত দীর্ঘদিনের বিতর্কের সাথে সম্পর্কিত।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, "কিছুক্ষণ আগেই জানা গেল যে... তাঁর নাম আসলে ইলহান ওমর নয়-যে নাম ব্যবহার করে তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং কংগ্রেসে শপথ নিয়েছিলেন। তিনি শপথ নেওয়ার জন্য একটি ভুয়া নাম ব্যবহার করেছেন। আমার মনে হয়, তাঁর অবিলম্বে কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করা উচিত।"

তিনি পরবর্তীতে ঘোষণা করলেন: "রিপাবলিকানরা প্রতিনিধি পরিষদে একটি আসন অর্জন করেছে।"

গত বুধবার (২১ অক্টোবর) ফেডারেল আদালতে দাখিল করা একটি নথিতে-যা নিউজউইক (ঘবংিবিবশ) সংগ্রহ করেছে-এই কংগ্রেস সদস্যকে "ইলহান নূর সাইদ এলমি, যিনি ইলহান আবদুল্লাহি ওমর নামেও পরিচিত" বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি জিনিন পিরোর কার্যালয় থেকে দাখিল করা এই নথিতে ওমরের ওয়াশিংটনস্থ বাসভবনে ফেডারেল তল্লাশি পরোয়ানা সংক্রান্ত নথিপত্র গোপন (সিল *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*



যুক্তরাষ্ট্রে অর্থনীতি ও স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে উদ্বিগ্ন এশীয় বংশোদ্ভূত ভোটাররা

সামনে মধ্যবর্তী নির্বাচন

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী এশীয় বংশোদ্ভূত প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে জীবনযাত্রার ব্যয়, স্বাস্থ্যসেবা এবং অর্থনীতি বড় উদ্বেগ হিসেবে উঠে এসেছে। নতুন জরিপে দেখা গেছে, নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে এসব বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থান ভোটারদের বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

পাশাপাশি এশীয় বংশোদ্ভূত জনগোষ্ঠীর কাছে অর্থনীতি, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য এবং স্বাস্থ্যসেবা এখন গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী ইস্যু হয়ে উঠেছে। গত সোমবার, ১৯ অক্টোবর প্রকাশিত অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস-নরক ও এপিআই ডেটার একটি জরিপে দেখা গেছে, আগামী ৩ নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে এই জনগোষ্ঠীর বড় অংশ অর্থনীতি ও জীবনযাত্রার ব্যয় নিয়ে উদ্বিগ্ন।

জরিপটি ৮ থেকে ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে পরিচালিত হয়। এতে ১ হাজার ২৩ জন এশীয়, নেটিভ হাওয়াইয়ান ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের বংশোদ্ভূত প্রাপ্তবয়স্ক অংশ নেন। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অর্থনীতি ও জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাচনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর মধ্যে উঠে এসেছে। প্রায় ৯০ শতাংশ উত্তরদাতা অর্থনীতিকে *বাকি অংশ চই পৃষ্ঠায়*

মুসলমানদের ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে হেয় করা ও বৈষম্যের শিকারের নিন্দা বিল ক্লিনটনের

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন মুসলমানদের ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে হেয় করা ও বৈষম্যের শিকার করার নিন্দা জানিয়েছেন। ফ্লোরিডার কোনোনিয়া ওয়ারশিপ সেন্টারে 'মাল্টিপল ফেইথস, ওয়ান ফ্লোরিডা' শীর্ষক অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেওয়ার সময় তিনি পবিত্র কোরআনের সুরা হুজুরাতের ১৩ নম্বর আয়াত উদ্ধৃত করেন। আয়াতটিতে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে মানুষকে সৃষ্টির উদ্দেশ্য হিসেবে



পরস্পরকে চেনা ও বোঝার কথা বলা হয়েছে।

সাবেক প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পার্থক্যকে বিভেদের কারণ না বানিয়ে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহনশীলতার আহ্বান জানান।

তিনি আরও জানান, তাঁর মেয়ে চেলসি ক্লিনটন ১৫ বছর বয়সে পুরো কোরআন পড়েছিলেন এবং তাঁকেও কোরআন পড়তে উৎসাহিত করেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রে মুসলিমবিদ্বেষ নিয়ে বিতর্কের মধ্যে তাঁর এই বক্তব্য সামনে এসেছে।

বাংকারবিধ্বংসী বোমা নিয়ে আরব সাগরে আমেরিকার যুদ্ধজাহাজ, হামলার পরিকল্পনায় ইরানও

পরিচয় ডেস্ক: ইরানের বিরুদ্ধে নতুন করে বড় ধরনের সামরিক হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। এ লক্ষ্যে আরব সাগরে অবস্থানরত যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবাহী যুদ্ধজাহাজ ইউএসএস জর্জ ওয়াশিংটনে নতুন করে দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ও বাংকারবিধ্বংসী বোমা তোলা হচ্ছে। একই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের লক্ষ্য করে হামলার পরিকল্পনা চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে গেছে ইরানও-এমন গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে নিরাপত্তা সতর্কতা বাড়িয়েছে ওয়াশিংটন। বিভিন্ন দেশের আমেরিকান দূতাবাস ও কনস্যুলেট থেকে কর্মীদের সরিয়ে নিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। শনিবার (২৪ অক্টোবর) দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল ও দ্য নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।



দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের প্রতিবেদনে বলা হয়, সরেজমিনে আরব সাগরে অবস্থানরত রণতরি ইউএসএস জর্জ ওয়াশিংটনে গিয়ে পত্রিকাটির প্রতিবেদক শেলবি হলিডে দেখতে পান, বিপুলসংখ্যক গোলাবারুদের বাক্স স্তূপ করে রাখা হয়েছে।

এর মধ্যে দূর থেকে স্থল লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম ক্ষেপণাস্ত্র এবং ভূগর্ভস্থ সুরক্ষিত স্থাপনা ধ্বংসে ব্যবহৃত বাংকারবিধ্বংসী বোমা রয়েছে। আমেরিকান সেনারা অস্ত্র তোলার পাশাপাশি সম্ভাব্য নতুন সামরিক অভিযানের জন্য যুদ্ধবিমানও প্রস্তুত করছিলেন বলে দেখেন তিনি। প্রতিবেদনে বলা হয়, রণতরিতে তোলা অস্ত্রগুলো ইরানের ভূগর্ভস্থ পারমাণবিক স্থাপনা এবং অত্যন্ত সুরক্ষিত সামরিক অবকাঠামোতে হামলা চালানোর উপযোগী।

এদিকে দ্য নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়, মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশে নিজেদের কর্মীদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন যুক্তরাষ্ট্র।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওকে পাঠানো জাতীয় গোয়েন্দা বিভাগের পরিচালক জে ক্লেটনের এক স্মারকলিপির বরাতে প্রতিবেদনে বলা হয়, মার্কিন কর্মীদের লক্ষ্যবস্তু করার প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়েছে ইরান-এমন গোয়েন্দা তথ্য পেয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রের এক কর্মকর্তার বরাতে প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, আমেরিকান নাগরিকদের বিরুদ্ধে হুমকির মাত্রা এখন সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে। নিউইয়র্ক টাইমস জানায়, গত তিন সপ্তাহ ধরে রাষ্ট্রদূতসহ যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য হামলার হুমকি নিয়ে গোয়েন্দা তথ্য পর্যালোচনা করছেন বিশ্লেষকরা।

কিছু তথ্য থেকে যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরেও ইরানের এজেন্ট থাকার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের এক *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

২০২০ সালে ডেমোক্র্যাটরা চুরি করে জিতেছে, তাই আমার তৃতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে লড়ার ‘অধিকার আছে’ বললেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: এক নির্বাচনি সমাবেশে গত বৃহস্পতিবার (২২ অক্টোবর) সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তাঁর অনুসারীদের বলেন, ‘প্রেসিডেন্ট পদে পুনরায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকার’ তার রয়েছে। অসংবিধানিক হওয়া সত্ত্বেও তৃতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট হওয়ার লড়াইয়ে নামার যে দাবি তিনি বারবার করে আসছেন, আবারও তারই পুনরাবৃত্তি করলেন তিনি।



আইওয়া স্টেটের সিউ সিটি-তে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, ‘আমি জানি না আপনাদের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট কে হতে যাচ্ছেন। আমার মনে হয় আইনে বলা আছে-যদিও আমি শতভাগ নিশ্চিত নই, কিন্তু আমার মনে হয় আইনে বলা আছে যে আমার আর নির্বাচনে দাঁড়ানোর অনুমতি নেই।’

ট্রাম্প মূলত যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের ২২ নম্বর সংশোধনীকে *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

ইরানে নতুন হামলার পরিকল্পনা করেন ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু, ভেস্তে দেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: চলতি অক্টোবর মাসের শুরুতে ইরানে নতুন করে হামলা চালানোর পরিকল্পনা করেছিলেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। তবে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে সংঘাত পুনরায় শুরু করার বিরোধিতা করে হামলার পরিকল্পনা ভেস্তে দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।



বিষয়টি সম্পর্কে অবগত তিন ব্যক্তির বরাতে সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, গত ১০ অক্টোবর হামলার জন্য প্রস্তুত ছিল ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ)। ইরানের পারমাণবিক স্থাপনা, শাসনব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা এবং বিদ্যুৎকেন্দ্রসহ বেসামরিক অবকাঠামো লক্ষ্য করে এসব হামলার পরিকল্পনা করা হয়েছিল।

তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সূত্রগুলোর দাবি, আগামী ৩ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার আগে সংঘাত নতুন করে শুরু করতে চাননি ট্রাম্প। এ কারণে হামলার পরিকল্পনা এগিয়ে নেওয়া হয়নি।

সূত্রগুলোর মতে, পরিকল্পিত হামলা গত ফেব্রুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের চালানো হামলার চেয়েও তীব্র হতে পারত।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পরিকল্পিত হামলায় যুক্তরাষ্ট্রও অংশ নিত কি না, তা স্পষ্ট নয়। তবে একটি সূত্র সংবাদমাধ্যমটিকে জানিয়েছে, আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আবারও সংঘাত শুরু হওয়া অযৌক্তিক কোনো পরিস্থিতি নয়। আরেকটি সূত্র জানিয়েছে, ইসরায়েল নতুন করে লক্ষ্যবস্তুর একটি তালিকা তৈরি করেছে। এতে এমন কিছু বেসামরিক অবকাঠামোও রয়েছে, যেগুলোতে আগে হামলা চালানো *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*



গুগলে ফোন করে আটলান্টিকের নাম বদলে ‘ট্রাম্প মহাসাগর’ রাখতে বলেছিলাম

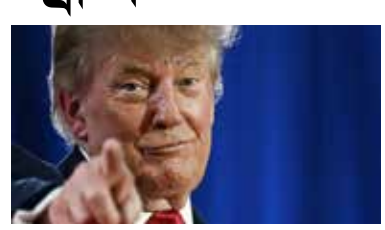
ওরা রাজি হয়নি বললেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প দাবি করেছেন, তিনি একটি মহাসাগরের নাম নিজের নামে রাখার বিষয়ে গুগলের সাথে কথা বলেছেন। তবে প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানটি এই প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করেছে, কারণ মহাসাগরগুলোর সীমানা একাধিক দেশের সাথে যুক্ত।

দক্ষিণ ক্যারোলিনায় গত বুধবারের (২১ অক্টোবর) একটি নির্বাচনী সমাবেশে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

প্রতারকদের বিরুদ্ধে ২৫ মিলিয়ন ডলারের হুইসেলব্লোয়ার প্রোগ্রাম চালু করলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে প্রতারকদের বিরুদ্ধে ২৫ মিলিয়ন ডলারের হুইসেলব্লোয়ার প্রোগ্রাম চালু করলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যেখানে নির্ভরযোগ্য তথ্যের জন্য নগদ অর্থ দেওয়া হবে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেছেন, প্রতারণার হুইসেলব্লোয়ার পুরস্কার কারা পাবে, তা তিনি *বাকি অংশ চই পৃষ্ঠায়*



বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিপূরণ পাচ্ছে নেপাল

নেপালের হিসাব অনুযায়ী, ২৬ আগস্টের আকস্মিক বন্যায় তাদের অবকাঠামো ও সার্বিক অর্থনীতিতে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২.৭ বিলিয়ন ডলার।



গত ২৬ আগস্ট নেপালে পাথর ও বরফধসের পর আকস্মিক বন্যায় বাড়িঘর, জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, সড়ক ও স্কুল ভেসে যায়। ছবি: রয়টার্স

চলতি বছর ভয়াবহ প্রাণঘাতী আকস্মিক বন্যার ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে জাতিসংঘের নতুন একটি তহবিল থেকে বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিপূরণ পাচ্ছে নেপাল। বৃহস্পতিবার (২২ আগস্ট) এ বরাদ্দের অনুমোদন দেওয়া হয়।

জলবায়ুজনিত দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে আর্থিক সহায়তা দিতে ২০২৩ সালে গঠিত 'ফান্ড ফর রেসপন্ডিং টু লস অ্যান্ড ড্যামেজ' তহবিল থেকে দেশটির জন্য ২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বরাদ্দ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত উন্নয়নশীল দেশগুলো দীর্ঘদিন ধরে আর্থিক সহায়তা দাবি করে আসছে। তাদের সেই দাবি পূরণের পথে জাতিসংঘের এই পদক্ষেপকে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হিসেবে দেখা হচ্ছে।

গত ২৬ আগস্ট নেপালে ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে। চীনের তিব্বত সীমান্তসংলগ্ন এলাকায় পাথর ও বরফধসের পর আকস্মিক বন্যা দেখা দেয়। এতে বিভিন্ন শহর ও গ্রামের বাড়িঘর, জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, সড়ক ও স্কুল ভেসে যায়। এ দুর্যোগে ১৫ হাজার পরিবারের প্রায় ৬০ হাজার মানুষ সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এতে অন্তত ১ হাজার ৫০০ জনের প্রাণহানি ঘটেছে এবং এখনো ৫ হাজারের বেশি মানুষ নিখোঁজ রয়েছেন।

চীনের তিব্বত সীমান্তসংলগ্ন এলাকায় পাথর ও বরফধসের পর নেপালে আকস্মিক বন্যা ও কাদামাটির ধস দেখা দেয়। ছবি: রয়টার্স

দুর্যোগের পর গত ৩১ আগস্ট নেপাল সরকার জাতিসংঘের তহবিলে জরুরি সহায়তার আবেদন জানায়। দেশটির হিসাব অনুযায়ী, এই দুর্যোগে তাদের অবকাঠামো ও সার্বিক অর্থনীতিতে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২.৭ বিলিয়ন ডলার।

তবে তহবিলের নীতিমালা অনুযায়ী কোনো দেশ একটি একক প্রকল্পের আওতায় সর্বোচ্চ *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*



মোহাম্মদ বিন সালমানের সময় কি ফুরিয়ে আসছে?

জাকির হোসেন : চতুর্দশ শতাব্দীর বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন তাঁর কালজয়ী 'আল-মুকাদ্দিমা' গ্রন্থে লিখেছিলেন, "উপযুক্ত ও যোগ্য উত্তরসূরি তৈরিতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে তিন প্রজন্মের পর অধিকাংশ মহান রাজবংশের পতন ঘটে।" যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের নেতৃত্বে বর্তমান সৌদি আরব আজ ঠিক এই প্রশ্নটির মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে: তিনি কি সুরক্ষিত ও শক্তিশালী করতে গিয়ে উল্টো আল-সৌদ রাজবংশের মূল ভিত্তিকেই দুর্বল করে দিয়েছেন?

সৌদি রাজতন্ত্র আজ অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক-উভয় দিক থেকেই নজিরবিহীন চাপের মুখে পড়েছে। যুবরাজ মোহাম্মদের গ্রহণ করা প্রধান প্রধান নীতি ও রাজনৈতিক বাজিগুলো একের পর এক ব্যর্থ হচ্ছে। প্রতিবেশী ইয়েমেনে হুথিদের পরাজিত করে সেখানে একটি অনুগত পুতুল সরকার গঠনের স্বপ্ন, তেলের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে সৌদি অর্থনীতিকে বহুমুখী করার পরিকল্পনা, এবং সর্বপরি ডোনাল্ড ট্রাম্পের নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্র সৌদি আরবের নির্ভরযোগ্য মিত্র হিসেবে পাশে থাকবে-এই তিনটি মূল ধারণাই এখন একসাথে মুখ থুবড়ে পড়েছে।

পরিস্থিতি পর্যালোচনায় অনেকেরই এখন মনে হচ্ছে, বর্তমান সংকট থেকে উত্তরণের সেরা উপায় হলো ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটানো-যুবরাজ মোহাম্মদকে সরিয়ে কোনো উপযুক্ত উত্তরসূরি বসানো, দেশটির পররাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক নীতিতে আমূল পরিবর্তন আনা এবং দীর্ঘদিনের কাঙ্ক্ষিত গণতান্ত্রিক সংস্কারগুলো বাস্তবায়ন করা। তা না করতে পারলে বিভিন্ন প্রভাবশালী যুবরাজদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব তৈরি হয়ে রাজত্ব খণ্ড-বিখণ্ড বা 'বলকানাইজড' হয়ে যেতে পারে, যা সৌদি আরবের বর্তমান ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক অস্তিত্বকেই চিরতরে বিলীন করে দিতে পারে।

কারণ, যেসব বহিরাগত শক্তি সৌদি আরবের বিশাল তেল সম্পদ এবং ১১৪ মিলিয়ন টন দুর্লভ খনিজ ও ইউরেনিয়াম আকরিকের প্রাক্কলিত বিশাল ভাণ্ডারের ওপর চোখ লাগিয়ে বসে আছে, তারা দেশটিকে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে নিতে এক মুহূর্তও দ্বিধা করবে না।

ইরানে নিজেদের পরিকল্পনা আপাতত সফল না হওয়ায়-সৌদির এই অভ্যন্তরীণ নাজুক পরিস্থিতি বিদেশি শক্তির পরবর্তী এবং হয়তো সহজতর লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হতে *বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়*

"১০ বছরের পরিশ্রম ধ্বংস হয়ে গেছে, তিন দিন ঘুমাইনি' -জানালেন প্যারিসে লুটপাটের শিকার বাংলাদেশি ব্যবসায়ী

পরিচয় ডেস্ক: ফ্রান্সের প্যারিসে সাম্প্রতিক দাঙ্গায় লুটপাট ও ভাঙচুরের শিকার হয়েছে প্রবাসী বাংলাদেশি হাসানের দোকান। ১০ বছরের পরিশ্রমে গড়ে তোলা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানটি হারিয়ে তিনি ভেঙে পড়েছেন।

তিনি বলেন, '১০ বছরের পরিশ্রম ধ্বংস হয়ে গেছে, তিন দিন ধরে ঘুমাইনি।'

বাংলাদেশ থেকে ২০১০ সালে ফ্রান্সে যাওয়া তিন সন্তানের বাবা হাসান কয়েক বছর অন্যান্য কাজ করেন। পরে কিছু অর্থ সঞ্চয় করে এক সহযোগীর সঙ্গে মিলে ২০১৬ সালে নিজের দোকান চালু করেন।

প্যারিসের প্লাস দ্য লা রিপাবলিকের কাছের একটি প্রধান সড়কে অবস্থিত দোকানটিতে প্রযুক্তিপণ্য বিক্রির পাশাপাশি কুরিয়ার সেবা দেওয়া হতো। দাঙ্গাকারীরা তার দোকানটিতে ব্যাপক লুটপাট ও ভাঙচুর চালায়।



হাসান ইউরোনিউজকে বলেন, দাঙ্গাকারীরা আমার ওপর হামলা চালায় এবং মাথায় মদের বোতল ভাঙার হুমকি দেয়। একপর্যায়ে আমি দোকান ছেড়ে যেতে বাধ্য হই।

হাসান বলেন, 'প্রায় ১০ বছর ধরে আমরা ধীরে ধীরে, একটু একটু করে এই দোকানটি গড়ে তুলেছিলাম।' *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

চীন কেন বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর তালিকায় নাম লেখাতে চায় না



পরিচয় ডেস্ক: বিশ্বব্যাংকের শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী চীন এখন উচ্চ-আয়ের দেশ হওয়ার দ্বারপ্রান্তে। কিন্তু বেইজিং নিজেকে বিশ্বের ধনী দেশগুলোর কাতারে শামিল করতে ইচ্ছুক নয়।

যুক্তরাষ্ট্র ও চীন যখন বিশ্বজুড়ে প্রভাব বিস্তারের লড়াইয়ে লিপ্ত, তখন বেইজিং নিজেকে লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ার "গ্লোবাল সাউথ" বা উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রধান প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থাপন করে আসছে।

তাছাড়া, আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোতে এখনও "উন্নয়নশীল" দেশের মর্যাদা পাওয়ার কারণে চীন কিছু সুবিধা পেয়ে থাকে যার মধ্যে রয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনের ধাক্কা মোকাবেলায় গঠিত বিভিন্ন বিশ্ব তহবিলে বাধ্যবাধকতামূলক আর্থিক অবদান *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

বিশ্বের শীর্ষ ঋণগ্রস্ত দেশ যুক্তরাষ্ট্র, বাংলাদেশ ৪৫তম, ঋণের পরিমাণ ২০৪.৯ বিলিয়ন ডলার

পরিচয় ডেস্ক: জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি, কম মজুরি, আবাসনসংকট ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বাজেট-ঘাটতির প্রতিবাদে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ইতালি ও পর্তুগালে চলমান এসব আন্দোলনের পেছনে জীবনযাত্রার ব্যয়ের পাশাপাশি সরকারের ঋণের বোঝা ও সুদ পরিশোধের ব্যয় নিয়েও উদ্বেগ বাড়ছে। এর মধ্যে সরকারি ঋণের পরিমাণের দিক থেকে বিশ্বে শীর্ষে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। আর বৈশ্বিক ঋণের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ৪৫তম।



আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি ঋণের পরিমাণ ৪১ দশমিক ৪ ট্রিলিয়ন ডলার, যা দেশটির মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ১২৭ শতাংশ। অন্যদিকে বাংলাদেশের সরকারি ঋণের পরিমাণ ২০৪ দশমিক ৯ বিলিয়ন ডলার, যা জিডিপির ৪০ শতাংশ। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বছরের পর বছর ঋণ বাড়তে থাকায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকার আর্থিক চাপের মুখে পড়ছে। পাশাপাশি ঋণের সুদ পরিশোধে ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অবকাঠামো ও সামাজিক নিরাপত্তার মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতে বরাদ্দ দেওয়ার সুযোগ সংকুচিত হচ্ছে।

সরকারি ঋণে শীর্ষ পাঁচ দেশ

আইএমএফের তথ্যানুযায়ী, সরকারি ঋণের পরিমাণের দিক থেকে বিশ্বে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে চীন। দেশটির ঋণের পরিমাণ ২২ দশমিক ৫ ট্রিলিয়ন ডলার, যা জিডিপির ১০৪ শতাংশ। তৃতীয় অবস্থানে থাকা জাপানের সরকারি ঋণ ৮ দশমিক ৭ ট্রিলিয়ন ডলার। দেশটির ঋণ-জিডিপি অনুপাত ১৯৯ শতাংশ, যা বড় অর্থনীতির দেশগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ।

যুক্তরাজ্য রয়েছে চতুর্থ অবস্থানে। দেশটির সরকারি ঋণের পরিমাণ ৪ দশমিক ৪ ট্রিলিয়ন ডলার, যা জিডিপির ১০২ শতাংশ। আর পঞ্চম অবস্থানে থাকা ফ্রান্সের সরকারি ঋণ ৪ দশমিক ২ ট্রিলিয়ন ডলার, যা দেশটির জিডিপির ১১৮ শতাংশ। এ ছাড়া ইতালির সরকারি ঋণের পরিমাণ *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

ইরান যুদ্ধে বদলে যাচ্ছে বৈশ্বিক জ্বালানি বাজার: একসময়ের শীর্ষ রপ্তানিকারক কাতার এখন এলএনজি কিনছে যুক্তরাষ্ট্র থেকে

পরিচয় ডেস্ক: ইরান যুদ্ধের আগে বিশ্বের অন্যতম বড় প্রাকৃতিক গ্যাস রপ্তানিকারক দেশ ছিল কাতার। কিন্তু মাত্র আট মাসের ব্যবধানে উপসাগরীয় দেশটিকে এখন তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে গ্যাস কিনতে হচ্ছে।



বৃহস্পতিবার (২২ অক্টোবর) আমেরিকান গ্যাস রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান চেনিয়ার এনার্জির সঙ্গে চুক্তি করেছে কাতারের রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান কাতারএনার্জি। চুক্তি অনুযায়ী, ২০৫৪ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর ৪ মিলিয়ন মেট্রিক টন তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) কিনবে কাতার। গ্যাসের দাম নির্ধারিত হবে যুক্তরাষ্ট্রের হেনরি হাবের বাজারদরের সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট ফি যোগ করে। ২০৩০-এর দশকে গ্যাস সরবরাহ শুরু হওয়ার কথা রয়েছে।

এক বিবৃতিতে চেনিয়ারের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জ্যাক ফুসকো বলেন, 'এই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেও সাবিন পাস ও করপাস ক্রিস্টি- উভয় কেন্দ্র থেকে কাতারএনার্জিকে নির্ভরযোগ্যভাবে গ্যাস সরবরাহ করতে আমরা আগ্রহী।' বিশ্বে বছরে ৪০০ মিলিয়ন মেট্রিক টনের বেশি এলএনজি বাণিজ্য হয়। এর তুলনায় কাতার যে পরিমাণ গ্যাস কিনবে, *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

ইউরোপের দেশে দেশে অস্থিরতা, কতটা চাপে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি খাত

পরিচয় ডেস্ক: জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক অসন্তোষে ফ্রান্স-ইতালিসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বাড়ছে অস্থিরতা। পোশাক শিল্প মালিকরা বলছেন, এ অবস্থা দীর্ঘায়িত হলে চাপে পড়তে পারে বাংলাদেশের রপ্তানি খাত। অন্যদিকে, ইউরোপে জ্বালানি সংকটের নেতিবাচক প্রভাবও পড়ছে রপ্তানি আদেশ ও পোশাকের দাম নির্ধারণে। সংকট উত্তরণে বিভিন্ন দেশের সাথে দীর্ঘমেয়াদি বাণিজ্য চুক্তির পরামর্শ বিশ্লেষকদের।



বাংলাদেশের পোশাকের সবচেয়ে বড় বাজার ইউরোপীয় ইউনিয়ন- ইইউ। গত অর্থবছরে ইইউতে মোট পোশাক রপ্তানি হয়েছিল ১ হাজার ৯০৬ কোটি ডলারের। যা আগের অর্থবছরের চেয়ে ৩ দশমিক ৩১ শতাংশ কম।

ইউরোপীয় পরিসংখ্যান সংস্থা ইউরোস্ট্যাটের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের জানুয়ারি-আগস্টে বাংলাদেশ থেকে ইইউর মোট পোশাক আমদানি কমেছে ১১ দশমিক ৬৭ শতাংশ।

এদিকে, জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির প্রতিবাদে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে অস্থিরতা চলছে। অসন্তোষ দীর্ঘায়িত হলে, রপ্তানিতে প্রভাব পড়ার আশঙ্কা করছেন শিল্প মালিকরা।

বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বলেন, 'আমরা যেহেতু আমাদের পোশাক রপ্তানিতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ওপর নির্ভরশীল। ইউরোপীয় ইউনিয়নের যেকোনো দেশে- সেটা ফ্রান্স হোক, ইতালি হোক বা ইউরোপের যেকোনো দেশেই হোক, সেখানে যখন অর্থনৈতিক একট অচলাবস্থা তৈরি হয়, আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হই।'

দীর্ঘদিন ধরে চলা রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে ইউরোপে জ্বালানি সংকটও কাটছে না। শীতের সময় জ্বালানির দাম বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। দেশগুলোর পোশাক আমদানিতে এর প্রভাব পড়বে বলেও মনে করছেন বিজিএমইএ সভাপতি।

বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*



বাংলাদেশে বেসরকারি খাতে ৬ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের ব্যবস্থা করবে জাপান- নিক্কেই এশিয়া-র রিপোর্ট

পরিচয় ডেস্ক: আগামী পাঁচ বছরে বাংলাদেশে বেসরকারি খাতে ১ ট্রিলিয়ন ইয়েন (৬.৩৫ বিলিয়ন ডলার) বিনিয়োগের ব্যবস্থা করে দেবে জাপান। বৃহস্পতিবার জাপানি সংবাদমাধ্যম নিক্কেই এ তথ্য জানিয়েছে।

চলতি মাসেই এক জাপান সফর করবেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। ওই সফরে তাকে জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচির সঙ্গে বৈঠকে অংশ নেবেন তিনি।

দুই নেতার বৈঠক শেষে প্রকাশিত যৌথ বিবৃতিতে এই বিনিয়োগের বিষয়টি উল্লেখ করা হবে বলে জানিয়েছে সংবাদমাধ্যমটি।

নিক্কেইয়ের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এ উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য জাপানের সঙ্গে অর্থনৈতিক সহযোগিতা বাড়ানো এবং বাংলাদেশে চীনের প্রভাব কমানো। চীন বর্তমানে বাংলাদেশের পণ্য আমদানির সবচেয়ে বড় উৎস।

নিক্কেইয়ের খবরে বলা হয়েছে, জাপানের এ বিনিয়োগ মূলত অটোমোবাইল ও অন্যান্য উৎপাদনমুখী শিল্পের পাশাপাশি জ্বালানি অবকাঠামো নির্মাণে ব্যয় হবে বলে আশা করা হচ্ছে। জাপানি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান সুমিতোমো করপোরেশনসহ বিভিন্ন পক্ষের উদ্যোগে গড়ে ওঠা বাংলাদেশ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে (বিএসইজেড) যেসব কোম্পানি কার্যক্রম শুরু করছে, তারাও এই বিনিয়োগ প্রক্রিয়ায় যুক্ত থাকবে।

জাপানি কোম্পানিগুলোর একটি ব্যবসায়িক প্রতিনিধিদল শিগগিরই বাংলাদেশ সফর করবে। পাশাপাশি অর্থনীতি ও বিনিয়োগ নিয়ে সরকারি ও বেসরকারি খাতের মধ্যে একটি সংলাপ আয়োজনেরও পরিকল্পনা রয়েছে।

গত ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশের সঙ্গে অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব চুক্তি (ইপিএ) সই করেছে জাপান। তুলনামূলক সাশ্রয়ী শ্রম ও শিল্পোৎপাদনের জন্য অনুকূল পরিবেশের পাশাপাশি বিপুলসংখ্যক তরুণ জনগোষ্ঠীর কারণে বাংলাদেশ ভোক্তা বাজার হিসেবেও বেশ বড়। জাপান দীর্ঘদিন ধরেই অফিশিয়াল ডেভেলপমেন্ট *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

আবেদনের প্রায় ১৮ মাস পার হলেও যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্বের সাক্ষাৎকারে না ডাকায় মামলা

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্বের আবেদন দীর্ঘদিন ধরে নিষ্পত্তি না হওয়ায় প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন তাইওয়ানের এক গ্রিনকার্ডধারী। আবেদনটি দপ্তরের একটি তাকেই ধুলা জমিয়ে পড়ে আছে বলে অভিযোগ করেছেন মেং জু লিউ, যিনি মাইকেল লিউ নামেও পরিচিত। তাঁর দাবি, ফেডারেল আদালত হস্তক্ষেপ না করলে নাগরিকত্বের জন্য তাঁকে অনির্দিষ্টকাল অপেক্ষা করতে হতে পারে।

গত ১৫ অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রের ওহাইও স্টেটের সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্টের ফেডারেল আদালতে মামলাটি দায়ের করেন লিউ। তাঁর আবেদন দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন তিনি।

মামলার নথি অনুযায়ী, লিউ ২০০২ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বৈধ স্থায়ী বাসিন্দা। তিনি ২০২৫ সালের ২৫ এপ্রিল নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করেন। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ও অভিবাসন সেবা বিভাগ



(ইউএসসিআইএস) ওই দিন তাঁর আবেদন গ্রহণ করে বলে নথিতে উল্লেখ রয়েছে। আদালতে দাখিল করা অভিযোগে বলা হয়েছে, আবেদন করার পর প্রায় ১৮ মাস পার হলেও লিউকে নাগরিকত্বের সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হয়নি। তাঁর আবেদনের ধরন অনুযায়ী, সিনসিনাটি কার্যালয়ে ৮০ শতাংশ আবেদন নিষ্পত্তির প্রকাশিত সময় ছিল সাড়ে ৯ মাস। লিউয়ের অভিযোগ, তাঁর আবেদন যুক্তিসংগত সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করা হয়নি এবং বিলম্বের কারণও জানানো হয়নি।

লিউ নিউজউইককে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব পাওয়ার সিদ্ধান্তের পেছনে তাঁর খাদ্যপণ্য আমদানি-রপ্তানি ব্যবসার প্রয়োজন রয়েছে। তিনি কানসাস অঙ্গরাজ্যে উৎপাদিত চাল বিদেশের বাজারে বিক্রি করেন। তাঁর বিশ্বাস, মার্কিন নাগরিকত্ব পেলে যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিপণ্যের মান আন্তর্জাতিক বাজারে আরও কার্যকরভাবে তুলে ধরতে পারবেন।

আন্তর্জাতিক ব্যবসার প্রয়োজনে তাঁকে বিদেশে গিয়ে *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

এটর্নী মঈন চৌধুরী LAW OFFICES

Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
(To schedule appointment only)


Michael Taub, Esq.


Moin Choudhury, Esq.

এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস
বিনামূল্যে পরামর্শ
প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

- গাড়ী এক্সিডেন্ট
- কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
- লেড পয়জনিং
- কাজের জায়গায় দূর্ঘটনা

IMMIGRATION
(Consultation fee applies)





ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি


Attorney Michigan Only.

Attorney Michigan Only.

Attorney New Jersey Only

Attorney, Buffalo New York Only

Attorney Connecticut Only

Attorney Pennsylvania Only

WWW.MOINLAW.COM

Prior result does not guarantee future outcome of any cases. Moin Choudhury is admitted in Michigan State only and also admitted in the Supreme Court of the United States.
Michael Taub is admitted in New York State Only and also admitted in the NY Federal District Courts.



কঠোর অভিবাসন নীতির প্রভাব, যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকত্ব অনুমোদন কমেছে ৭৫%

পরিচয় ডেস্ক: আমেরিকার অভিবাসন ব্যবস্থায় এক বড় ধরনের পরিবর্তনের চিত্র ফুটে উঠেছে। সাম্প্রতিক এক সরকারি ডাটা বিশ্লেষণে দেখা গেছে, গত বছরের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকত্ব (ঘধঃঁৎধষরুধঃরড়হ) আবেদনের অনুমোদন প্রায় ৭৫ শতাংশ কমে গেছে। একই সাথে নাটকীয়ভাবে বেড়েছে আবেদন প্রত্যাখ্যানের হার, যা বর্তমান প্রশাসনের চরম কঠোর স্ক্রিনিং ও যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়ার বাস্তব রূপকে স্পষ্ট করে তুলেছে।

ইউএস সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস (টঝঈওঝ)-এর এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিকের প্রকাশিত অফিশিয়াল তথ্য অনুযায়ী, এই সময়ে সংস্থাটি প্রায় ৭১,০০০ নাগরিকত্ব আবেদন নিষ্পত্তি করেছে। অথচ গত বছরের একই সময়ে এই সংখ্যাটি ছিল প্রায় ২৬৫,০০০। যেখানে আগে প্রতি মাসে গড়ে প্রায় ৭০,০০০ আবেদন অনুমোদিত হতো, বর্তমানে তা কমে মাসে মাত্র ২২,০০০-এ নেমে এসেছে। অভিবাসন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নতুন নীতিমালার আওতায় প্রতিটি ফাইলের ব্যাকগ্রাউন্ড চেক, ট্যাক্স রেকর্ড এবং পূর্ববর্তী রিফিউজি বা অ্যাসাইলাম ক্লেম অত্যন্ত কঠোরভাবে অডিট করা হচ্ছে।

আমেরিকান ইমিগ্রেশন কাউন্সিলের একজন বিশ্লেষক জানান, "আগে যেভাবে সহজে আবেদন অনুমোদন বা 'রাবার স্ট্যাম্প' করা হতো, বর্তমান প্রশাসন সচেতনভাবেই সেই প্রথা থেকে সরে এসেছে। এখন প্রতিটি ফাইলকে চরম সন্দেহ নিয়ে যাচাই করা হচ্ছে, যার ফলে ছোটখাটো ভুলের জন্যও আবেদন সরাসরি বাতিল হয়ে যাচ্ছে।"

সরকারি তথ্য বলছে, গত কোয়ার্টারে নিষ্পত্তি হওয়া ১৪০,১৭৯টি অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে ১২,৫৯১টি আবেদন সরাসরি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। এর ফলে জাতীয়ভাবে নাগরিকত্ব বাতিলের হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৯ শতাংশে অর্থাৎ প্রতি ৫ জন আবেদনকারীর মধ্যে ১ জনের আবেদন বাতিল হচ্ছে, যা বছরের শুরুতে ছিল মাত্র ১৩ শতাংশ। লস অ্যাঞ্জেলেসের মতো বড় বড় শহরগুলোতে এই রিজেকশনের হার দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে।

এই কড়াকড়ির কারণে আইনি অভিবাসীদের নাগরিকত্ব পাওয়ার পথ দীর্ঘ হচ্ছে *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

ডিভি লটারির যোগ্য নয় বাংলাদেশ!



পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ২০২৭ সালের ডাইভারসিটি ভিসা (ডিভি) লটারির নিবন্ধন শুরুর নির্দেশ দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রেরই একটি ফেডারেল আদালত। তবে নিবন্ধন শুরু হলেও বাংলাদেশিরা এতে আবেদন করতে পারবেন কি না, তা নিয়ে রয়েছে অনিশ্চয়তা। কারণ, ২০১২ সাল থেকে ডিভি কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার যোগ্যতা নেই বাংলাদেশের। ফলে নতুন লটারি নিয়ে আগ্রহ তৈরি হলেও বাংলাদেশিদের আবেদনের সুযোগ মিলবে কি না, তা নির্ভর করছে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার ওপর।

আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, আগামী ১ নভেম্বরের মধ্যে ২০২৭ সালের ডিভি লটারির আবেদন গ্রহণ শুরু করতে হবে। এর আগে ২৯ অক্টোবরের মধ্যে নিবন্ধনের সময়সূচি ঘোষণা করতে হবে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরকে।

এ খবর বাংলাদেশে প্রচারের পর ডিভি লটারিতে আবেদনের সুযোগ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। অনেকেই আবেদনপ্রক্রিয়া ও যোগ্যতার শর্ত জানতে চাইছেন। তবে বাংলাদেশিদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আসন্ন লটারিতে বাংলাদেশ যোগ্য দেশের তালিকায় থাকবে কি না। এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না আসা পর্যন্ত বাংলাদেশিদের আবেদনের সুযোগ নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না।

ঢাকায় অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসের তথ্য অনুযায়ী, ২০১২ সাল থেকে বাংলাদেশ ডাইভারসিটি ভিসা কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার যোগ্যতা হারিয়েছে। ২০০৭ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে ৫০ হাজারেরও বেশি বাংলাদেশি এ কর্মসূচির আওতায় যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন করায় দেশটি এই তালিকার বাইরে চলে যায়।

ডিভি কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো, যেসব দেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসনের হার তুলনামূলক কম, সেসব দেশের নাগরিকদের দেশটিতে স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ দেওয়া। এ কর্মসূচির আওতায় প্রতিবছর সর্বোচ্চ ৫৫ হাজার অভিবাসী ভিসা দেওয়ার বিধান রয়েছে। ডিভি লটারি সাধারণভাবে 'গ্রিন কার্ড লটারি' নামে পরিচিত।

অন্যান্য অনেক কর্মভিত্তিক অভিবাসন প্রক্রিয়ার তুলনায় ডিভি লটারির বিশেষত্ব হলো, এতে অংশ নিতে সাধারণত যুক্তরাষ্ট্রের কোনো প্রতিষ্ঠানের চাকরির প্রস্তাব কিংবা নিয়োগকর্তার পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন হয় না। তবে লটারিতে নির্বাচিত হলেই গ্রিন কার্ড পাওয়া নিশ্চিত নয়। নির্বাচিত আবেদনকারীদের নির্ধারিত যোগ্যতা পূরণ, প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা এবং অভিবাসন ও নিরাপত্তা যাচাইয়ের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হয়।

ডিভি লটারিতে আবেদনের জন্য সাধারণত উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বা সমমানের যোগ্যতা থাকতে হয়। বিকল্প হিসেবে নির্ধারিত শর্ত পূরণকারী পেশায় কাজের অভিজ্ঞতাও গ্রহণযোগ্য হতে পারে।

ফোর্বসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নিবন্ধন কার্যক্রম ৩০ দিন চালু থাকতে পারে। তবে ২০২৭ সালের ডিভি লটারির চূড়ান্ত সময়সূচি, যোগ্য দেশের তালিকা, আবেদনের শর্ত ও পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

বাংলাদেশিদের ক্ষেত্রে তাই আপাতত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, নতুন ডিভি লটারিতে দেশটি যোগ্যতার তালিকায় ফিরবে কি না। আনুষ্ঠানিকভাবে এ বিষয়ে কিছু জানানো না হওয়া পর্যন্ত আবেদন করার সুযোগ নিশ্চিত নয়। সূত্র: ফোর্বস



গ্রেপ্তার হলে বাতিল হতে পারে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা, যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের সতর্কবার্তা

পরিচয় ডেস্ক: কোনো মামলায় গ্রেপ্তার হলে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা বাতিল হয়ে যেতে পারে বলে সতর্ক করেছে ঢাকায় অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস। একই সঙ্গে গ্রেপ্তারের কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরত পাঠানোও হতে পারে এবং ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা পাওয়ার অযোগ্যও বিবেচনা করা হতে পারে বলে জানিয়েছে দূতাবাস।

শনিবার (২৪ অক্টোবর) ঢাকাস্থ যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে প্রকাশিত এক পোস্টে এ সতর্কবার্তা দেয়া হয়।

উক্ত পোস্টে দূতাবাস জানায়, কোনো ব্যক্তি গ্রেপ্তার হলে তার যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা বাতিল হয়ে যেতে পারে। এ ছাড়া তাকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরত পাঠানো হতে পারে এবং ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণের জন্য ভিসা পাওয়ার ক্ষেত্রে অযোগ্য হিসেবে বিবেচনা করা হতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের এ বার্তায় গ্রেপ্তারের সম্ভাব্য অভিবাসনগত পরিণতি সম্পর্কে ভিসাধারীদের সতর্ক করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা থাকলেই যে দেশটিতে প্রবেশ বা অবস্থানের সুযোগ সব পরিস্থিতিতে নিশ্চিত থাকবে, বিষয়টি তেমন নয়। ব্যক্তির পরিস্থিতি ও প্রযোজ্য আইন অনুযায়ী ভিসার বৈধতা এবং দেশটিতে অবস্থানের যোগ্যতা প্রভাবিত হতে পারে।

এর আগে আরেকটি ফেসবুক পোস্টে যুক্তরাষ্ট্রের বি১/বি২ ভিজিটর ভিসার *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*



কানাডায় অভিবাসন জালিয়াতি: পাঁচ বাংলাদেশির বিরুদ্ধে মামলা



পরিচয় ডেস্ক: কানাডায় ২০৯ বাংলাদেশিকে ঘিরে অভিবাসন জালিয়াতির অভিযোগে পাঁচজনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দেশটির সীমান্ত নিরাপত্তা সংস্থা। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ২৪৩টি অস্থায়ী ভিসার আবেদনে মিথ্যা তথ্য ও জাল নথি ব্যবহারের মাধ্যমে ভিসা পাওয়ার ব্যবস্থা করার অভিযোগ উঠেছে। এসব আবেদন করা হয়েছিল কুইবেক ও অন্টারিও প্রদেশে।

কানাডা বর্ডার সার্ভিসেস এজেন্সি (সিবিএসএ) গত ২২ অক্টোবর এ তথ্য জানায়। সংস্থাটির মতে, অভিযুক্তরা ভিসাপ্রার্থীদের জন্য কানাডার নাগরিকদের আমন্ত্রণকারী বা আতিথ্যদাতা হিসেবে ভুলভাবে উপস্থাপন করে আবেদন প্রক্রিয়ায় জালিয়াতি করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

অভিযুক্ত পাঁচজনের মধ্যে রাশেল মির্জা, মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, মো. মুদাসসার আলম ভূঁইয়া ও কাজী নাফিজ আলম ২২ অক্টোবর কুইবেকের ভ্যালিফিল্ড আদালতে হাজির হন। পঞ্চম অভিযুক্ত মো. রাকিবুল হাসান বাংলাদেশে রয়েছেন বলে জানা গেছে। তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে।

সিবিএসএ জানিয়েছে, ২৪৩টি ভিসা আবেদনের মধ্যে তদন্তকারীরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ রয়েছে বলে মনে করা ৭৯টি আবেদনকে কেন্দ্র করে আনুষ্ঠানিক অভিযোগের প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন।

২০২৪ সালের ৩ জুলাই কুইবেকের মারসিয়ে শহরে একটি বাসায় বসবাসকারীদের বিষয়ে নিয়মিত যাচাই চালানোর সময় ঘটনাটি তদন্তকারীদের নজরে আসে। সিবিএসএর কর্মকর্তাদের সঙ্গে স্থানীয় পুলিশ ও দমকল বিভাগের সদস্যরাও ওই অভিযানে অংশ নেন। কানাডার অভিবাসন ও শরণার্থী সুরক্ষা আইন লঙ্ঘনের সম্ভাব্য প্রমাণ পাওয়ার পর একই বছরের আগস্টে ফৌজদারি তদন্ত শুরু হয়।

পরবর্তী সময়ে ২০২৫ সালের ৩ জুন কুইবেক ও অন্টারিওতে চারটি তল্লাশি পরোয়ানা কার্যকর করে তদন্তকারীরা। এ সময় সংগ্রহ করা নথি ও কম্পিউটার সরঞ্জামের মাধ্যমে পাঁচজনের সঙ্গে কথিত জালিয়াতির যোগসূত্র পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি।

অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে কানাডায় প্রবেশে সহায়তার ষড়যন্ত্র, অভিবাসন আবেদনে মিথ্যা তথ্য দিতে উৎসাহিত করা এবং অভিবাসন আইন লঙ্ঘনে সহায়তার অভিযোগ আনা হয়েছে। তবে এসব অভিযোগ এখনো আদালতে প্রমাণিত হয়নি।

সিবিএসএর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালে কানাডার অভিবাসন আইন লঙ্ঘনের সন্দেহে ১৯১টি ফৌজদারি তদন্ত শুরু করা হয়। ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত আরও ৫৫টি তদন্ত শুরু হয়েছে। সংবাদ সূত্র: কানাডা বর্ডার সার্ভিসেস এজেন্সি (সিবিএসএ)



যুক্তরাষ্ট্রের আটক অভিবাসীদের জন্য বন্ড শুনানির প্রয়োজন নেই, আপীল আদালতের রায়

পরিচয় ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রশাসনের অধীনে যুক্তরাষ্ট্রে আটক অভিবাসীদের জামিন শুনানির কোনো সাংবিধানিক অধিকার নেই-শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) এক ফেডারেল আপিল আদালত এমন রায় দিয়েছে।

রয়টার্সের তথ্য অনুযায়ী, নিউ অরলিন্সের ৫ম সার্কিট কোর্ট অব আপিলস থেকে এই রায়টি এসেছে।

উক্ত আপিল আদালতের রক্ষণশীল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ১০-৭ ভোটে রায় দিয়েছে যে, যুক্তরাষ্ট্রের পঞ্চম সংশোধনীর 'ডিউ প্রসেস' বা যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ার বিধানটি এমন অভিবাসীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, যারা আটক অবস্থায় জামিন শুনানির আবেদন করছেন।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নিয়োগকৃত যুক্তরাষ্ট্রের সার্কিট বিচারক কোরি উইলসন লিখেছেন, "আবেদনকারীরা যদি শারীরিক সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত থাকার অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন-একেবারে বিমূর্ত অর্থে-তবে তারা যেকোনো মুহূর্তেই যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে যাওয়ার বিষয়ে সম্মত হয়ে তা অর্জন করতে পারেন।"

সোশ্যাল মিডিয়ায় দেওয়া এক পোস্টে, যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের জেনারেল কাউন্সেল জেমস পার্সিভাল এই সিদ্ধান্তটিকে "অবৈধ অভিবাসীদের বাধ্যতামূলক আটকের বিষয়ে ৫ম সার্কিট আদালতে একটি বড় জয়" বলে অভিহিত করেছেন। অবশ্য এই রায়টি টিকে থাকবে কি না তা এখনো অস্পষ্ট কারণ সুপ্রিম কোর্ট বিষয়টি পর্যালোচনার জন্য গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছে। বর্তমানে ফেডারেল আদালতগুলোতে অভিবাসীদের দায়ের করা অসংখ্য মামলা জমা পড়েছে।

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন এ্যাটর্নী।



অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com
Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এটর্নি



Khairul Bashar, ESQ., MBA., LL.M.
Attorney At Law
Dual-Qualified Exclusive Immigration Focus
আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করি
- ফ্যামেলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- অ্যাসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (I-601, I-601A & I-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যানডামাস
- U-ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1, EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কনস্যুলার প্রসেসিং ও 221 (g) ভিসা রিফিউজাল

(718) 775-8509 (212) 464-8620
New York Office:
7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
khairul@basharlaw.com
D.C. Office:
1629 K Street NW, Suite 300
Washington D.C. 20006
(By Appointment Only)
(888) 771- 4529
OPEN 6 Days (M-S)
info@basharlaw.com
+1(202) 983 - 5504
Manhattan Meeting Location Available (By Appointment Only)
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
basharlaw.com
*Dual-Qualified Admitted in Washington, D.C., Alabama and Bangladesh
Practice Solely U.S.Immigration & Nationality Law in all 50 States.

সৌদিতে ২ বাংলাদেশির মৃত্যুদণ্ড: সাজা নিয়ে ভুল বুঝেছিলেন জেদ্দা মিশনের কর্মকর্তারা

পরিচয় ডেস্ক: সৌদি আরবে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়া দুই বাংলাদেশির মামলাটিকে ছয় মাস থেকে ১৫ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের মামলা বলে মনে করেছিলেন জেদ্দায় বাংলাদেশ মিশনের কর্মকর্তারা।

গত রোববার (২৫ অক্টোবর) বিকেলে জাতীয় সংসদ ভবনে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিকে এ তথ্য জানায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

মন্ত্রণালয় কমিটিকে জানায়, সৌদি আরবের কারাবন্দিদের তালিকায় ব্যবহৃত শ্রেণিবিন্যাসের কারণে কর্মকর্তারা ধারণা করেছিলেন, ওই দুই বাংলাদেশির ছয় মাস থেকে ১৫ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে। দুজন যে মৃত্যুদণ্ডের মুখোমুখি, তা মিশনের কর্মকর্তারা বুঝতেই পারেননি।

এ বিষয়ে সৌদি কর্তৃপক্ষের কাছে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর চেয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। জবাব পাওয়ার পর তা অবহিত করতে বলেছে সংসদীয় কমিটি।

জেদ্দায় বাংলাদেশ মিশনের কোনো গাফিলতি ছিল কি না, ত্রুটি পাওয়া গেলে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা এড়াতে কী পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে-এসব বিষয়েও কমিটি প্রতিবেদন চেয়েছে।

কমিটিতে উপস্থাপিত তথ্য অনুযায়ী, গত ১৪ অক্টোবর ঢাকাকে আগাম না জানিয়েই সৌদি আরবে ওই দুই বাংলাদেশির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।

আলাদা দুটি অভিযোগে ২০২৩ সালের আগস্ট থেকে



ওই দুই বাংলাদেশি সৌদি আরবে আটক ছিলেন। তাদের একজনের বিরুদ্ধে 'সাইবার অপরাধ' এবং অন্যজনের বিরুদ্ধে 'ব্যভিচারের' অভিযোগ আনা হয়েছিল।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কমিটিকে জানায়, মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের প্রায় ১৪ দিন আগে সৌদি আরব প্রায় ২ হাজার ৫০০ বন্দির একটি তালিকা পাঠিয়েছিল। ওই তালিকায় দুই বাংলাদেশির নাম থাকলেও তাদের মামলার বিষয়টি যথাযথভাবে শনাক্ত করা হয়নি।

বৈঠক শেষে কমিটির সভাপতি জহরত আদিব চৌধুরী সাংবাদিকদের জানান, মিশন কেন আগে পদক্ষেপ নেয়নি এবং পুরো প্রক্রিয়ায় কোনো গাফিলতি বা ঘাটতি ছিল কি না, তা জানতে চেয়েছেন কমিটির সদস্যরা।

তিনি বলেন, 'সৌদি আরবের সঙ্গে বাংলাদেশের ভালো সম্পর্ক রয়েছে। তাহলে আমাদের আগে জানানো হলো না কেন?'

এ ঘটনা পুরো প্রক্রিয়ার দুর্বলতা তুলে ধরেছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের ১৪ দিন আগে তথ্য বিনিময়ের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে জহরত বলেন, মন্ত্রণালয় স্বীকার করেছে যে প্রতিবেদনটি যথাযথভাবে পরীক্ষা করা হয়নি।

নারী গৃহকর্মীদের ওপর নির্যাতন

বৈঠকে সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশি নারী কর্মীদের নির্যাতনের প্রসঙ্গ নিয়েও আলোচনা হয়।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কমিটিকে জানায়, সৌদি আরবে কর্মরত বাংলাদেশি নারী কর্মীদের প্রায় ১ থেকে ২ শতাংশ নির্যাতনের শিকার হন। এ ধরনের ঘটনা শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে মন্ত্রণালয়কে বলেছে কমিটি।

বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের জহরত জানান, মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে সৌদি আরবে প্রায় ১ লাখ ৬৯ হাজার বাংলাদেশি নারী কর্মী কর্মরত আছেন।

কমিটিতে উপস্থাপিত তথ্য *বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়*

সৌদিতে ২ বাংলাদেশির মৃত্যুদণ্ডে সামনে এলো ঢাকা-রিয়াদ কূটনৈতিক সমন্বয়হীনতা

বিস্তারিত তথ্য না জানিয়ে সৌদি আরবে ২ বাংলাদেশির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার ঘটনায় দুই দেশের মধ্যকার কূটনৈতিক যোগাযোগের বড় ধরনের ঘাটতি সামনে এসেছে। এদিকে, দেশটিতে দণ্ডপ্রাপ্ত হিসেবে তালিকাভুক্ত আরও ২০ বাংলাদেশির পরিণতি নিয়েও অনিশ্চয়তা কাটেনি।



গত ১৪ অক্টোবর মক্কা অঞ্চলে নজরুল ইসলাম আব্দুল বশির ও সুইটি আক্তারের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। জেদ্দায় বাংলাদেশ কনস্যুলেটের কাছে সৌদি কর্তৃপক্ষের পাঠানো কারাবন্দি বাংলাদেশিদের একটি তালিকায় দুজনের নাম ছিল। তবে, সেই তালিকায় তাদের মামলার রায় বা সাজার বিষয়টি উল্লেখ ছিল না।

এ ঘটনা প্রবাসীকর্মীদের বিরুদ্ধে চলা আইনি প্রক্রিয়া সম্পর্কে বাংলাদেশের মিশনগুলো পর্যাপ্ত তথ্য পাচ্ছে কি না এবং তারা কতটা কার্যকরভাবে কনস্যুলার সেবা দিতে পারছে-তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে জেদ্দা কনস্যুলেটের এক কর্মকর্তা দ্য ডেইলি স্টারকে জানান, সেপ্টেম্বরে সৌদি কর্তৃপক্ষ প্রায় আড়াই হাজার বাংলাদেশি কারাবন্দি ও আটকের একটি তালিকা দেয়। 'বশির ও সুইটির ঘটনার পর আমরা তালিকাটি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করি। সেখানে আরও ২০ জনের নাম পেয়েছি, যাদের নামের পাশে "দণ্ডপ্রাপ্ত" লেখা থাকলেও *বাকি অংশ ১৪ পৃষ্ঠায়*



সৌদির বিভিন্ন কারাগারে সাড়ে ৭ হাজার বাংলাদেশি বন্দি আছেন: পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ

মধ্যপ্রাচ্য সংঘাতের কারণে আটকে পড়া প্রবাসীদের সৌদি ভিসা ও আকামার মেয়াদ বাড়াতে সরকার কাজ করছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ। আজ শুক্রবার সকালে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা জানান।

প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, প্রবাসীদের যারা চাকরি হারিয়েছেন তাদের পুনর্বাসন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি নিয়েও আলোচনা করছে সরকার।

সৌদি আরবে ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় নিহত বাংলাদেশি নাগরিক মোহাম্মদ শাহেদ আহমেদের মরদেহ গ্রহণ করতে যান প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ।

সৌদিতে ৪০ লাখের বেশি বাংলাদেশি কর্মরত আছেন জানিয়ে তিনি বলেন, ওযখনই যুদ্ধের কারণে অথবা অন্য কোনো দুর্ঘটনার খবর পাই, সেখানে অবস্থানরত বাংলাদেশিদের কথা ভেবে আমরা দুশ্চিন্তা করি। কিন্তু এ বাস্তবতার মধ্য দিয়ে আমাদের চলতে হচ্ছে।

'আমরা চাই যুদ্ধ বন্ধ হোক এবং বাংলাদেশিসহ কোনো দেশের নাগরিক বা কোনো মানুষই যেন এমন হামলার শিকার না হন,' বলেন তিনি।

সৌদি আরবের বিভিন্ন কারাগারে সাড়ে ৭ হাজার বাংলাদেশি বন্দি হিসেবে আছেন বলেও উল্লেখ করেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী।

সম্প্রতি সৌদিতে দুই বাংলাদেশির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'বিভিন্ন সময় তারা আমাদের বন্দিদের বা দণ্ডিতদের তালিকা পাঠায়। সেখানে এই দুজনের নাম *বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়*

জনগণ আমাদের ভোট দিয়েছে, কিন্তু তা ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে: বাংলাদেশের জামায়াত আমির

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের সর্বশেষ জাতীয় নির্বাচনে জনগণ জামায়াতে ইসলামীকে ভোট দিলেও তা ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন দলটির আমির ডা. শফিকুর রহমান। তিনি বলেন, জনগণ তাদের বলে, 'ভোট আপনাদের দিয়েছিলাম, কিন্তু আপনারা তা রক্ষা করতে পারলেন না।' তখন তাদের বলতে হয়, তাদের দুর্বলতা ছিল। শুক্রবার (২৩ অক্টোবর) রাজধানীর চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে ঢাকা মহানগর উত্তরের রুকন সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।



ডা. শফিকুর রহমান বলেন, 'আল্লাহর শুকরিয়া যে মানুষ তাদের এত ভালোবাসা দিয়েছেন। জাতীয় নির্বাচনে নিজেদের ভুলত্রুটি ও দুর্বলতার জায়গাগুলো চিহ্নিত করা গেছে। ভবিষ্যতে যেন একই ভুলের পুনরাবৃত্তি না হয়, সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।'

আসন্ন সিটি করপোরেশন নির্বাচন প্রসঙ্গে জামায়াত আমির বলেন, 'যাদের প্রার্থী করা হয়েছে, তাদের মধ্যে আল্লাহর দেওয়া জ্ঞানের বড় নিয়ামত রয়েছে। জনগণকে সঙ্গে নিয়ে দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে প্রাচীর গড়ে তুলতে হবে।' কোনো চোরকে আর ছাড় দেওয়া হবে

৪ দিনের সরকারি সফরে জাপান যাচ্ছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

পরিচয় ডেস্ক: জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচির আমন্ত্রণে চার দিনের সরকারি সফরে রবিবার জাপান যাচ্ছেন তারেক রহমান।

সফরকালে তারেক রহমান জাপানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী জাপানের বড় কোম্পানি ও উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও বিভিন্ন শিল্প ও জ্বালানি স্থাপনা পরিদর্শন করবেন।

তিনি 'জাপান-বাংলাদেশ ইকোনমিক ফোরাম'-এ মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন।

পররাষ্ট্র সচিব আসাদ আলম সিয়াম ২০ অক্টোবর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছেন, আগামী ২৭ অক্টোবর জাপানের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও সানায়ে তাকাইচির মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

পররাষ্ট্র সচিব আরও জানান, জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সম্মানে মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করবেন।

তিনি বলেন, এই সফর বিদ্যমান কৌশলগত অংশীদারত্বকে আরও গভীর ও জাপানি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করবে। এছাড়া বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও চলমান উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর গতি ত্বরান্বিত করবে বলেও আশা করা হচ্ছে।

আলোচনায় বিশেষ গুরুত্ব পাবে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে স্বাক্ষরিত 'বাংলাদেশ-জাপান ইকোনমিক পার্টনারশিপ এগ্রিমেন্ট' (ইপিএ)-এর কার্যকর বাস্তবায়ন, জাপানি বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি এবং ব্যবসায়িক সম্পর্ক জোরদার করা।



এছাড়া নবায়নযোগ্য জ্বালানি, কৃষি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ডিজিটাল রূপান্তর, দক্ষতা উন্নয়ন এবং মানবসম্পদ প্রশিক্ষণের বিষয়গুলোও আলোচনায় স্থান পাবে।

প্রধানমন্ত্রী 'জাপান-বাংলাদেশ ইকোনমিক ফোরাম'-এ মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন। তিনি জাপানি ব্যবসায়িক নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।

তার সফরসূচিতে 'জাপান-বাংলাদেশ পার্লামেন্টারি ফ্রেন্ডশিপ লিগ' এবং 'জাপান-বাংলাদেশ কমিটি ফর কমার্শিয়াল অ্যান্ড ইকোনমিক কোঅপারেশন'-এর চেয়ারম্যানের সঙ্গে বৈঠকের কথা রয়েছে।

এছাড়া, জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সির (জাইকা) প্রেসিডেন্ট, জাপান ব্যাংক ফর ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশনের (জেবিআইসি) গভর্নর, জাপান এক্সটার্নাল ট্রেড অর্গানাইজেশনের (জেট্রো) প্রেসিডেন্ট এবং সাসাকাওয়া পিস ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যানের সঙ্গেও প্রধানমন্ত্রীর বৈঠকের কথা রয়েছে।

সফরসূচির মধ্যে রয়েছে চিবা প্রিফেকচারের ফুত্তসু সিটিতে এলএনজি টার্মিনাল ও বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিদর্শন এবং নাগোয়াতে ইউনিক্লোর সদর দপ্তর ও টয়োটা কারখানা পরিদর্শন।

পররাষ্ট্র সচিব জানান, উভয় পক্ষ কৃষি, মৎস্য, মানবসম্পদ উন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি, বেসামরিক বিমান চলাচল, বাণিজ্য, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার আধুনিকায়ন বিষয়ক সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) ও সহযোগিতা চুক্তির খসড়া নিয়ে আলোচনা করছে।

তিনি বলেন, 'আমরা আশা করছি, এই সফরকালে *বাকি অংশ চই পৃষ্ঠায়*



বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সফরে জাপানের সঙ্গে ২ বিলিয়ন ডলার ঋণচুক্তি সইয়ের সম্ভাবনা

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের টোকিও সফরে বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে প্রায় ২ বিলিয়ন আমেরিকান ডলারের ঋণ ও আর্থিক সহায়তা সংক্রান্ত একাধিক সমঝোতা স্মারক সই হতে পারে।

ঢাকা ও টোকিওর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, প্রস্তাবিত এই সহায়তা প্যাকেজের মধ্যে বাজেট সহায়তা, অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং জ্বালানি ও সামুদ্রিক নিরাপত্তা খাতে সহযোগিতার বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সফরে ৫-৮টি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি বা সম্মতিপত্রে সই হতে পারে।

কূটনৈতিক একটি সূত্র দ্য ডেইলি স্টারকে জানায়, প্রস্তাবিত অর্থের মধ্যে প্রায় ৩০০ মিলিয়ন ডলার বাজেট সহায়তা হিসেবে বরাদ্দের সম্ভাবনা রয়েছে।

২৬-২৯ অক্টোবর এই চারদিন জাপান সফরে থাকবেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। রোববার ২৫ অক্টোবর রাতে তিনি টোকিওর উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করবেন। ২৭ অক্টোবর তিনি জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচির সঙ্গে শীর্ষ বৈঠকে বসবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

এক কর্মকর্তা বলেন, 'এ সফরে জাপান মুক্ত ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় (এফওআইপি) অঞ্চল গড়ার উদ্যোগের অংশ হিসেবে মহেশখালী-মাতাবাড়ি সমন্বিত অবকাঠামো উন্নয়ন উদ্যোগের ওপর গুরুত্ব দিয়ে আঞ্চলিক যোগাযোগ বা কানেক্টিভিটি জোরদারের জন্য চাপ দিতে পারে।'

তিনি আরও বলেন, আগামী পাঁচ বছরে বাংলাদেশের বেসরকারি খাতে পৃথকভাবে আরও ১ ট্রিলিয়ন ইয়েন বা প্রায় ৬.৩৬ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের ব্যবস্থার করার পরিকল্পনা টোকিওর আছে।

কর্মকর্তারা জানান, জাপানের 'অফিসিয়াল সিকিউরিটি অ্যাসিস্ট্যান্স' কর্মসূচির আওতায় কোস্টগার্ডের জন্য ৩৫ ফুট দৈর্ঘ্যের *বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়*

কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

PREFERRED HOME SERVICES INC.

FULL CARE HOME CARE

Licensed Home Care Services Agencies (LHCSAs)

F C

PCA / HHA

- PCA (Personal Care Assistance)
- HHA (Home Health Aide)
- Nursing
- Physical Therapy
- Occupational Therapy
- Medical Social Work
- Nutrition
- Speech-Language Pathology



আমরা দিচ্ছি ভালোবাসা, যত্ন ও সম্মানের সাথে ঘরে বসেই মানসম্মত সেবা

347-621-6640
info@fullcare.com
www.fullcare.com
Fax: 347-338-6799



Mohammed Hasem
EA, MBA
President & CEO

KARNAFULLY TAX SERVICES, INC.

Mohammed Hasem, EA, MBA

ENROLLED AGENT

IRS CERTIFYING ACCEPTANCE AGENT. LICENSED BY THE IRS.

REPRESENTATION TAXPAYERS FOR IRS & STATE TAX AUDIT.
ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS.

IRS e-file PROVIDER | ENROLLED AGENT

- INDIVIDUAL
- PARTNERSHIP
- BUSINESS CONSULTING
- BOOKKEEPING
- BUSINESS
- LLC
- ITIN
- INCOME TAX
- ACCOUNTING
- CORPORATION
- BUSINESS FORMATION
- PAYROLL
- NOTARY PUBLIC

KARNAFULLY TAX SERVICES, INC.

কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসেস

718-205-6040 | 718-205-6010
FAX: 708-424-0313 WWW.KARNAFULLYTAX.COM



জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে রাজনৈতিক নেতৃত্ব, শূন্যস্থান পূরণ করছে প্রযুক্তি ও তারুণ্য



আহমেদ সোহেল বাপ্পী

বিশ্বজুড়ে প্রচলিত রাজনীতির প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা আজ তলানিতে। ক্ষমতাসীন হোক কিংবা বিরোধী, যে রাজনৈতিক নেতৃত্ব নিজের স্বার্থের গণ্ডিতে বন্দী এবং জনজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ততা হারিয়েছে, তার ওপর ভরসা রাখা মানুষের সংখ্যা ক্রমেই কমছে। এই অনাস্থা কেবল অনুভূতির বিষয় নয়; পরিসংখ্যানেও তার ছাপ স্পষ্ট। ২০২৫ সালের এডেলম্যান ট্রাস্ট ব্যারোমিটারে ২৮টি দেশের ৩৩ হাজারেরও বেশি মানুষের জরিপে দেখা গেছে, উত্তরদাতাদের ৬১ শতাংশ মাঝারি বা মাঝারি বা উচ্চ মাত্রার ক্ষোভ অনুভব করেন; অর্থাৎ তাঁদের মনে হয় সরকার ও বড় প্রতিষ্ঠান মুষ্টিমেয় বিত্তবানের স্বার্থই দেখে। ২০২৬ সালের সংস্করণে প্রায় ৩৪ হাজার প্রাপ্তবয়স্কের মধ্যে মাত্র ৩৯ শতাংশ মনে করেছেন, তাঁদের সরকার সমাজের বিভেদ মেটাতে ভালো কাজ করছে। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী রিচার্ড এডেলম্যানের পর্যবেক্ষণ, আস্থা এখন আর ওপর থেকে নিচে নামে না; তা সরে গেছে সমপর্যায়ের মানুষের মধ্যে।

আস্থা যখন প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্ব থেকে সরে যায়, জনগণ তখন বিকল্প পথ খোঁজে। সেই পথই আজ জনস্বার্থের দাবিতে আন্দোলনের পথ। আর জনপ্রিয় নেতৃত্বের যে শূন্যস্থান সফল আন্দোলনের জন্য অপরিহার্য ছিল, তা পূরণ করছে প্রযুক্তি ও তারুণ্য।

 আরব বসন্ত থেকে ‘তেলাপোকা’ আন্দোলন: এক যুগের মানচিত্র

এই ধারার সূত্রপাত ২০১০-এর শেষে তিউনিসিয়ায়, আরব বসন্তে। সেখানে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্রথমবার দেখাল, একটি ভিডিও বা একটি হ্যাশট্যাগ কীভাবে একনায়কের ভিত কাঁপিয়ে দিতে পারে। ২০২২ সালে শ্রীলঙ্কার কলম্বোর গল ফেস গ্রিনে ‘গোটাগোগামা’ নামের প্রতিবাদী গ্রামে বড় কোনো দলীয় নেতা ছাড়াই ‘গো হোম গোটা’ স্লোগানে প্রেসিডেন্ট গোটাবায়া রাজাপক্ষের পতন ঘটে। ২০২৪ সালের জুলাইয়ে বাংলাদেশে কোটা সংস্কারের দাবি থেকে শুরু হওয়া ছাত্র-জনতার আন্দোলন সরকারের পতন পর্যন্ত গড়ায়। জাতিসংঘ মানবাধিকার হাইকমিশনের ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারির ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং প্রতিবেদনের হিসাবে ওই বিক্ষোভে সর্বোচ্চ প্রায় ১ হাজার ৪০০ মানুষ নিহত হয়ে থাকতে পারেন, এই সংখ্যা তারুণ্যের সাহসের পাশাপাশি আন্দোলনের মূল্যও মনে করিয়ে দেয়।

২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে নেপালে সরকার ২৬টি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্ল্যাটফর্ম বন্ধ করে দিলে ৮ সেপ্টেম্বর থেকে জেন জি বিক্ষোভ শুরু হয়। প্রাথমিক পুলিশি হিসাবে নিহতের সংখ্যা ছিল ৫১, পরবর্তী সরকারি তদন্তে তা দাঁড়ায় ৭৬; বিক্ষোভের মুখে প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা ওলি পদত্যাগ করেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, আন্দোলনকারীরা অন্তর্বর্তী সরকারপ্রধান হিসেবে সাবেক প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কিকে বেছে নিয়েছিলেন ডিসকর্ডের মতো অনলাইন চ্যাটরুমের আলোচনা ও ভোটের মাধ্যমে। সংসদভবনের বদলে একটি গেমারদের অ্যাপে রাষ্ট্র পরিচালনার প্রথম সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ইতিহাসে এর নজির বিরল।

সর্বশেষ চলমান অধ্যায় দুটি। ভারতে ২০২৬ সালের ১৫ মে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের মন্তব্যে বেকার তরুণদের ‘তেলাপোকা’র সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে বলে ব্যাপক সমালোচনা ওঠে। পরে তিনি ব্যাখ্যা দেন, তাঁর লক্ষ্য ছিল জাল ডিগ্রিধারীরা। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। পরদিনই অভিজিৎ দিপকে ব্যঙ্গাত্মক ‘কক্রোচ জনতা পার্টি’র ইনস্টাগ্রাম পেজ খোলেন এবং এক মাসেরও কম সময়ে অনুসারী সংখ্যা ২ কোটি ২০ লাখ ছাড়িয়ে যায়, যা ক্ষমতাসীন বিজেপির পেজকেও ছাড়িয়ে যায়। পটভূমিটাও বাস্তব: ভারতের পিরিয়ডিক লেবার ফোর্স সার্ভে অনুযায়ী ২০২৫ সালে ১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সীদের বেকারত্বের হার ৯.৯ শতাংশ, শহরাঞ্চলে ১৩.৬ শতাংশ। ৬ জুন দিল্লিতে প্রথম রাজপথের কর্মসূচিতে শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ এবং পরীক্ষা ব্যবস্থার প্রশ্নফাঁস বন্ধের দাবি ওঠে। জুলাইয়ে সংসদ অভিমুখে যাত্রায় পুলিশের টিয়ার গ্যাস ও লাঠিচার্জের পরও আন্দোলন থামেনি, বরং মুম্বাই, হায়দরাবাদ ও বেঙ্গালুরুতে ছড়িয়ে পড়েছে।

ফ্রান্সে ১৮ সেপ্টেম্বর ক্রেতেইয়ের একটি লিসে থেকে শুরু হওয়া লিসেয়েন (উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার্থী) আন্দোলন কয়েক দিনেই দেশজুড়ে ছড়িয়েছে। ১ অক্টোবর দেশের প্রায় ৩ হাজার ৭০০ লিসের মধ্যে ১ *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*



হোয়াইট হাউসে কি সত্যিই অস্থিরতা চলছে

জন ফিহেরি

২০০৬ সালের বিপর্যয়কর মধ্যবর্তী নির্বাচনের কয়েক মাস আগে প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ তাঁর প্রেস সচিব স্কট ম্যাকক্লেলানকে বরখাস্ত করেন। একই সময়ে তিনি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি পদে মনোনীত তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী হ্যারিয়েট মায়ার্সের মনোনয়নও প্রত্যাহার করে নেন।

তবে কংগ্রেসের মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে তিনি প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডোনাল্ড রামসফেল্ডকে সরাননি। ওই নির্বাচনে রিপাবলিকানরা কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ হারানোর পরই তিনি রামসফেল্ডকে বরখাস্ত করেন। ইরাক যুদ্ধ ক্রমেই অজনপ্রিয় হয়ে উঠছিল। সেই যুদ্ধের নেতৃত্বে ছিলেন রামসফেল্ড।

গত সপ্তাহে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র কেটি জাকারিয়াকে আকস্মিকভাবে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেন। মাত্র পাঁচ দিন এই পদে ছিলেন তিনি। জাকারিয়াকে বরখাস্ত করার ঘটনা ছাড়াও তাঁর সময়ে আলোচিত আরেকটি খবর ছিল, গ্রিসে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতের পদ থেকে কিম্বার্লি গিলফয়েলকে সরিয়ে দেওয়া।

এদিকে গুঞ্জন চলছে, ‘যুদ্ধমন্ত্রী’ পিট হেগসেথকেও দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হতে পারে। বিশেষ করে ফোর্ট হুড সামরিক ঘাঁটিতে ২০০৯ সালে ১৩ জনকে গুলি করে হত্যাকারী সন্ত্রাসী নিদাল হাসানের মৃত্যুদণ্ড সরাসরি সম্প্রচারের পরিকল্পনা ট্রাম্প প্রত্যাখ্যান করার পর এই গুঞ্জন জোরালো হয়েছে।

অবশ্য ট্রাম্প ও বুশের প্রেসিডেন্সির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ম্যাকক্লেলান পাঁচ দিন নয়, তিন বছর প্রেস সচিবের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। হ্যারিয়েট মায়ার্সের মনোনয়ন প্রত্যাহারের পেছনে কোনো কেলেঙ্কারি ছিল না।

সংবাদমাধ্যম ও সিনেট তাঁর যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। আবার ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এখনো ইরাকে যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসনের মতো রক্তক্ষয়ী বা ব্যয়বহুল হয়ে ওঠেনি। তবে যুক্তরাষ্ট্রের যেকোনো প্রেসিডেন্টের দ্বিতীয় মেয়াদের শেষার্ধে রাজনৈতিক পরিস্থিতি অস্থির হয়ে উঠতে পারে।

রোনাল্ড রিগ্যানের দ্বিতীয় মেয়াদে তাঁর প্রেস টিমকে ইরান-কন্ট্রা কেলেঙ্কারির পরিণতি সামলাতে হয়েছিল। বিল ক্লিনটনের দ্বিতীয় মেয়াদে মনিকা লিউনস্কি কেলেঙ্কারি সংবাদমাধ্যমের প্রধান আলোচ্য হয়ে ওঠে।

রিচার্ড নিক্সনকে দ্বিতীয় মেয়াদে অভিশংসনের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। বারাক ওবামাকেও তাঁর দ্বিতীয় মেয়াদজুড়ে লিবিয়ার বেনগাজিতে যুক্তরাষ্ট্রের কনস্যুলেটে হামলার ঘটনায় সৃষ্ট বিতর্ক সামলাতে হয়েছে। ওই ঘটনায় তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটনও বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন।

ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের চলমান যুদ্ধ এবং জ্বালানির উচ্চমূল্যের কারণে ট্রাম্প প্রশাসন যে সমস্যার মুখে পড়েছে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু একজন প্রেস সচিবকে বরখাস্ত করাকে প্রশাসনের গুরুতর সংকটের প্রমাণ হিসেবে দেখা ঠিক হবে না।

কেটি জাকারিয়া কীভাবে এই গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ পেয়েছিলেন, তা স্পষ্ট নয়। ট্রাম্পের পুনর্নির্বাচনী প্রচারে তিনি কাজ করেননি। অতীতে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে উপস্থিত হলেও তিনি পেশাদার সাংবাদিক নন।

ট্রাম্প যেভাবে ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়াকে সহায়তা দিচ্ছেন

ক্রিস্টি নোয়েম যখন যুক্তরাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্রনিরাপত্তাবিষয়ক মন্ত্রী ছিলেন, তখন জাকারিয়া অল্প সময়ের জন্য ওই বিভাগের গণমাধ্যম শাখায় কাজ করেছিলেন। কিন্তু নোয়েমের স্বল্পস্থায়ী দায়িত্বকাল বিভিন্ন বিতর্কে জর্জরিত ছিল। শেষ পর্যন্ত চলতি বছরের মার্চে তাঁকেও বরখাস্ত করা হয়। ফলে সেই অভিজ্ঞতাকে জাকারিয়ার জন্য ইতিবাচক বলা কঠিন।

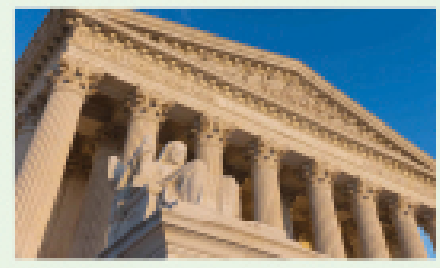
ট্রাম্প বুঝতে পেরেছিলেন, জাকারিয়াকে নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়েছে। তাই ক্ষতি আরও বাড়ার আগেই তিনি দ্রুত তাঁকে সরিয়ে দিয়েছেন। এতে বোঝা যায়, পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ এখনো তাঁর হাতেই রয়েছে। সংবাদমাধ্যমের শিরোনামে যেমন বলা হচ্ছে, তাঁর প্রশাসন ভেঙে পড়ছে বা চরম অস্থিরতার মধ্যে রয়েছে, বাস্তবতা তেমন নয়।

অতীতে সব প্রেসিডেন্ট অবশ্য এত দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। উদাহরণ হিসেবে জো বাইডেনের কথা বলা যায়। তাঁর শেষ প্রেস সচিব কারিন জ্যঁ-পিয়েরকে আরও আগেই সরানো উচিত ছিল। তিনি জাকারিয়ার মতোই অযোগ্য ছিলেন। কিন্তু বাইডেন তাঁকে তিন বছর দায়িত্বে রেখেছিলেন। এই সময়কাল বুশের প্রেস সচিব ম্যাকক্লেলানের দায়িত্ব *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন






বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্বর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি



লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭৩-৪৮, ৭২ স্ট্রিট, ২য় তলা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM



অস্বীকার, প্রতিহিংসা ও ঘৃণার সংস্কৃতি



মহিউদ্দিন আহমদ

'রিকনসিলিয়েশন' শব্দটির বাংলা অর্থ হলো মিলমিশ, সমঝোতা বা মীমাংসা। প্রসঙ্গভেদে এর ব্যবহার ভিন্ন হতে পারে। ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে মিলন বা পুনর্মিলন; সামাজিক বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিরোধ মীমাংসা বা সমঝোতা।

রিকনসিলিয়েশনের আরেকটি রূপ হলো 'ডিডিআর' (ডিজআর্মামেন্ট, ডিমোবিলাইজেশন, রিইন্টিগ্রেশন)। একটি গৃহযুদ্ধের সময় সমাজ ভাগ ভাগ হয়ে থাকে। যুদ্ধে এক পক্ষ জেতে, আরেক পক্ষ হারে। যুদ্ধ একসময় থামে। কিন্তু যুযুধান দুই পক্ষের মধ্যকার এই যুদ্ধ যেন শেষ হয়েও শেষ হয় না। যুদ্ধ গড়ায় রাজনীতিতে, রাষ্ট্রের মালিকানা নিয়ে ক্ষমতার কামড়াকামড়িতে। এই বিভাজন কিয়ামত পর্যন্ত জারি রাখার মতো নির্বুদ্ধিতা নিতান্ত উন্মাদ না হলে আজকের যুগে কেউ প্রশ্রয় দেবে না। দরকার হয় ডিডিআর।

কসোভোতে ডিডিআর প্রক্রিয়া ছিল এক জটিল অথচ ঐতিহাসিক প্রয়াস, যেখানে যুদ্ধ শেষে অস্ত্র নামিয়ে নতুন সমাজ গঠনের পথ বেছে নেওয়া হয়েছিল। এটি আংশিকভাবে সফল হয়েছিল। হাজারো যোদ্ধা অস্ত্র সমর্পণ করলেও অনেক অস্ত্র গোপন রয়ে যায়; তবু সাবেক যোদ্ধাদের নতুন প্রতিষ্ঠান ও রাজনৈতিক কাঠামোয় অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়েছিল। সেখানে বাংলাদেশের একদল 'শান্তিরক্ষী'র ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৯৯ সালের জুনে কুমানোভা চুক্তি ও জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ১২৪৪ নম্বর প্রস্তাবের মাধ্যমে কসোভোতে ডিডিআর প্রক্রিয়া শুরু হয়। কসোভোর পাহাড়ি উপত্যকায় যুদ্ধের ধোঁয়া যখন মিলিয়ে গেল, তখন মানুষের হাতে রইল ভাঙা ঘর, শূন্য মাঠ আর অগণিত ক্ষত। সেই ক্ষতের ওপর দাঁড়িয়ে শুরু হলো ডিডিআর প্রক্রিয়া, যেন ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে নতুন জীবনের বীজ রোপণ। তবু সবকিছু নিখুঁত হয়নি। অনেক অস্ত্র গোপন থাকে, অনেক ক্ষত অমলিন থেকে যায়। কিন্তু এই প্রক্রিয়া দেখায় শান্তি কেবল অস্ত্র ফেলে দেওয়ার নাম নয়, বরং নতুন পরিচয়ে সমাজে ফিরে আসার নাম।

এর ফলে পরবর্তী সময়ে গৃহযুদ্ধ এড়ানো সম্ভব হয়। সাবেক যোদ্ধাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোয় অন্তর্ভুক্ত করা যায়। আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় একটি নতুন নিরাপত্তাকাঠামো গড়ে ওঠে। তারপরও অস্ত্র পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনা যায়নি।

প্রক্রিয়াটি অনেকাংশে আন্তর্জাতিক চাপের ফল ছিল, স্থানীয় সমাজের অংশগ্রহণ সীমিত ছিল। অর্থনৈতিক পুনঃঅন্তর্ভুক্তি সব সময় সফল হয়নি। কসোভোর ডিডিআর প্রক্রিয়া ছিল এক আংশিক বিজয়, যেখানে যুদ্ধের আগুন থেকে শান্তির অঙ্কুরোদ্গম ঘটেছিল। এটি আমাদের শেখায় অস্ত্র নামানোই যথেষ্ট নয়; প্রকৃত শান্তি আসে তখনই, যখন সাবেক যোদ্ধারা সমাজের অংশ হয়ে ওঠে, আর ক্ষতবিক্ষত মানুষেরা নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখতে শেখে।

আমরা ইতিহাসের এ রকম একটা পর্ব পেরিয়ে এসেছি ১৯৭১ সালে। একাত্তরের বিভাজনকে আমাদের রাজনীতিবিদ আর বুদ্ধিজীবীরা চিরস্থায়ী রূপ দিয়েছেন। ডিডিআরের চিন্তা কারও মাথায় আসেনি। সমাজটাকে বিভক্ত রাখতে পারলে গোষ্ঠীগত রাজনীতি করতে অনেক সুবিধা।

আমাদের সামনে আরেকটি উদাহরণ হলো দক্ষিণ আফ্রিকা। এর ইতিহাস যেন এক দীর্ঘ রাতের কাহিনি, যেখানে মানুষের চামড়ার রং হয়ে উঠেছিল ভাগ্য নির্ধারণের নির্মম মানদণ্ড। শ্বেতাঙ্গ শাসকগোষ্ঠী তৈরি করেছিল এক অদৃশ্য দেয়াল, যার নাম ছিল অ্যাপারথাইড (বর্ণবাদ)। সেই দেয়ালের ওপারে ছিল অগণিত কালো মানুষের জীবন, যেখানে স্বাধীনতার আলো পৌঁছাত না, যেখানে মানবাধিকারের গান স্তব্ধ হয়ে যেত বন্দুকের গর্জনে। দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে অন্ধকার ছায়া ফেলেছিল দশকের পর দশক। রাষ্ট্রের আইন হয়ে উঠেছিল বৈষম্যের রক্ষাকবচ।

কিন্তু অন্ধকারের গর্ভেই জন্ম নেয় আলোর আকাঙ্ক্ষা। নেলসন ম্যান্ডেলা ও তাঁর সহযোদ্ধারা সেই আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিয়েছিলেন সংগ্রামে। কারাগারের শিকল ভেদ করে তাঁদের কণ্ঠস্বর পৌঁছে গিয়েছিল মানুষের হৃদয়ে। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিটি গ্রামে, প্রতিটি শহরে, প্রতিটি নিশ্বাসে তখন প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল মুক্তির ডাক। তাঁদের এই ভূমিকা আমাদের নিয়ে যায় সেই মুহূর্তে, যখন বর্ণবাদী শাসনের অবসান ঘটে, আর সূচনা হয় *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*



ঢাকা-টরন্টোর অভিজ্ঞতা থেকে ঢাকা-নিউইয়র্কের সম্ভাবনা

দিলওয়ার আরিফ

এ বছর আগস্ট মাসের শেষের দিকে আমেরিকান দূতাবাসের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য দেশে গিয়ে বিমান বাংলাদেশে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা হয়। বাংলাদেশে যাওয়ার আগে অনেকেই আমাকে বিমান বাংলাদেশ সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন। বিশেষ করে, কিছুদিন আগে টরন্টো থেকে ঢাকা যাওয়ার পথে ইতালির রোমে যাত্রাবিরতির আগে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেওয়ায় যাত্রীদের দীর্ঘ সময় ভোগান্তি পোহাতে হয়েছিল। তাই আমার পরিচিতজনেরা আমাকে এই বলে সতর্ক করেছিলেন যে যান্ত্রিক ত্রুটি, মাঝ আকাশে নানা সমস্যা এবং নিম্নমানের যাত্রীসেবা বিমান বাংলাদেশের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা।

এসব কথা শুনে আমার মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকলেও ইরান যুদ্ধের কারণে মধ্যপ্রাচ্যের আকাশসীমা এড়িয়ে বাংলাদেশে যাওয়ার জন্য আমার কাছে বিমান বাংলাদেশই ছিল সবচেয়ে সুবিধাজনক পছন্দ। তা ছাড়া নিউইয়র্ক সিটির তুলনায় টরন্টো আমার বাড়ির অনেক কাছে হওয়ায় বিমান বাংলাদেশকে বেছে নেওয়াই ছিল সবচেয়ে সাশ্রয়ী সিদ্ধান্ত।

আমি প্রথমেই ধাক্কা খেলাম বিমান বাংলাদেশের টরন্টো অফিসের ফোনভিত্তিক যাত্রীসেবার ধরন দেখে। অতিরিক্ত একটি ব্যাগ নিতে পারব কি না, পারলে কত খরচ পড়বে-এসব জানতে বিমানের টরন্টো অফিসে একাধিকবার ফোন করেও কাউকে পাইনি। যতবারই ফোন করেছি, ততবারই স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় স্টেশন ম্যানেজার, কান্ট্রি ম্যানেজারসহ বিভিন্ন পদে থাকা কর্মকর্তাদের কাছে কল স্থানান্তর করা হয়েছে।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা এভাবে ঘোরানোর পরও ফোন রিসিভ করার মতো কাউকে পাইনি। এর মানে কী? পদ আছে, লোক আছে কিন্তু যাত্রীসেবা দেওয়ার মতো কেউ নেই। আমি দুপুরবেলায় ফোন করেছিলাম অর্থাৎ কর্মব্যস্ত অফিস সময়ে।

ব্যবসা সম্পর্কে যাঁদের ন্যূনতম জ্ঞান আছে, তাঁরা জানেন, কোনো ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের অনলাইন উপস্থিতি থাকলেও যদি তারা গ্রাহকদের বার্তার উত্তর না দেয়, তবে এর চেয়ে খারাপ গ্রাহকসেবা বা ব্যবসায়িক নীতি আর কিছু হতে পারে না। পরে টরন্টো বিমানবন্দরে বিমানের কাউন্টারে লাগেজের ওজন নিয়ে বড় ধরনের ঝামেলায় পড়তে হয়েছিল। এক পাউন্ড ওজন বেশি হলেও কয়েক শ ডলার অতিরিক্ত পরিশোধ করতে বলা হয়েছিল।

বিমানের ঢাকা-টরন্টো রুটের মতো ঢাকা-নিউইয়র্ক রুটও যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী বাংলাদেশিদের কাছে জনপ্রিয় হতে পারে। যথাযথভাবে পরিচালনা করতে পারলে এই রুটটিও লাভজনক হয়ে উঠতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা, বিমানের ঢাকা-নিউইয়র্ক রুট হতে পারে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী লাখ লাখ বাংলাদেশি রেমিট্যান্স যোদ্ধার প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তাঁদের ন্যূনতম সেবা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস।

ফেরার সময় বাংলাদেশেও একই অবস্থা দেখেছি। মাত্র এক পাউন্ড ওজন বেশি হওয়ার জন্য কানাডায় পড়তে আসা ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে ২০-২৫ হাজার টাকা আদায় করা হচ্ছিল। প্রায় দুই দশক ধরে আমেরিকায় থাকা এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভ্রমণের সুবাদে আমি অনেক নামীদামি এয়ারলাইনসের যাত্রীসেবা দেখেছি। কিন্তু এ রকম জগাখিচুড়ি ধরনের যাত্রীসেবা এবং বিমানের কর্মকর্তাদের যাত্রীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের প্রবণতা অন্য কোথাও দেখিনি।

মজার ব্যাপার হলো, বিমানের ভেতরের সেবা, কারিগরি পরিচালনা এবং যথাসময়ে গন্তব্যে পৌঁছানোর মতো বিষয়ে অন্য দেশের এয়ারলাইনসের সঙ্গে বিমানের সেবার বড় কোনো তফাত আমার চোখে পড়েনি।

তবে আমার মনে হয়েছে, বিমানের ভেতরে যাত্রীসেবার জন্য প্রয়োজনের তুলনায় লোকবল কম। বিশেষ করে ঢাকা-টরন্টো ফ্লাইটে যাত্রীদের ধরন ও চাহিদার ভিন্নতার কারণে ইন-ফ্লাইট সেবার জন্য লোকবল বাড়ানো দরকার। যেমন অনেক যাত্রী আছেন, যাঁরা জীবনে প্রথমবার বিমানে উঠেছেন; ২০ ঘণ্টা একটানা বসে থেকে ভ্রমণের কষ্টও তাঁদের কাছে একেবারেই নতুন অভিজ্ঞতা।

অনেক যাত্রীই বয়স্ক নারী-পুরুষ, যাঁদের বিভিন্ন *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

‘কুনু-ফিরোজ’ প্যানেলের ব্রুকলিনের সভায় মানুষের ঢল, চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড এলাকার রাস্তায় মিছিল-শ্লোগান

বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনে আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে ভোট চাইলেন ‘কুনু-ফিরোজ’

নিউইয়র্ক: বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনে ‘পরিবর্তনের শ্লোগান’ নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ‘কুনু-ফিরোজ’প্যানেলের উদ্যোগে ব্রুকলীনের সর্বশেষ নির্বাচনী ও প্যানেল পরিচিতি সভায় মানুষের ঢল নেমেছিলো। বিশেষ করে সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী ফিরোজ আহমেদের এলাকা হিসেবে ব্রুকলিন -কে ‘কুনু-ফিরোজ’ প্যানেলের ঘাঁটি হিসেবে উল্লেখ করে বক্তারা বলেছেন ২৫ অক্টোরের নির্বাচনে ব্রুকলিন কেন্দ্র তথা সকল কেন্দ্রে জয়ী হয়ে প্রবাসীদের ন্যায্যদাবী পূণ করবেন। সভায় প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী আজমল হোসেন কুনু বলেন, আসন্ন নির্বাচনে আমি সবার সহযোগিতা চাই, ভোট চাই। আমার আর চাওয়া পাওয়ার কিছু নেই। কমিউনিটির সেবাই আমার লক্ষ্য। তিনি বলেন, এটাই আমার শেষ নির্বাচন। আগামী নির্বাচনে জয়ী হলে সবাইকে নিয়ে বাস্তবভিত্তিক কর্মসূচী নিয়ে সোসাইটিকে তথা কমিউনিটিকে শক্তিশালী করবো।অপরদিকে সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী ফিরোজ আহমেদ আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন, গত তিনমাস অনেক বক্তব্য দিয়েছি। আজ আর বক্তব্য নয়। তিনি কান্না জড়িত কন্ঠে বলেন, আমি ব্রুকলিন এর মানুষ, ব্রুকলিনবাসীরাই আমার ভাই-বোন-ভাবী, বন্ধু, চাচা-চাচী। আপনাদের সন্তান হিসেবে আমি ২৫ অক্টোবরের নির্বাচনে সবার দোয়া আর ভোট চাই। আর কোন কারণে কাউকে কষ্ট দিয়ে থাকলে ক্ষমা চাই। তিনি বলেন, আমরা বিজয়ী হলে সোসাইটিকে সবার সংগঠনে পরিণত করবো, জবাবদিহীর সোসাইটি গড়বো।

গত ১৭ অক্টোবর শনিবার সন্ধ্যায় ব্রুকলিন এর বেভার্লী রোডের উপর বিশাল ছামিয়ানা টাঙ্গিয়ে এই সভার আয়োজন করা হয়। প্রচন্ড ঠান্ডার মধ্যেও ‘কুনু-ফিরোজ’ প্যানেলের উদ্যোগে আয়োজিত নির্বাচনী সভায় সর্বস্তরের বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশির উপস্থিতিতে সভাটি জনসভায় পরিণত হয়। সন্ধ্যা ৮টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত সভার কার্যক্রম চলে। উল্লেখ্য, সভা শুরুর আগে ‘কুনু-ফিরোজ’-এর নেতৃত্বে দেশীয় স্টাইলে বিপুল সংখ্যক মানুষ চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড এলাকার রাস্তায় মিছিল বের করেন এবং নানা শ্লোগান দেন।

‘কুনু-ফিরোজ’ প্যানেলের ব্রুকলিন এর নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহবায়ক এবং সন্দীপ সোসাইটি ইউএসএ’র সাবেক সভাপতি ওট্রাষ্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান মাহফুজুল মওলানা নান্নুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক ট্রাষ্ট্রি বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান ও সাবেক সভাপতি এম এ আজিজ। সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মাওলানা নাসির উদ্দিন।

সভায় আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও ‘কুনু-ফিরোজ’ প্যানেলের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান উপদেষ্টা জামাল আহমেদ জনি, বাংলাদেশ সোসাইটি ও গ্রেটার নোয়াখালী সোসাইটির সাবেক সভাপতি আব্দুর রব মিয়া, সোসাইটির ট্রাষ্টি বোর্ডের সাবেক সদস্য ও গ্রেটার নোয়াখালী সোসাইটির সাবেক সভাপতি ও ট্রাষ্টিবোর্ডের চেয়ারম্যান হাজী মফিজুর রহমান, চট্টগ্রাম সমিতির সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ হানিফ, নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সহ সভাপতি ও কুইন্স নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান ফারুক চৌধুরী, ‘কুনু-ফিরোজ’ প্যানেলের কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান বেলাল মাহমুদ, আহবায়ক রুহুলআমীন সিদ্দিকী, সদস্য সচিব আনোয়ার হোসেন, কো-চেয়ারম্যান এবং বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতি ইউএসএ’র সভাপতি ইউনুস সরকার, প্রধান সমন্বয়কারী বাবুল চৌধুরী এবং অর্থ কমিটির চেয়ারম্যান মইনুল ইসলাম, মিডিয়া ওকমিউনিকেশন কমিটির চেয়ারম্যান প্রফেসর সৈয়দ আজাদ, বিশিষ্ট রাজনীতিক ও ব্যবসায়ী মোস্তফা কামাল পাশাবাবুল, লুৎফুল করীম, সন্দীপ সোসাইটি ইউএসএ’র সাবেক সভাপতি ও বোর্ড অব ট্রাষ্টির সদস্য আব্দুল ওয়াদুদ, সন্দীপ সোসাইটির বোর্ড অব ট্রাষ্টির সদস্য রফিকুল ইসলাম মানিক *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

















জ্যামাইকায় ‘সেলিম-আলী’ প্যানেলের স্মরণীয় পরিচিতি ও নির্বাচনী সভায় গণজোয়ার

নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশ সোসাইটির উন্নয়নের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে পুনরায় বিজয়ী করার আহবান













পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশীদের বৃহত্তম সংগঠন নিউ ইয়র্ক সিটির ‘বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক’র আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে জ্যামাইকায় অনুষ্ঠিত ‘সেলিম-আলী’ প্যানেলের পরিচিতি ও নির্বাচনী সভায় গণজোয়ার নেমেছিল । নিউইয়র্ক এর বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন ঘিরে স্মরণকালের স্মরণীয় এই সভায় ছিলো সর্বস্তরের মানুষের ঢল। সভায়সোসাইটির চলমান সফলতা, উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে ‘সেলিম-আলী’ প্যানেলকে যোগ্যপ্যানেল হিসেবে পুনরায় এই প্যানেলের প্রার্থীদের বিজয়ী করার জন্য ভোটারদের প্রতি আহবান জানান বক্তারা।

‘সেলিম-আলী’ প্যানেলের জ্যামাইকা নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গত ১৬ অক্টোবর, শুক্রবার সন্ধ্যায় জ্যামাইকার নবপ্রতিষ্ঠিত সুবিশাল “অঙ্গন” পার্টি হলে এই সভার আয়োজন করে। সভায় বিপুল সংখ্যক নারী সহ কুইন্স ছাড়া ও ব্রুকলিন এবং ব্রঙ্কসসহ নিউইয়র্কের বিভিন্ন বরো থেকে শত শত প্রবাসী যোগ দিয়ে প্যানেলটির প্রতি তাদের পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেন।

সেন্ট্রাল জ্যামাইকা নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহবায়ক ফারুক হোসেন মজুমদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভারশুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মাওলানা মঞ্জুরুল করীম। এরপর বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয়সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। সভায় কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের মধ্যে বক্তব্য রাখেন নির্বাচন পরিচলনা কমিটির প্রধান উপদেষ্টাবীর মুক্তিযোদ্ধা শরাফ সরকার, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রধান উপদেষ্টা এবিএম ওসমান গণি, কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির যুগ্ম আহবায়ক দুলাল মিয়া হাজী এনাম, এম এ বাসেত, যুগ্ম সদস্য সচিব এএসএম মাইনুদ্দিন পিন্টু, মাকসুদুল হক চৌধুরী, নিউইয়র্কের বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আজহারুল ইসলাম, সাবেক সহ সাধারণ সম্পাদক সিরাজ উদ্দিন আহমেদ সোহাগ, সাবেক কর্মকতা জামান তপন, মৌলভীবাজার ডিষ্ট্রিক্ট সোসাইটি ইউএসএ’র সভাপতি সোহান আহমেদ টুটুল, বাংলাদেশীআমেরিকান সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক আমীন মেহেদী বাবু, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকীম, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক এনায়েত মুন্সী, কমিউনিটিঅ্যাক্টিভিষ্ট আমিনুল ইসলাম চুন্নু, এম এ করীম, এডভোকেট রেদওয়ানা রাজ্জাক সেতু, ওজনপার্ক নির্বাচন পরিচালনাকমিটির কো কনভেনর নজরুল ইসলাম লিটন ও প্রধান উপদেষ্টা সামির উদ্দিন প্রমুখ।

সভা মঞ্চে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপবিষ্ট ছিলেন মোর্শেদ আলম, মুক্তিযোদ্ধা বাবর উদ্দিন, ছদরুন নূর, আব্দুস শহীদ, গহর কিনু চৌধুরী, বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির তাজু মিয়া, ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল খালেক, নির্বাচন পরিচালনা কমিটির যুগ্ম আহবায়ক ভিপি জহির প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন সেন্ট্রাল জ্যামাইকার নির্বাচন পরিচালনা কমিটির যুগ্ম সদস্যসচিব ইসমাইল হোসেন স্বপন ও জ্যামাইকা নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য সচিব কাজী এম আর খান (সেলিম) ।সহযোগিতায় ছিলেন প্রধান সমন্বয়কারী সিরাজুল ইসলাম লিপন।

সভায় বক্তারা বলেন, বাংলাদেশ সোসাইটির চলমান উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড অব্যাহত রাখার জন্য ‘সেলিম-আলী’প্যানেল যোগ্য, সুপরিচিত ও পরীক্ষিত প্যানেল। তাই আসন্ন নির্বাচনে এই প্যানেলের কোনো বিকল্প নেই। বক্তারাদল-মত নির্বিশেষে সর্বস্তরের বাংলাদেশিদের ‘সেলিম-আলী’ প্যানেলের প্রার্থীদের ভোট দিয়ে জয়ী করার আহবান জানান।

সভায় আতাউর রহমান সেলিম এবং সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী মোহাম্মদ আলী বিগত নির্বাচনে জয়ী করার জন্যভোটারদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং আগামী নির্বাচনে পুনরায় ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করে সোসাইটিকে আরো এগিয়ে নিতে *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*


আমরাই দিচ্ছি
সবচেয়ে কম দামে
AIR TICKET
Digital Travel
Astoria
Emirates
USA
Dhaka
17
Years
Trusted Service
Cancellation ও
Reschedule
সুবিধা রয়েছে
VISA SERVICES
SAUDI
UMRAH/TOURIST VISA
INDIAN VISA
UK VISA
CANADA VISA
EUROPE VISA
আমাদের সেবা সমুহ
ওয়রার প্যাকেজ
ওয়রার ভিসা
হোটেল ও ট্রান্সপোর্ট
মোয়াল্লেম
BOOK NOW
718-721-2012
আমাদের অফিস: 25-78 31st Street, New York, NY-11102

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.



বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে
আপনার মোবাইল থেকে

Sonali Exchange Mobile App

ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE	ATLANTA	BROOKLYN	JACKSON HTS
212-808-0790	770-936-9906	718-853-9558	718-507-6002

BRONX	JAMAICA	MICHIGAN	OZONE PARK	PATERSON
718-822-1081	347-644-5150	313-368-3845	347-829-3875	973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

Contact with us
718-874-0047
Email: info@yourdreamhomecare.com

NY HOME CARE
Get paid to take care of your loved ones
আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী
37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372
718-874-0047
Email:info@yourdreamhomecare.com
www.yourdreamhomecare.com







We Hire & Train HHA/PCA
Certificate Holders AIDES
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ
এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
•
আমরা কোনো ফি নেই না।
•
আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
•
কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office: 168-25A Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (718) 725-1332, (718) 971-0054	**Jamaica Office:** 168-47 Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (929) 400-4785, (718)874-0047	**Sutphin Branch** **Mohammad Khair**(Director) 97-01 Sutphin, Blvd Jamaica NY 11435 (929)-225-0746, (718) 755-0153 (718) 718-874-0047	**Ozone Park Office** 7721-101 Ave. Ozone Park New York 11416 (718) 874-0047, 347-771-0115
Ozone Park Office 720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208 (646) 500-1657, (718)874-0047	1088 Liberty Avenue, Brooklyn NY 11208 (929) 283-8432	**Fulton Office:** 584 Nostrand Ave. NY 11216 (646) 5001657	**Bronx Office** 2140 Starling Ave. Bronx, NY 10462 917-391-4841, 718-874-0047 (Office) Fax 718-874-0069
Bangladesh Plaza 3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215 (347) 357-4252, (347) 520-9699	**Buffalo Office:** 1155 Broadway Buffalo, NY 14212 (347) 335-3617, (718) 874-0047	1299 Harlam Road Buffalo, NY 14094 (716) 400 1446	**Albany Office** 114 Quail St. Albany, NY 12203 518-379-5496, 518-243-9096 718-864-2061

KT KHAN'S TUTORIAL
30 YEARS OF EXCELLENCE

SHSAT Summer Add-Ons

Boost SHSAT Acceptance Chances

Year Round · 2 Days/Week

Workshop
Friday or Sunday

- Diag/CAT exam retakes (E-H)
- Advanced ELA & Math
- Top test taking strategies
- Highest admissions rate

May to October 2026

Pay-Per Class Price: $2,900
Sale Price: $1,450
ONE-TIME PRICE: $1,250 ★

2026 Summer · 4 Days/Week

Bootcamp
Tuesday to Thursday

- Diag exam retakes (A-D)
- Intensive summer weekdays
- Best for Class B students to boost Diag scores

Tues June 30 to Thurs August 20, 2026

Pay-Per Class Price: $2,880
Sale Price: $1,516
ONE-TIME PRICE: $1,400 ★

Enroll in Both (5 Days/Week) and Get 20% OFF!

5,005+

Students placed in Specialized High Schools.

Call (718) 938-9451 or Visit KhansTutorial.com

ওয়াশিংটনভিত্তিক সাউথ এশিয়া ফোরসাইট নেটওয়ার্কের

(এসএএফএন) এর সিনিয়র ফেলো হলেন রাষ্ট্রদূত মুশফিকুল ফজল আনসারী



পরিচয় ডেস্ক: ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান সাউথ এশিয়া ফোরসাইট নেটওয়ার্কের (এসএএফএন) সম্মানসূচক সিনিয়র ফেলো নিযুক্ত হয়েছেন বাংলাদেশের কূটনীতিক, সাংবাদিক ও মানবাধিকারকর্মী রাষ্ট্রদূত মুশফিকুল ফজল আনসারী। বৃহস্পতিবার (২২ অক্টোবর) প্রতিষ্ঠানটির এক ঘোষণায় এ কথা জানানো হয়।

দ্য মিলেনিয়াম প্রজেক্টের অধীনে পরিচালিত এসএএফএন দক্ষিণ এশিয়ার ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ, ভূরাজনীতি ও নীতিনির্ধারণের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণা ও সংলাপের আয়োজন করে।

নিয়োগের ঘোষণায় জনসেবা, গণমাধ্যম ও কূটনীতিতে আনসারীর অভিজ্ঞতার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। এতে বলা হয়, তার অভিজ্ঞতা ওয়াশিংটনে প্রতিষ্ঠানটির আলোচনা ও বিভিন্ন মহলের সঙ্গে সম্পৃক্ততা বাড়াতে ভূমিকা রাখবে। পাশাপাশি বাংলাদেশের গবেষক ও বৃহত্তর পাঠকসমাজও তার চিন্তা ও বিশ্লেষণ থেকে উপকৃত হতে পারবে।

নতুন ভূমিকায় আনসারী নীতিবিষয়ক সংলাপ ও গবেষণায় অবদান রাখবেন। ওয়াশিংটনে এসএএফএনের যোগাযোগ ও অংশগ্রহণ সম্প্রসারণের পাশাপাশি বাংলাদেশে নেটওয়ার্কটির গবেষণা ও অন্যান্য কার্যক্রম এগিয়ে নিতেও সহযোগিতা করবেন।

জনসেবা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও গণমাধ্যমে দুই দশকের বেশি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মুশফিকুল ফজল আনসারী বর্তমানে রাষ্ট্রদূত হিসেবে সিনিয়র সচিব পদমর্যাদায় বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত রয়েছেন। এর আগে তিনি মেক্সিকোতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। একই সঙ্গে কোস্টারিকা, গুয়াতেমালা, ইকুয়েডর ও হন্ডুরাসে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হিসেবে সমবর্তী দায়িত্বে ছিলেন। কূটনৈতিক দায়িত্ব গ্রহণের আগে তিনি ওয়াশিংটনভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন রাইট টু ফ্রিডমের সহপ্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক এবং সাউথ এশিয়া পারসপেক্টিভসের নির্বাহী সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন। এ ছাড়া হোয়াইট হাউস ও জাতিসংঘের স্থায়ী সংবাদদাতা হিসেবে কাজ করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণী মহলে সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা রয়েছে তার।

প্রতিষ্ঠানটির উল্লেখযোগ্য অন্য সিনিয়র ফেলোদের মধ্যে রয়েছেন জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচির সাবেক নির্বাহী পরিচালক ও নরওয়ের সাবেক পরিবেশমন্ত্রী রাষ্ট্রদূত এরিক সোলহেইম, থাইল্যান্ডের অর্থনীতিবিদ ও সাবেক সংসদ সদস্য অধ্যাপক ড. ক্রিয়েংসাক চারোয়েনওংসাক, শ্রীলঙ্কার সাবেক বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল গগন বুলাথসিংহলা, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. রীনা মারওয়াহ, পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ও কৌশলগত অধ্যয়নবিষয়ক গবেষক ড. সালমা মালিক, চীনের ঝেজিয়াং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ঝৌ ঝাংগুই, মালদ্বীপের কূটনীতিক রাষ্ট্রদূত ওমর আবদুল রাজ্জাক এবং জলবায়ু ও আন্তঃসীমান্ত নদীবিষয়ক গবেষক ড. উত্তম কুমার সিনহা। এসএএফএনের বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের পরিচালক হিসেবে রয়েছেন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পিস অ্যান্ড সিকিউরিটি স্টাডিজের প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল (অব.) এ এন এম মুনীরুজ্জামান।



যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় শ্রমিক লীগের সদ্যপ্রয়াত সভাপতি কাজী আজিজুল হক খোকন এর স্মরণে শোকসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: গত ২২ অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় শ্রমিক লীগের সদ্যপ্রয়াত সভাপতি কাজী আজিজুল হক খোকন এর স্মরণে শোকসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। নিউ ইয়র্ক সিটির জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে আয়োজিত উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মো: মনজুর চৌধুরী এবং সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ জুয়েল আহমেদ। শোকসভায় বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংগঠনিক নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। তাঁরা মরহুমের রাজনৈতিক জীবন, শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণে তাঁর অবদান এবং সংগঠনের প্রতি তাঁর নিষ্ঠার কথা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। অনেকের প্রিয় খোকন ভাইয়ের সঙ্গে কাটানো বিভিন্ন মুহূর্তের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বক্তারা আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। অনুষ্ঠানে মরহুমের রুহের মাগফিরাত ও জান্নাতুল ফেরদৌস কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। একই সঙ্গে তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় শ্রমিক লীগের সহসভাপতি জনাব টি. মোল্লা। শোকসভায় বক্তারা মরহুম কাজী আজিজুল হক খোকন ভাইয়ের রাজনৈতিক আদর্শ, সাংগঠনিক দক্ষতা, সহযোদ্ধাদের প্রতি আন্তরিকতা এবং শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণে তাঁর অবদানের কথা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। তাঁরা বলেন, তাঁর মৃত্যুতে যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় শ্রমিক লীগ একজন নিবেদিতপ্রাণ নেতাকে হারিয়েছে, যা সংগঠনের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি।

দলমত নির্বিশেষে যুক্তরাষ্ট্রের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে মরহুম কাজী আজিজুল হক খোকন ভাইয়ের পরিবারের পক্ষ থেকে টেলিফোনে তার আপন ভাতিজা জিদান কাজী বক্তব্যে রাখেন।



স্মরণসভায় উপস্থিত ও বক্তব্য প্রদানকারীদের মধ্যে ছিলেন এনামুল হক শামীম, সাবেক সংসদ সদস্য, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ও সাবেক পানিসম্পদ উপমন্ত্রী জনাব শফিউল আলম চৌধুরী নাদেল, সাবেক সংসদ সদস্য ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব আমিনুল ইসলাম আমিন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক। জনাব নজরুল ইসলাম বাবু, সাবেক সংসদ সদস্য ও জাতীয় সংসদের সাবেক হুইপ। অ্যাডভোকেট সাইফুজ্জামান শিখর, সংসদ সদস্য (ফোনে সংযুক্ত)। বীর মুক্তিযোদ্ধা নূর কুতুব আলম মান্নান, সভাপতি, জাতীয় শ্রমিক লীগ কেন্দ্রীয় কমিটি (ফোনে সংযুক্ত)। নাজমুল আলম রোমেন, সদস্য, জাতীয় শ্রমিক লীগ কেন্দ্রীয় কমিটি। যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান, ড. প্রদীপ রঞ্জন কর, ডা. মাসুদুল হাসান, আব্দুস সামাদ আজাদ, হাকিকুল ইসলাম খোকন, জয়নাল আবেদীন জয়নাল, ফারুক আহমেদ, আব্দুর রহিম বাদশা, অ্যাডভোকেট শাহ মোহাম্মদ বখতিয়ার আলী, মুজিবর রহমান মিয়া, শাহীন আজমল, শেখ আতিকুল ইসলাম আতিক,সাখাওয়াত আলী, রফিকুর রহমান রফিক, ইমদাদুর রহমান চৌধুরী, বীর মুক্তিযোদ্ধা ফারুক হোসাইন, বীর মুক্তিযোদ্ধা মকবুল হোসেন তালুকদার, বীর মুক্তিযোদ্ধা শওকত আকবর রিচি ও বীর মুক্তিযোদ্ধা ইসমাইল খান আনসারী। ঠিকানার সাবেক সম্পাদক মু. ফজলুর রহমান, মুজাহিদ আনসারী, আজিজুর রহমান সাবু, শরীফ কামরুল আলম হীরা,শাহানারা রহমান, , অ্যাডভোকেট আবদুর রকিব মন্টু, মিসবা আহমেদ,ফরিদ আলম, জহুরুল হক জহির, আতাউল গনি আসাদ,আলী হোসেন গজনবী, সদস্য,হোসেন সোহেল রানা, এম. এ. আলম বিপ্লব, আমিনুল পান্না, প্রফেসর খালেকুজ্জামান খালেক, শাহনাজ মমতাজ,মোর্শেদা জামান, সাখাওয়াত বিশ্বাস, নুরুজ্জামান সরদার, নাফিকুর রহমান তোরান, খান শওকত, আব্দুর রাজ্জাক আনোয়ার, লস্কর মইজুর রহমান জুয়েল, জালালউদ্দিন জলিল, কায়কোবাদ খান, শেখ জামাল হুসেন, ইফজাল চৌধুরী, হোসনে আরা, জয়নাল আবেদীন জয়, জাহাঙ্গীর এইচ. মিয়া, জনি সিকদার, মিজানুর রহমান চৌধুরী, খন্দকার জাহিদুল ইসলাম, ইকবাল হোসেন, হিরু ভূঁইয়া, সৈয়দ কিবরিয়া জামান, আক্তার হোসেন, প্রভাত কুমার, ফুয়াদ হোসেন, সাজ্জাদ হোসেন, মো: তাজ্জুদ হোসেন (মাগুরা), অধ্যক্ষ বশির আহমদ, শিবলী সাদিক, মাহি উদ্দিন মাহী,শহিদুল ইসলাম, আমিনুল ইসলাম আমিন, হেলাল মিয়া, আহমেদ নূর আবির, মাহমুদুল হাসান, হৃদয় মিয়া, মো. কামাল উদ্দিন, আব্দুল কুদ্দুস টিটু, মোস্তাফিজুর রহমান লিটন, আনিসুর রহমান আনিস, মফিজুল ইসলাম ভূঁইয়া রুমি, জামাল আহমেদ, আছাদ সুমন, সরওয়ার রিপন, তুষার, পারভেজ, শাহীন, জহিরুল ইসলাম, রিটন সরকার, হাসান মোল্লা ও জাহিদ শাওন, কবি সালেহা খাতুন, রেহানা আবেদীনসহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংগঠনিক নেতৃবৃন্দ। পরিশেষে মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করা হয় এবং মহান আল্লাহর কাছে তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসিব করার জন্য দোয়া করা হয়। পাশাপাশি শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের এই অপূরণীয় ক্ষতি সহ্য করার শক্তি দানের জন্য মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা হয়।



মাতামুহুরীতে নিউ ইয়র্ক ভিত্তিক সাগর ফাউন্ডেশনের মেধা বৃত্তি পরীক্ষা ২১ নভেম্বর

পরিচয় ডেস্ক: শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশ, শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি এবং প্রতিভাবান শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে কক্সবাজারের মাতামুহুরীতে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে নিউ ইয়র্ক সিটিতে নবযুগ পত্রিকার শাহাব উদ্দিন সাগর ও শামসুন্নাহার নিম্মি প্রতিষ্ঠিত সাগর ফাউন্ডেশন এর মেধা বৃত্তি পরীক্ষা-২০২৬।

আগামী ২১ নভেম্বর, শনিবার এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এতে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে।

সাগর ফাউন্ডেশনের প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত পরীক্ষা চলবে। পরীক্ষার কেন্দ্র নির্ধারণ করা হয়েছে মাতামুহুরীর চেমুশিয়ায় অবস্থিত উত্তর-পূর্ব চেমুশিয়া জামাল উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

'শিক্ষাই আলোর পথ, মেধাই ভবিষ্যৎ'-এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আয়োজিত এ মেধা বৃত্তি পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় মনোযোগী হতে এবং নিজেদের মেধা-প্রতিভা বিকাশে অনুপ্রাণিত করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এ আয়োজনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে রয়েছেন নিউ ইয়র্কে থেকে প্রকাশিত নবযুগ সম্পাদক শাহাব উদ্দিন সাগর। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত এ উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে তোলা এবং মেধাবী শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে প্রত্যাশা সংশ্লিষ্টদের।

শিক্ষার প্রসার ও মেধার বিকাশে এ ধরনের উদ্যোগ স্থানীয় শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষানুরাগীদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করবে বলে আশা করা হচ্ছে।



নিউইয়র্ক স্টেটের বার পরীক্ষার সনদ পেলেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত সাদাত আরেফিন তাসিন

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত সাদাত আরেফিন তাসিন নিউইয়র্ক স্টেট বার পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে সনদ লাভ করেছেন। নিউইয়র্ক স্টেট বোর্ড অব ল এক্সামিনাস এক অভিনন্দন বার্তায় জানায়, গত ২৮-২৯ জুলাই অনুষ্ঠিত নিউইয়র্ক স্টেট বার পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়েছেন সাদাত আরেফিন তাসিন।

একই সাথে তিনি নিউইয়র্ক ল কোর্স, নিউইয়র্ক ল এক্সাম এবং মাল্টিস্টেট প্রফেশনাল রেসপন্সিবিলিটি এক্সামও সফলতার সাথে সম্পন্ন করেছেন। কোর্ট অব আপিলসের নিয়মাবলী (কোর্ট রুলস ৫২০.৭) অনুসারে বোর্ড তাকে অ্যাটর্নি ও কাউন্সেলর হিসেবে ভর্তির জন্য 'অ্যাপেলেট ডিভিশন, সেকেন্ড ডিপার্টমেন্ট'-এ প্রত্যয়ন করেছে।

এমন খুশির খবর জেনে এক প্রতিক্রিয়ায় আরেফিন তাসিন জানান, এজন্য তিনি খুবই আনন্দিত এবং সব কৃতিত্ব তাঁর বাবা ও মায়ের। তবে তিনি বিশ্বের যেখানেই থাকুন না কেন, বাংলাদেশের জন্য ভালো কিছু করতে চান।

জ্ঞানার্জনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা, ধৈর্য ও নিরলস প্রচেষ্টায় নিউইয়র্কের মর্যাদাপূর্ণ সেন্ট জনস ইউনিভার্সিটি স্কুল অব ল থেকে সম্প্রতি জুরিস ডক্টর (জেডি) ডিগ্রি অর্জন করেন তাসিন।

সাদাত আরেফিন তাসিন ১৯৯৯ সালের আগস্ট মাসে বরিশাল শহরের কলেজ রোডে মাতুলালয়ে (নানাবাড়ি) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিণ বিএনপির সভাপতি মো. হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা। মাত্র ৪ বছর বয়সে বাবা-মায়ের সাথে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান তাসিন। সেখানে কৃতিত্বের সাথে স্কুল ও কলেজের পাঠ চুকিয়ে তিনি আইন বিষয়ে উচ্চতর এই ডিগ্রি অর্জন করেন।

সন্তানের এমন গৌরবোজ্জ্বল অর্জনে পিতা হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা তাকে উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়েছেন। পাশাপাশি তাসিনের এই সাফল্যে তাঁর পরিবার, আত্মীয়স্বজন ও শুভানুধ্যায়ীদের মধ্যে আনন্দের আবহ সৃষ্টি হয়েছে এবং সবাই তাঁকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে রাজনৈতিক

১৭ পৃষ্ঠার পর

হাজার ২৭টি আন্দোলনের আওতায় আসে, ২২২টিতে অবরোধ হয়, আর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের হিসাবে প্রায় ২ হাজার মানুষ আটক হন। ৬ অক্টোবরের মিছিলে এএফপির হিসাবে ২ লাখ ৬৬ হাজার থেকে ৪ লাখ ৫০ হাজার মানুষ রাস্তায় নামেন। দাবি স্পষ্ট: শিক্ষকসংকট, জরাজীর্ণ ভবন, ঠাসা ক্লাসরুম ও পারকুরসুপের চাপ কমাতে শিক্ষায় বাড়তি বরাদ্দ। প্যারিসে বসে এই দৃশ্য দেখতে দেখতে মনে হয়, বিষয়টি আর কোনো একটি দেশের সংকট নয়; এটি একটি বৈশ্বিক প্রবণতা।

 দমননীতি কেন ব্যর্থ: মাথা কাটবেন কোথায়?

ঐতিহ্যবাহী দমননীতির ছক সহজ: আন্দোলনের নেতাকে চিহ্নিত করো, গ্রেপ্তার করো, ভয় দেখাও কিংবা দরকষাকষিতে টেনে এনে আন্দোলনকে ভেতর থেকে দুর্বল করো। কিন্তু যে আন্দোলনের কোনো একক কেন্দ্র নেই, সেখানে এই ছক কাজ করে না। হ্যাশট্যাগ, মিম আর গ্রুপ চ্যাট সেখানে নেতার বিকল্প হয়ে দাঁড়ায়। একজন ধরা পড়লে দশজন তাঁর জায়গা নেন। বরং দমন-পীড়ন প্রায়ই আন্দোলনের জ্বালানি হিসেবে কাজ করে। ভারতে লাঠিচার্জের পর আন্দোলন নতুন নতুন শহরে ছড়িয়েছে; নেপালে সামাজিক মাধ্যম বন্ধের সিদ্ধান্তই ছিল বিস্ফোরণের ফুলকি।

এখানে একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য মনে রাখা জরুরি। এসব আন্দোলন আক্ষরিক অর্থে নেতৃত্বহীন নয়; ভারতে অভিজিৎ দিপকে আছেন, ফ্রান্সে লিসেয়েনদের তিনটি সংগঠন, ইউনিয়ঁ সিন্ডিকাল লিসেয়েন (ইউএসএল) সহ, শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে বসেছে। বলা ঠিক হবে, নেতৃত্ব আছে, কিন্তু ক্ষমতার কেন্দ্র নেই; সিদ্ধান্ত ও অংশগ্রহণ ছড়িয়ে আছে হাজার হাজার মানুষের হাতে। সেই কারণেই ফরাসি সরকারের পক্ষ থেকে 'লা ফ্রঁস আঁসুমিস'কে দায়ী করার চেষ্টা যেমন আন্দোলনের স্বতঃস্ফূর্ততাকে অস্বীকার করে, তেমনি তা বোঝায় যে পুরনো রাজনৈতিক ছাঁচে নতুন ঘটনাকে ব্যাখ্যা করার প্রবণতা এখনো প্রবল।

আরেকটি কারণ নিরাপত্তা বাহিনীর প্রশিক্ষণ ও মনস্তত্ত্বেও লুকিয়ে আছে। একজন নির্দিষ্ট প্রতিপক্ষ না থাকলে 'শত্রু' চিহ্নিত করা যায় না, আর শত্রুহীন সংঘাতে বল প্রয়োগ প্রায়ই নিরীহ মানুষকে আঘাত করে, যা সরকারের নৈতিক অবস্থান আরও দুর্বল করে। শ্রীলঙ্কা, নেপাল ও বাংলাদেশে দেখা গেছে, বল প্রয়োগ ও রক্তপাতের পর ক্ষমতাসীনদের নৈতিক অবস্থান দুর্বল হয়েছে এবং আন্দোলনের পক্ষে জনসমর্থন আরও বেড়েছে। দমননীতি তাই এখন কেবল অকার্যকর নয়, অনেক ক্ষেত্রে উল্টো ফল দেয়।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এরিকা চেনোয়েথ ও তাঁর সহগবেষক মারিয়া স্টিফান ১৯০০ থেকে ২০০৬ সালের মধ্যকার ৩২৩টি প্রতিরোধ আন্দোলন বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, অহিংস আন্দোলনের সাফল্যের হার ৫৩ শতাংশ, সহিংস আন্দোলনের ২৬ শতাংশ। তাঁদের বহুল আলোচিত '৩.৫ শতাংশ নীতি' বলে, শীর্ষ মুহূর্তে জনসংখ্যার এই অংশ রাস্তায় নামলে তাঁদের বিশ্লেষিত কোনো আন্দোলন ব্যর্থ হয়নি। চেনোয়েথ নিজেই অবশ্য সতর্ক করেছেন, এটি 'লৌহকঠিন নিয়ম' নয়, 'অভিজ্ঞতালব্ধ সূত্র' মাত্র।

 প্রযুক্তির সীমা: গতি আছে, গভীরতা কোথায়?

তবে প্রযুক্তি-নির্ভর আন্দোলনকে অপ্রতিরোধ্য ভাবলে ভুল হবে। চেনোয়েথ নিজেই লক্ষ করেছেন, ২০১০ সালের পর থেকে অহিংস ও সশস্ত্র, উভয় ধরনের প্রতিরোধ আন্দোলনের সাফল্যের হার কমছে, যদিও আন্দোলনের সংখ্যা বেড়েছে। কারণ, সরকারগুলোও খাপ খাইয়ে নিচ্ছে: ইন্টারনেট বন্ধ, নজরদারি, অপপ্রচার আর নির্বাচিত গ্রেপ্তারের কৌশলে।

প্রযুক্তি ও সামাজিক আন্দোলন নিয়ে গবেষণা করা তুর্কি-মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী জেইনেপ তুফেকচি তাঁর 'টুইটার অ্যান্ড টিয়ার গ্যাস' গ্রন্থে যুক্তি দিয়েছেন, ডিজিটাল মাধ্যম আন্দোলনকে অতি দ্রুত বিশাল করে তোলে, কিন্তু অতীতের আন্দোলনগুলো দীর্ঘ সংগঠনের মধ্য দিয়ে যে সাংগঠনিক সামর্থ্য, অর্থাৎ দরকষাকষি, কৌশল বদল ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করত, তা এখানে অনুপস্থিত থাকে। ফলে রাস্তা দখল করা সহজ, কিন্তু রাষ্ট্র গড়ার টেবিলে বসার প্রস্তুতি দুর্বল থেকে যায়।

নেপালের অভিজ্ঞতা এর প্রমাণ। অস্থিরতার মধ্যে প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুযায়ী অন্তত ১৩ হাজার বন্দি কারাগার থেকে পালিয়ে যায়, আর আন্দোলনের সুযোগে সহিংসতা, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটও ঘটে। নেতৃত্বের শূন্যস্থান কেবল স্বাধীনতা নয়, ঝুঁকিও তৈরি করে। কে আন্দোলনের পক্ষে কথা বলবে, কে সুযোগসন্ধানী, তা আলাদা করা কঠিন। বাংলাদেশের মতো দেশের জন্যও শিক্ষা একই: সরকার পতন তুলনামূলকভাবে সহজ, কিন্তু তার পর ঘোষিত প্রত্যাশা বাস্তবায়নের কাঠামো না থাকলে সেই জনরোষই নতুন হতাশায় রূপ নেয়।

 জনবিচ্ছিন্ন রাজনীতি: আকাঙ্ক্ষা না বোঝার মূল্য

নেতৃত্ব বদলের এই ধারার পেছনে আরেকটি গভীর কারণ প্রায়ই আলোচনার আড়ালে থেকে যায়: জনসম্পৃক্ততা ও জনস্বার্থ থেকে বিচ্ছিন্ন রাজনীতির কারণে রাজনীতিবিদেরা সাধারণ মানুষের মনের আকাঙ্ক্ষাই আর বুঝতে পারছেন না। যিনি মাঠের মানুষের কাছ থেকে দূরে, তাঁর কাছে বেকার তরুণের হতাশা কেবল একটি পরিসংখ্যান; ভাঙা স্কুলঘর কেবল বরাদ্দের ফাইল; প্রশ্নফাঁসে ঝরে যাওয়া স্বপ্ন কেবল 'আইনশৃঙ্খলার' বিষয়। ক্ষমতার বলয়ে বন্দি নেতারা যখন দলীয় হিসাব-নিকাশ আর স্বার্থের সমীকরণে ব্যস্ত, নাগরিকের প্রকৃত প্রত্যাশা তখন তাঁদের কানে পৌঁছায় না। ভারতে ক্ষমতার কাঠামোর শীর্ষ থেকে উচ্চারিত একটি মন্তব্য যে কত দ্রুত লাখো তরুণের ক্ষোভে রূপ নিল, তা এই দূরত্বেরই প্রমাণ। এই না-বোঝার ফাঁক ভরাট করতেই মানুষ এখন নিজেরাই নিজেদের কণ্ঠ হয়ে উঠছে।

জনবিচ্ছিন্ন নেতৃত্বের আরেকটি পরিণতি জনগণের ভেতরে গড়ে ওঠা বিকল্প প্রক্রিয়া। যে নেতৃত্ব মানুষের কাছে নেই, মানুষ তার কাছে সমস্যা জানায় না, ভরসাও করে না। তথ্য, সিদ্ধান্ত ও নিরাপত্তার জন্য মানুষ তখন পরস্পরের ওপর নির্ভর করতে শেখে, যা এডেলম্যানের 'আস্থা সমপর্যায়ে সরে যাচ্ছে' পর্যবেক্ষণের সঙ্গেও মেলে। একদিকে এতে জন্ম নেয় অনলাইন সংহতি, অন্যদিকে সেই ফাঁক গলে ঢুকে পড়ে অপরাধী ও সুযোগসন্ধানী চক্র। তৃণমূলের সঙ্গে সংযোগ না থাকায় রাজনৈতিক নেতৃত্ব জানতেই পারে না সমাজে কারা বিভিন্ন অপরাধে জড়িত, কোথায় অসন্তোষ জমছে, কোথায় সহিংসতার আশঙ্কা বাড়ছে। ফলে জনগণের কাছে কোনো আগাম সতর্কতা বা বার্তা পৌঁছায় না, আবার দুষ্ট প্রকৃতির অপরাধীদের সম্পর্কে নেতৃত্বের কাছেও কোনো তথ্য থাকে না। অপরাধ মোকাবিলা তখন হয় ঘটনার পরে, প্রায়ই অতিরিক্ত বল প্রয়োগে, যা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে। নেপালে বিক্ষোভের মধ্যে অগ্নিসংযোগ, লুটপাট ও কারাগার থেকে বন্দি পালানোর ঘটনা দেখিয়েছে, জনমানসের খবর ও অপরাধী নেটওয়ার্কের তথ্য না থাকলে রাজনৈতিক সংকট কত দ্রুত আইনশৃঙ্খলার সংকটে গড়ায়। ফ্রান্সেও শিক্ষামন্ত্রীর ভাষ্যে শতাধিক লিসে মারাত্মক ক্ষতির শিকার হয়েছে; আন্দোলনের ন্যায্য দাবি আর সহিংস ঘটনাকে আলাদা করে চিনতে পারা সেখানেও কঠিন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই তথ্যশূন্যতা ও অনিশ্চয়তাই একের পর এক দেশকে অস্থির করে তুলছে।

এখানে একটি অস্বস্তিকর প্রশ্ন সামনে আসে। ধরা যাক, বিদ্যমান রাজনৈতিক নেতৃত্বের একটি অংশ সত্যিই নিজেদের ভুলত্রুটি অনুধাবন করলেন এবং নিজেদের শোধরাতে চাইলেন। কিন্তু নতুন ধারার আন্দোলন যে গতিতে, যে ভাষায়, মিম, হ্যাশট্যাগ, ডিসকর্ড, আর যে বিকেন্দ্রীভূত কাঠামোয় এগোচ্ছে, তার সঙ্গে নিজেদের সামঞ্জস্যপূর্ণ করে সংশোধনের সুযোগ তাঁরা কি আদৌ পাবেন? যে আন্দোলন কয়েক সপ্তাহে কোটি কোটি অনুসারী জোগাড় করে, কয়েক দিনে সরকারের ভিত নাড়িয়ে দেয়, সেখানে ধীরগতির আত্মসমালোচনা ও দলীয় সংস্কারের জন্য যথেষ্ট সময় কি অবশিষ্ট থাকবে? সংশোধিত হয়ে ফিরলেও নতুন প্রজন্ম কি তাঁদের আর বিশ্বাস করবে, নাকি 'দেরিতে আসা অনুতাপ' বলে ফিরিয়ে দেবে? আর সেই সংশোধন যদি কেবল কৌশল হয়, ডিজিটাল প্রজন্মের তীক্ষ্ণ নজরে তা ধরা পড়তে কতক্ষণ লাগবে?

 রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সামনে নতুন গবেষণা-কৌশল

এই বাস্তবতায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে নিজের তত্ত্বকাঠামো নতুন করে সাজাতে হবে। আমার মতে অন্তত পাঁচটি ক্ষেত্রে জরুরি গবেষণা প্রয়োজন। প্রথমত, 'বিতরিত নেতৃত্ব' বা ডিস্ট্রিবিউটেড লিডারশিপের তাত্ত্বিক রূপরেখা; নেতার অনুপস্থিতিতে সিদ্ধান্ত কীভাবে হয়, তা বুঝতে হবে। দ্বিতীয়ত, প্ল্যাটফর্ম ও অ্যালগরিদম কীভাবে ক্ষোভকে সংগঠিত বা বিকৃত করে, ইন্টারনেট বন্ধ আসলে আন্দোলন থামায় না বাড়ায়, সেই অনুসন্ধান। তৃতীয়ত, চেনোয়েথ-স্টিফানের ডেটাসেটের মতো তথ্যভান্ডারে এই নতুন প্রজন্মের আন্দোলন যুক্ত করে তুলনামূলক বিশ্লেষণ। চতুর্থত, আন্দোলন থেকে প্রতিষ্ঠানে উত্তরণের পথ: কীভাবে রাস্তার শক্তি নির্বাচন, সংস্কার ও জবাবদিহির কাঠামোয় রূপ নেয়।

পঞ্চমত, প্রবাসী সম্প্রদায়ের ভূমিকাও গবেষণার দাবি রাখে। ভারতের আন্দোলনে বিদেশে অবস্থানরত ভারতীয়দের সংহতি-সমাবেশ, বাংলাদেশের জুলাইয়ে প্রবাসীদের অংশগ্রহণ, এসবই ইঙ্গিত দেয়, আন্দোলনের ভৌগোলিক সীমারেখা আজ অনেকটাই ঝাপসা। রেমিট্যান্স ও আন্তর্জাতিক ব্যাংকিংয়ের পথ ধরে যে প্রবাসী নেটওয়ার্ক দেশের অর্থনীতিকে সচল রাখে, সেই একই নেটওয়ার্ক এখন দেশের রাজনীতির অদৃশ্য অংশীদার হয়ে উঠছে। তাই জাতিরাষ্ট্রের সীমানার ভেতরে বন্দি তত্ত্ব দিয়ে এই নতুন বাস্তবতা বোঝা সম্ভব নয়।

রাষ্ট্রের জন্যও বার্তা স্পষ্ট। এডেলম্যানের ২০২৬ সালের জরিপে ৮০ শতাংশ উত্তরদাতা চেয়েছেন, সরকারি কর্মকর্তারা যেন নির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে দোষারোপ বা হেয় করার ভাষা এড়িয়ে চলেন। বেকার তরুণদের 'তেলাপোকা' বলে সম্বোধনের জবাবে যে একটি পরিহাসই লাখো মানুষকে একসূত্রে বেঁধেছে, তা শাসকদের জন্য সবচেয়ে বড় শিক্ষা। দমন নয়, শোনাই এখন আস্থা ফেরানোর একমাত্র পথ।

মানুষ যখন কথা বলার জায়গা পায় না, তখন সে কথা বলার নতুন জায়গা তৈরি করে নেয়; আজ তা পর্দার ভেতরে, কাল রাজপথে। নেতার মুখ না থাকলেও আন্দোলনের একটি চেহারা আছে: কর্মসংস্থানহীন তারুণ্যের, ভাঙা স্কুলঘরের, ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রের আর অবহেলিত নাগরিকের চেহারা। প্রশ্ন হলো, আমরা কি সেই চেহারা চিনতে প্রস্তুত? রাজনীতিবিদেরা কি জনসম্পৃক্ততার পুরনো প্রতিশ্রুতি নতুন করে পূরণ করবেন, নাকি পরবর্তী 'তেলাপোকা' আন্দোলনের জন্য অপেক্ষা করবেন? আর গবেষকেরা কি সময় থাকতেই বুঝে নিতে পারবেন, প্রযুক্তির এই গতি কীভাবে স্থায়ী গণতান্ত্রিক সংস্কারে রূপ নেবে?

লেখক: মানবাধিকার কর্মী, গবেষক ও পর্যবেক্ষক, ফ্রান্স

ইরান যুদ্ধে বদলে যাচ্ছে বৈশ্বিক

৯ পৃষ্ঠার পর

তা বৈশ্বিক বাণিজ্যের ১ শতাংশেরও কম। তবে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো একক চুক্তির হিসাবে এটি বেশ বড় বলে মনে করেন হিউস্টনভিত্তিক র‍্যাপিডান এনার্জির বৈশ্বিক গ্যাস ও এলএনজি বিভাগের পরিচালক অ্যালেক্স মুনটন। এই চুক্তি থেকে বোঝা যায়, ইরান যুদ্ধ কীভাবে বৈশ্বিক জ্বালানি বাজারের চিত্র বদলে দিচ্ছে এবং এতে আমেরিকান কোম্পানিগুলো লাভবান হচ্ছে। এর ফলে এলএনজি রপ্তানিতে যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য আরও বাড়ছে। যুদ্ধ শুরুর পর থেকে আমেরিকার এলএনজি খাতের দুই প্রতিষ্ঠান চেনিয়ার এনার্জি ও ভেঞ্চার গ্লোবালের শেয়ারের দাম যথাক্রমে ২৬ ও ৪০ শতাংশ বেড়েছে।

কাতারের গ্যাস উৎপাদনে বড় ধাক্কা

যুদ্ধের আগে এলএনজি রপ্তানিতে যুক্তরাষ্ট্রের পরই ছিল কাতার। কিন্তু রাস লাফানে দেশটির প্রধান গ্যাস উৎপাদন স্থাপনায় ইরানের হামলার পর গত আট মাসে গ্যাস রপ্তানি অনেক কমে গেছে। হামলায় উৎপাদনের দুটি লাইন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এতে কাতারের এলএনজি রপ্তানি সক্ষমতার প্রায় ১৭ শতাংশ বন্ধ হয়ে যায়।

কাতারের জ্বালানিমন্ত্রী সাদ শেরিদা আল-কাবি জানিয়েছেন, রাস লাফানের ক্ষতিগ্রস্ত স্থাপনাগুলো মেরামত করতে প্রায় তিন বছর লাগবে।

গত মার্চে হামলার পর থেকে প্রতি মাসেই চুক্তি অনুযায়ী গ্যাস সরবরাহ করতে না পারার কথা জানিয়ে আসছে কাতার। এ জন্য 'ফোর্স ম্যাজিউর' (অনিবার্য পরিস্থিতির নোটিশ) নীতির কথা বলছে দেশটি। নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকা কোনো অপ্রত্যাশিত ঘটনার কারণে চুক্তির শর্ত পূরণ করা সম্ভব না হলে এ নীতির আওতায় দায় থেকে অব্যাহতি চাওয়া যায়।

সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের ফাঁকে এক সাক্ষাৎকারে কাতারের জ্বালানিমন্ত্রী সাদ শেরিদা আল-কাবি বলেন, 'আগামী কয়েক বছরে আমাদের গ্যাস উৎপাদন সক্ষমতায় এটি বড় ধাক্কা দিয়েছে।' তিনি বলেন, বর্তমানে কাতার খুব সামান্য পরিমাণ এলএনজি রপ্তানি করতে পারছে। কারণ, 'আমরা হরমুজ প্রণালি দিয়ে গ্যাস রপ্তানি করতে পারছি না।'

জ্বালানিমন্ত্রী আরও বলেন, 'খুব অল্পসংখ্যক জাহাজ প্রণালিটি পার হচ্ছে। তবে এর পরিমাণ এতই কম যে, শতাংশের হিসাবেও তা উল্লেখ করার মতো নয়।'

হরমুজ প্রণালি নিয়ে অনিশ্চয়তা

রাস লাফানের গ্যাস উৎপাদন স্থাপনা মেরামত শেষ হলেও হরমুজ প্রণালির নিরাপত্তা পরিস্থিতি কেমন থাকবে, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে।

বিশ্লেষক অ্যালেক্স মুনটনের মতে, চেনিয়ার এনার্জির সঙ্গে কয়েক দশকের জন্য চুক্তি করে কাতার বুঝিয়ে দিয়েছে, হরমুজ প্রণালিতে জাহাজ চলাচল আগের মতো নিরাপদ হবে কি না, তা নিয়ে দেশটির উদ্বেগ রয়েছে।

মুনটন বলেন, এলএনজি রপ্তানির ক্ষেত্রে হরমুজ প্রণালির বিকল্প পথ খুঁজে পাওয়া কঠিন। কারণ, এই গ্যাস মূলত জাহাজে করে সমুদ্রপথে পরিবহন করা হয়।

তিনি বলেন, 'এলএনজি তরল অবস্থায় জাহাজে পরিবহন করা হয়। তাই এটি রপ্তানি করতে সমুদ্রপথ ব্যবহার করতে হয়। কাতারকে হরমুজ প্রণালি পার হতেই হবে। বাজারে এলএনজি পৌঁছানোর আর কোনো পথ নেই। ফলে তারা কার্যত আটকে পড়েছে।'

মুনটনের মতে, গ্যাস উৎপাদন স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া এবং হরমুজ প্রণালি দিয়ে রপ্তানি ব্যাহত হওয়ায় চেনিয়ার এনার্জির সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে এলএনজি বাণিজ্য বাড়ানোর চেষ্টা করছে কাতারএনার্জি।

ইউবিএসের বিশ্লেষক মানভ গুপ্ত বৃহস্পতিবার (২২ অক্টোবর) গ্রাহকদের কাছে পাঠানো এক নোটে বলেন, চলতি মাসের শুরুতে চীনা ব্যাংকগুলোর কাছ থেকে ৩০০ কোটি ডলারের ঋণ পেয়েছে কাতারএনার্জি। এই অর্থ দিয়ে প্রতিষ্ঠানটি আরও বেশি আমেরিকান এলএনজি কিনতে পারে। এতে আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের কাছে গ্যাস সরবরাহের প্রতিশ্রুতি পূরণ করা সহজ হবে।

আমেরিকান গ্যাস কোম্পানি নিয়ে আশাবাদ

রয়টার্স বৃহস্পতিবার (২২ অক্টোবর) নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সূত্রের বরাতে জানিয়েছে, বছরে ৩ মিলিয়ন মেট্রিক টন এলএনজি সরবরাহের বিষয়ে কাতারএনার্জির সঙ্গে ভেঞ্চার গ্লোবালের আলোচনা অনেক দূর এগিয়েছে।

ইউবিএসের বিশ্লেষক গুপ্ত বলেন, কাতারের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে চেনিয়ার এনার্জি সেই আশঙ্কা দূর করছে যে প্রতিষ্ঠানটি নতুন ক্রেতাদের কাছে অতিরিক্ত গ্যাস বিক্রির চুক্তি করতে পারবে না। এমন আশঙ্কা ছিল, নতুন চুক্তি না হলে উৎপাদন সক্ষমতা বাড়ানোর পরিকল্পনাও বাধাগ্রস্ত হবে।

চেনিয়ারের শেয়ারের সম্ভাব্য দাম ৩৪০ ডলার নির্ধারণ করেছে ইউবিএস। ২২ অক্টোবর বৃহস্পতিবারের বাজারদরের তুলনায় এটি ১৮ শতাংশ বেশি। ওয়াল স্ট্রিটের বিশ্লেষকেরাও চেনিয়ার ও ভেঞ্চার গ্লোবাল-দুই প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে আশাবাদী। চেনিয়ারের শেয়ার নিয়ে কাজ করেন এমন প্রায় ৯০ শতাংশ বিশ্লেষক এটি কেনার পরামর্শ দিয়েছেন। তাদের নির্ধারিত গড় লক্ষ্যমূল্য ৩১৪ ডলার, যা বৃহস্পতিবারের বাজারদরের চেয়ে প্রায় ৯ শতাংশ বেশি।

অন্যদিকে, প্রায় ৬০ শতাংশ বিশ্লেষক ভেঞ্চার গ্লোবালের শেয়ার কেনার পরামর্শ দিয়েছেন। বাকিরা শেয়ারটি ধরে রাখার পরামর্শ দিয়েছেন। প্রতিষ্ঠানটির শেয়ারের গড় লক্ষ্যমূল্য ১৭ ডলার, যা বৃহস্পতিবারের বাজারদরের চেয়ে প্রায় ৩৫ শতাংশ বেশি।

মুনটন বলেন, 'সরবরাহের উৎসে বৈচিত্র্য আনতে ক্রেতারা আবারও যুক্তরাষ্ট্রের দিকে ঝুঁকছেন। দেশটিতে এত বেশি এলএনজি প্রকল্প নির্মাণাধীন যে, বৈশ্বিক বাজারে এই জ্বালানি সরবরাহে যুক্তরাষ্ট্রের অংশ এখন অন্য দেশগুলোর তুলনায় অনেক বড় হয়ে উঠছে।' - সংবাদসূত্র সিএনবিসি

আবেদনের প্রায় ১৮ মাস পার হলেও

১০ পৃষ্ঠার পর

পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা ও চুক্তিসংক্রান্ত বিষয় যাচাই করতে হয় বলেও জানান লিউ। তাঁর মতে, যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ও দেশটির পাসপোর্ট আন্তর্জাতিক ভ্রমণে তাঁকে আরও নিরাপত্তা ও স্বস্তি দেবে।

মামলাটি নাগরিকত্বের আবেদন নিষ্পত্তিতে সরকারি কর্তৃপক্ষ কত দিন সময় নিতে পারে এবং কোন পর্যায়ে বিলম্ব আইনগতভাবে অযৌক্তিক হয়ে ওঠে, সেই প্রশ্ন সামনে এনেছে। যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল আইনে নাগরিকত্ব পরীক্ষার পর ১২০ দিনের বেশি সময় কোনো সিদ্ধান্ত না এলে আবেদনকারী জেলা আদালতের হস্তক্ষেপ চাইতে পারেন। তবে লিউয়ের মামলার ক্ষেত্রে ওই বিধান কীভাবে প্রযোজ্য হবে, তা আদালতের বিবেচনার বিষয়।

আদালতে দাখিল করা নথির সঙ্গে যুক্ত ইউএসসিআইএসের আবেদন-অবস্থার তথ্যে বলা হয়েছে, ২০২৬ সালের ২ মে পর্যন্ত তাঁর আবেদন প্রক্রিয়াধীন ছিল। অতিরিক্ত তথ্যের প্রয়োজন হলে তাঁকে জানানো হবে বলেও কর্তৃপক্ষ উল্লেখ করেছিল। ২০২৫ সালের মে মাসে ইউএসসিআইএস লিউকে জানায়, আগে সংগ্রহ করা তাঁর আঙুলের ছাপ ও অন্যান্য জৈবিক পরিচিতি-সংক্রান্ত তথ্য পুনরায় ব্যবহার করা হবে। ফলে তাঁকে নতুন করে বায়োমেট্রিক তথ্য দেওয়ার জন্য হাজির হতে হবে না। তবে আগের তথ্য ব্যবহার করেই প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা যাচাই করা হবে বলে জানানো হয়েছিল। মামলায় লিউ স্বীকার করেছেন, নাগরিকত্বের আবেদনকারীদের অপরাধের ইতিহাস ও জাতীয় নিরাপত্তাসংক্রান্ত যাচাই করা সরকারের দায়িত্ব। তবে তাঁর অভিযোগ, এসব যাচাইয়ের জন্য যে সময় নেওয়া হচ্ছে, তা অযৌক্তিক। আবেদন নিষ্পত্তিতে অযৌক্তিক বিলম্ব না করার যে দায়িত্ব সরকারের রয়েছে, তা লঙ্ঘিত হয়েছে বলেও তিনি দাবি করেছেন। সূত্র: নিউজউইক

GLOBAL MULTI SERVICES, INC

INCOME TAX
IMMIGRATION
ACCOUNTING
TAX AUDIT
BUSINESS SETUP
TRAVELS





অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপারেটরের মাধ্যমে
ট্যাক্স এনালাইসিস ও ফাইলিং করা হয়

তারেক হাসান খান, সিইও

37-18, 74th Street, Suite#202, Jackson Heights, NY 11372
Ph: (718) 205-2360, Fax: (718) 799-5864
Email: globalmsinc@yahoo.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA

MBA I CMA I CFM



Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!



Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

WOMEN'S MEDICAL OFFICE

(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)

OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী

Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center



(F Train to 179th Street (South Side))

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

WALI KHAN, D.D.S

Family Dentistry



- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100

ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment

আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

গুগলে ফোন করে আটলান্টিকের

৭ পৃষ্ঠার পর

সমর্থকদের জানান, তিনি গুগল সিইও সুন্দর পিচাইকে আটলান্টিক বা প্রশান্ত মহাসাগরের যেকোনো একটির নাম পরিবর্তন করে 'ট্রাম্প মহাসাগর' করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাকে জানানো হয় যে তা সম্ভব নয়, কারণ মহাসাগরগুলো একাধিক দেশের সীমান্ত জুড়ে বিস্তৃত।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, 'আমরা গুরুত্বের সাথেই আটলান্টিক মহাসাগরের বিষয়টি বিবেচনা করেছিলাম।

বাংলাদেশে বেসরকারি খাতে

৯ পৃষ্ঠার পর

অ্যাসিস্ট্যান্সের (ওডিএ) মাধ্যমে বাংলাদেশকে সমর্থন দিয়ে আসছে। এবার উন্নয়ন সহায়তার পাশাপাশি এদেশে সক্রিয়ভাবে বিনিয়োগের ব্যাপারেও আগ্রহের জানান দিতে যাচ্ছে জাপান।

তাকাইচি সানায়ের আমন্ত্রণে ২৬ অক্টোবর চার দিনের সরকারি সফরে জাপান যাচ্ছেন তারেক রহমান। সফরকালে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বিভিন্ন খাতে সহযোগিতা জোরদারের বিষয়ে আলোচনা হবে।

মঙ্গলবার (২০ অক্টোবর) বাংলাদেশ ও জাপান সরকার যৌথভাবে এ সফরের ঘোষণা দিয়েছে।

এর আগে টিবিএসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, প্রধানমন্ত্রীর টোকিও সফরে জাপানের কাছে ২.২ ট্রিলিয়ন ইয়েন বা ১৪ বিলিয়ন ডলারের কৌশলগত বিনিয়োগ ও সহযোগিতা প্যাকেজের প্রস্তাব দেবে বাংলাদেশ।

এদিকে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জাপানের অর্থায়নে নির্মাণাধীন মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দরের মাধ্যমে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাতটি রাজ্যকে বঙ্গোপসাগর ও দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত করতে একটি 'শিল্প ভ্যালু চেইন' গড়ে তোলার পরিকল্পনা করছে টোকিও। প্রধানমন্ত্রীর আসন্ন সফরে এ বন্দর বিশেষ গুরুত্ব পেতে চলেছে।

জাপানি কূটনীতিকদের বরাতে দ্য হিন্দু বলেছে, মাতারবাড়ী বন্দর এমন একটি শিল্প ভ্যালু চেইনের অংশ হবে, যা বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাতটি রাজ্যকে বঙ্গোপসাগর ও দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত করবে।

টিবিএসের ১৭ অক্টোবরের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মহেশখালী-মাতারবাড়ী সমন্বিত অবকাঠামো উন্নয়ন উদ্যোগ (এমএমআইডিআই) এই আলোচ্যসূচিতে স্থান পাবে। এ সফরে জাপানের কাছে ২.২ ট্রিলিয়ন ইয়েন বা ১৪ বিলিয়ন ডলারের কৌশলগত বিনিয়োগ ও সহযোগিতা প্যাকেজের প্রস্তাব দেবে বাংলাদেশ।

টিবিএসের ওই প্রতিবেদন অনুযায়ী, এমএমআইডিআই ও মাতারবাড়ী হাবের জন্য ৫০০ বিলিয়ন ইয়েন (৩.১৪ বিলিয়ন ডলার) অর্থায়নের প্রস্তাব করার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। এই অর্থায়নের আওতায় গভীর সমুদ্রবন্দর ও লজিস্টিকস, সড়ক ও রেল যোগাযোগ, শিল্প অবকাঠামো এবং অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়নে বিনিয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে।

চীন কেন বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর

৮ পৃষ্ঠার পর

না রাখার সুযোগ। ২০২৪ সালে জাতিসংঘের একটি অনুষ্ঠানে ভিডিও বার্তায় বেইজিংয়ের দাপ্তরিক তথ্য অনুযায়ী চীনের শীর্ষ নেতা শি জিনপিং বলেন, 'চীন সবসময়ই গ্লোবাল সাউথ এবং উন্নয়নশীল বিশ্বের অংশ হয়ে থাকবে।'

তা সত্ত্বেও, আগামী জুলাইয়ে বিশ্বব্যাংক যখন তাদের নতুন হিসাব প্রকাশ করবে, তখন ২০২৬ সালের জন্য চীনের উচ্চ-আয়ের দেশের শ্রেণিতে পৌঁছে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বিশ্বব্যাংক মূলত মাথাপিছু মোট জাতীয় আয়-অর্থাৎ কোনো দেশের নাগরিক ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো দেশে ও বিদেশে মোট যত আয় করে তা দিয়ে এই শ্রেণি বিভাগ নির্ধারণ করে। মুদ্রা বিনিময়ের হারের অস্থিরতা এড়াতে একটি বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করে স্থানীয় মুদ্রাকে ডলারে রূপান্তর করা হয়।

২০২৫ সালের হিসাবে বিশ্বব্যাংক চীনের মাথাপিছু জাতীয় আয় নির্ধারণ করেছিল ১৪ হাজার ২৩০ ডলার, যা উচ্চ-আয়ের দেশের নিম্নসীমা ১৪ হাজার ৩৭৫ ডলারের ঠিক সামান্য নিচে ছিল।

জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের প্রধান অর্থনীতিবিদ ফিলিপ শেলেকেন্সের একটি বিশ্লেষণ অনুযায়ী, ২০২৬ সালের জন্য উচ্চ-আয়ের দেশের এই নিম্নসীমা বাড়িয়ে ১৪ হাজার ৫৫৪ ডলার করা হতে পারে। তার মানে চীনকে এই সীমা অতিক্রম করতে হলে মাথাপিছু জাতীয় আয় অন্তত ২.৩ শতাংশ বৃদ্ধি করতে হবে, যা তাদের ঐতিহাসিক প্রবৃদ্ধির হারের তুলনায় অনেকটাই কম।

তবে বিশ্বব্যাংকের সংজ্ঞায় "উচ্চ-আয়" বলতে কিন্তু মার্কিনিদের ধারণার মতো ধনকুপ হওয়া বোঝায় না। গত বছর যুক্তরাষ্ট্রের মাথাপিছু মোট জাতীয় আয় ছিল ৮৮ হাজার ৮১০ ডলার।

বিশ্বের দেশগুলোকে শ্রেণিবদ্ধ করার জন্য প্রতিটি আন্তর্জাতিক সংস্থার নিজস্ব ব্যবস্থা রয়েছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) চীনকে একটি 'উদীয়মান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতি' হিসেবে বিবেচনা করে এবং জাতিসংঘও একে 'উন্নয়নশীল' বলে গণ্য করে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) দেশগুলোকে নিজস্ব শ্রেণি বেছে নেওয়ার সুযোগ দেয়, আর চীন সেখানে নিজেকে 'উন্নয়নশীল' দেশের বিভাগেই রেখেছে।

ফরাসি ব্যাংক 'ন্যাটিক্সিস'-এর এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের প্রধান অর্থনীতিবিদ অ্যালিসিয়া গার্সিয়া-হেরেরো বলেন, 'আমার মনে হচ্ছে নিজেকে যেন 'উন্নত অর্থনীতি' হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করা না হয়, তার জন্য চীন তার সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাবে।'

বিশ্বব্যাংকের পরিসংখ্যার ভিত্তিতে চীন ২০১০ সালে 'উচ্চ-মধ্যম আয়ের' দেশে পরিণত হয়েছিল। একই বছর চীন মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) দিক থেকে জাপানকে পেছনে ফেলে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হয়ে ওঠে।

জাতিসংঘের অর্থনীতিবিদ শেলেকেন্স বলেন, 'চীন এত দ্রুত আয়ের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেছে যে তা আসলেই সত্যি আশ্চর্যজনক।'

বার্ষিক ১ ট্রিলিয়ন (এক লাখ কোটি) ডলারেরও বেশি বাণিজ্য উদ্বৃত্ত নিয়ে চীন যে বিশ্বের বৃহত্তম রপ্তানিকারক দেশ-এই বাস্তবতাকে স্বীকৃতি দিয়ে বেইজিং গত বছর জানিয়েছিল, তারা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় বিশেষ সুবিধা পাওয়ার জন্য নিজেদের 'উন্নয়নশীল' মর্যাদা ব্যবহারের চেষ্টা করবে না যেমন-চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অতিরিক্ত সময় দাবি না করা। বিশ্বব্যাংক, যারা 'উন্নত' বা 'উন্নয়নশীল' দেশের তকমা ব্যবহার করে না, তারা জানিয়েছে ২০৩১ সালের মধ্যে তারা চীনকে দেওয়া ঋণের সুবিধাসমূহ পর্যায়ক্রমে তুলে নেবে।

বিশ্বব্যাংক থেকে চীনের বার্ষিক ঋণ গ্রহণের পরিমাণ ২০১৭ সালের ২.৪ বিলিয়ন ডলার থেকে কমে ২০২৫ সালে ৭৫০ মিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছে।

চীন জানিয়েছে, তাদের লক্ষ্য হলো ২০৩৫ সালের মধ্যে একটি "মাঝারি স্তরের উন্নত দেশের" সমান মাথাপিছু মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) অর্জন করা, যা রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের বর্ণনা অনুযায়ী ২০ হাজার ডলারেরও বেশি। চীন নিজেকে অ-পশ্চিমা অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরেছে এবং অর্থায়ন ও সাহায্যের ক্ষেত্রে পশ্চিমা চালিত প্রতিষ্ঠানগুলোর বিকল্প তৈরি করেছে।

জাতিসংঘের অর্থনীতিবিদ শেলেকেন্স মনে করেন, ঢালাও তকমা বা ক্যাটাগরিগুলো ভুল ধারণা তৈরি করতে পারে। চীনের উপকূলীয় শহর যেমন-সাংহাই ও শেনঝেন বেশিরভাগ মাপকাঠিতেই বছরের পর বছর ধরে ধনী শহর হিসেবে বিবেচিত, যা এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলের সমৃদ্ধ রাজধানীর মতোই। অন্যদিকে, গত বছর চীনের সবচেয়ে দরিদ্র এক-পঞ্চমাংশ (২০ শতাংশ) মানুষের মাসিক আয় ছিল গড়ে প্রায় ১২০ ডলারের কম।

শেলেকেন্স বলেন, 'সাধারণ মানুষের জীবনের বাস্তবতার বিচারে বলা যায়, দেশটিতে এখনও ব্যাপক বৈষম্য রয়ে গেছে।' - সংবাদ সুত্র দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল

বিশ্বের শীর্ষ ঋণগ্রস্ত দেশ যুক্তরাষ্ট্র,

৯ পৃষ্ঠার পর

৩ দশমিক ৭ ট্রিলিয়ন ডলার, যা জিডিপির ১৩৮ শতাংশ। জার্মানির ঋণের পরিমাণ ৩ দশমিক ৫ ট্রিলিয়ন ডলার, যা জিডিপির ৬৫ শতাংশ। আর ভারত রয়েছে সরকারি ঋণের পরিমাণের দিক থেকে সপ্তম অবস্থানে। দেশটির ঋণ ৩ দশমিক ৪ ট্রিলিয়ন ডলার, যা জিডিপির ৮৩ শতাংশ।

দেড় দশকে বাংলাদেশের ঋণ বেড়েছে প্রায় পাঁচ গুণ

বৈশ্বিক ঋণের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ৪৫তম। বর্তমানে দেশটির মোট ঋণের পরিমাণ ২০৪ দশমিক ৯ বিলিয়ন ডলার। ২০১০ সালে বাংলাদেশের ঋণের পরিমাণ ছিল ৪০ দশমিক ৯ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ গত দেড় দশকে দেশের ঋণের পরিমাণ বেড়েছে প্রায় পাঁচ গুণ।

তবে উন্নত বিশ্বের অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশের ঋণ-জিডিপি অনুপাত এখনো কম। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই অনুপাত ৪০ শতাংশ হলেও যুক্তরাষ্ট্রে তা ১২৭ শতাংশ, ফ্রান্সে ১১৮ শতাংশ এবং ইতালিতে ১৩৮ শতাংশ।

আইএমএফের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০৩০ সাল নাগাদ ফ্রান্সের সরকারি ঋণ জিডিপির ১২১ দশমিক ৮ শতাংশে পৌঁছাতে পারে। এতে দেশটির সরকারি অর্থব্যবস্থাকে টেকসই অবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টা আরও কঠিন হয়ে উঠতে পারে।

কীভাবে ঋণ নেয় সরকার

সরকার সাধারণত বন্ড বিক্রির মাধ্যমে ঋণ সংগ্রহ করে। বিনিয়োগকারীরা সরকারকে অর্থ দেওয়ার বিনিময়ে নির্দিষ্ট হারে সুদ পান। পাশাপাশি নির্ধারিত মেয়াদ শেষে মূল অর্থ ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি পেয়ে থাকেন। যেমন, ১০ বছর মেয়াদি সরকারি বন্ডের অর্থ ১০ বছর পর পরিশোধ করার কথা। এ ধরনের বন্ডের ইল্ড বা মুনাফার হার আর্থিক বাজারে সরকারের ঋণ নেওয়ার খরচ ও বিনিয়োগকারীদের আস্থার গুরুত্বপূর্ণ সূচক হিসেবে বিবেচিত হয়।

বন্ডের দাম কমলে সাধারণত এর ইল্ড বেড়ে যায়। ফলে সরকারকে নতুন ঋণ নিতে বেশি সুদ দিতে হয়। এতে বাজেটের ওপর চাপ বাড়ে এবং ঋণের সুদ পরিশোধে বেশি অর্থ ব্যয় করতে হয়। এর প্রভাব পড়ে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অবকাঠামো ও অন্যান্য জনসেবামূলক খাতের বরাদ্দে।

ফ্রান্সে ঋণের সুদ নিয়ে উদ্বেগ

ইউরোপের চলমান অস্থিরতার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ফ্রান্স। দেশটির ঋণ নেওয়ার খরচ বাড়ায় সরকারি অর্থব্যবস্থা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, ফ্রান্সকে ১০ বছর মেয়াদি ঋণের জন্য প্রায় ৫ শতাংশ সুদ দিতে হচ্ছে। অন্যদিকে জার্মানির ক্ষেত্রে এই হার ৩ দশমিক ৪১ শতাংশ। ইতালি ও গ্রিসের তুলনায়ও ফ্রান্সকে বেশি সুদ দিতে হচ্ছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

২০১০ থেকে ২০১২ সালের ইউরোজোনের ঋণসংকটের সময় গ্রিস, ইতালি ও স্পেনের মতো দেশগুলোকে ৫ শতাংশ বা তার বেশি সুদে ঋণ নিতে হয়েছিল। সুদের হার ৭ শতাংশ ছাড়িয়ে যাওয়ার পর আয়ারল্যান্ড ও পর্তুগালকে আন্তর্জাতিক সহায়তা নিতে হয়।

ফ্রান্সে জীবনযাত্রার ব্যয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বাজেট নিয়ে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের পাশাপাশি সরকারি ব্যয় কমানোর উদ্যোগও অসন্তোষ বাড়িয়েছে। দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, গত শনিবার দেশজুড়ে ৫ লাখ ৫০ হাজারের বেশি মানুষ বিক্ষোভে অংশ নেয়।

সুদ পরিশোধে ব্যয় ৩ দশমিক ৩ ট্রিলিয়ন ডলার

সরকার, পরিবার ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান-সব মিলিয়ে ২০২৬ সালের প্রথম ছয় মাসে বিশ্বে মোট ঋণের পরিমাণ বেড়েছে ১০ ট্রিলিয়ন ডলার। ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্সের (আইআইএফ) তথ্য অনুযায়ী, গত জুনের শেষে বৈশ্বিক ঋণের পরিমাণ ৩৬৫ ট্রিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে। মাথাপিছু হিসাবে বিশ্বের প্রত্যেক মানুষের ওপর ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪৪ হাজার ডলার। আইআইএফের তথ্য অনুযায়ী, বৈশ্বিক ঋণ বৃদ্ধির বড় অংশ এসেছে উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলো থেকে। একই সঙ্গে ঋণের সুদ পরিশোধের ব্যয়ও বাড়ছে। গত এক বছরে উন্নত অর্থনীতির দেশগুলো সরকারি বন্ডের সুদ পরিশোধে ৩ দশমিক ৩ ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি ব্যয় করেছে। এই ব্যয় বিশ্বের সামরিক খাতে ৩ দশমিক ১ ট্রিলিয়ন ডলার, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) খাতে ২ দশমিক ৬ ট্রিলিয়ন ডলার এবং পরিচ্ছন্ন জ্বালানি খাতে ২ দশমিক ৩ ট্রিলিয়ন ডলার ব্যয়ের চেয়েও বেশি। সরকারি ঋণের সুদ পরিশোধে ব্যয় বাড়লে জনসেবামূলক খাতে অর্থ বরাদ্দের সুযোগ কমে যায়। বাড়তি সুদের ব্যয় সামাল দিতে সরকারকে কর বাড়ানো কিংবা অন্যান্য খাতে ব্যয় কমানোর পথ বেছে নিতে হতে পারে। এ ছাড়া সরকারের ঋণ নেওয়ার খরচ বেড়ে গেলে তার প্রভাব বেসরকারি খাতেও পড়তে পারে।

ইউরোপের দেশে দেশে অস্থিরতা,

৯ পৃষ্ঠার পর

আরও বলেন,'রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ চলছে। সেই যুদ্ধের কারণে তাদের (ইউরোপের দেশসমূহ) বাড়তি দামে জ্বালানি কিনতে হচ্ছে। এজন্য পোশাকের গুরুত্বটা পেছনের দিকে চলে আসছে। আরেকটা জিনিস হচ্ছে চীনের পোশাক রপ্তানিকারকা ইউরোপীয় ইউনিয়নের দিকে অতিমাত্রায় ফোকাস করেছে।' স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণ সহ নানা ঝুঁকি এড়াতে ইইউর সাথে বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির পরামর্শ দেন অর্থনীতিবিদরা। নলেজ হাব ইন্সটিটিউটের সভাপতি খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, 'ইউরোপীয় ইউনিয়ন আমাদের সবচেয়ে বড় ক্রেতা। তাই তাদের সাথে যদি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি করতে পারি এবং ডিউটি ফ্রি রপ্তানি করতে পারি তাহলে অন্যান্য দেশের সাথে প্রতিযোগিতায় সক্ষম হবো।' পোশাক খাত সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ইউরোপভিত্তিক বড় পোশাক ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্রয়কৌশলেও পরিবর্তন আসছে। এইচঅ্যান্ডএম, প্রাইমার্কের মতো আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড বাংলাদেশ থেকে ক্রয়াদেশের একটি অংশ সরিয়ে নিচ্ছে ভারত, মিসরসহ অন্যান্য গন্তব্যে।

গ্রেপ্তার হলে বাতিল হতে পারে

১১ পৃষ্ঠার পর

ব্যবহার সম্পর্কে তথ্য জানিয়েছিল ঢাকাস্থ যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস। সেখানে বলা হয়, এ ধরনের ভিসায় পর্যটন, অবকাশযাপন, কেনাকাটা, বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করা, ব্যবসায়িক সহযোগীদের সঙ্গে বৈঠক এবং সভা ও সম্মেলনে অংশ নেয়ার মতো কাজে যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার সুযোগ থাকতে পারে।

বি১/বি২ ভিসা মূলত স্বল্পমেয়াদি ব্যবসায়িক সফর ও পর্যটনসহ নির্দিষ্ট কিছু অস্থায়ী ভ্রমণের জন্য ব্যবহৃত হয়। তবে এ ভিসার আওতায় যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে সাধারণ চাকরি বা অনুমোদনহীন কর্মসংস্থানে যুক্ত হওয়া যায় না। ভ্রমণের উদ্দেশ্য এবং ভিসার শর্ত অনুযায়ী এর ব্যবহার নির্ধারিত হয়।

কঠোর অভিবাসন নীতির প্রভাব

১০ পৃষ্ঠার পর

এবং আবেদনের বিশাল জট (Backlog) তৈরি হচ্ছে। বর্তমানে ৭২৭,০০০-এরও বেশি আবেদন অনুমোদনের অপেক্ষায় ঝুলে রয়েছে। আগে যেখানে নাগরিকত্ব পেতে ৫ থেকে ৬ মাস সময় লাগতো, এখন আবেদনকারীদের গড়ে ১৩ মাস বা তার বেশি সময় অপেক্ষা করতে হচ্ছে। এর পাশাপাশি, অতিরিক্ত স্ক্রিনিংয়ের খরচ মেটাতে নাগরিকত্ব আবেদনের (Form N-400) ফি এক লাফে বিপুল পরিমাণ বাড়ানোর প্রস্তাব করেছে সংস্থাটি। নতুন প্রস্তাব অনুযায়ী, কাগজের মাধ্যমে আবেদনের ক্ষেত্রে ফি ৭৫% বাড়িয়ে ১,৩৩০ এবং অনলাইনে আবেদনের ক্ষেত্রে ৮০% বাড়িয়ে ১,২৮০ করার কথা বলা হয়েছে। সমালোচকরা মনে করছেন, এই ফি বৃদ্ধির ফলে কম আয়ের বৈধ অভিবাসীদের জন্য আমেরিকার নাগরিক হওয়া আরও কঠিন হয়ে পড়বে।

বাংকারবিধ্বংসী বোমা নিয়ে আরব

৭ পৃষ্ঠার পর

কর্মকর্তা। শুধু মধ্যপ্রাচ্য নয়, ইউরোপের বিভিন্ন স্থানও ইরানের সম্ভাব্য হামলার লক্ষ্যবস্তু হতে পারে। গোয়েন্দা তথ্য পাওয়ার পর মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন কূটনৈতিক মিশন থেকে কূটনীতিক ও অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি কর্মীদের সরিয়ে নিচ্ছে ট্রাম্প প্রশাসন। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র টমি পিগট জানান, সৌদি আরব থেকে কর্মী এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের ইতোমধ্যে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এর আগে ইরাক, জর্ডান ও বাহরাইনে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক মিশন থেকে কর্মীদের সরিয়ে নেয় ওয়াশিংটন। একইসঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় সব আমেরিকান কূটনৈতিক মিশনের কার্যক্রম সীমিত করেছে। এছাড়া, যুক্তরাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত রয়্যাল এয়ার ফোর্সের ফেয়ারফোর্ড ঘাঁটি থেকে ১২টি বি-১ বোমারু বিমানও সরিয়ে নেয় ওয়াশিংটন।

তবে নাম প্রকাশ না করার শর্তে যুক্তরাষ্ট্রের এক কর্মকর্তা বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্য দেশে হামলা চালানোর ক্ষেত্রে ইরানের সক্ষমতা সীমিত। দেশটির হামলা চালানোর আকাঙ্ক্ষা বেশি হলেও বাস্তবে সক্ষমতা অনেক কম।

নতুন হামলা কবে

প্রতিবেদনে বলা হয়, মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর ইরানে নতুন করে হামলার পরিকল্পনা করেছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল। তবে এ বিষয়ে ট্রাম্প এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেননি। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে ইরানে বড় আকারে হামলার নির্দেশ দেওয়া থেকে বিরত থেকেছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। প্রতিবেদন অনুযায়ী, যুদ্ধ শুরুর বহু সপ্তাহ আগে থেকেই ট্রাম্প প্রশাসন ও ইসরায়েল গোপনে ইরানে হামলার পরিকল্পনা করছিল।

Aasha
RESTAURANT & PARTY HALL

নিউইয়র্কের জনপ্রিয় শেফ জালাল
এখন আশা রেস্টুরেন্টে

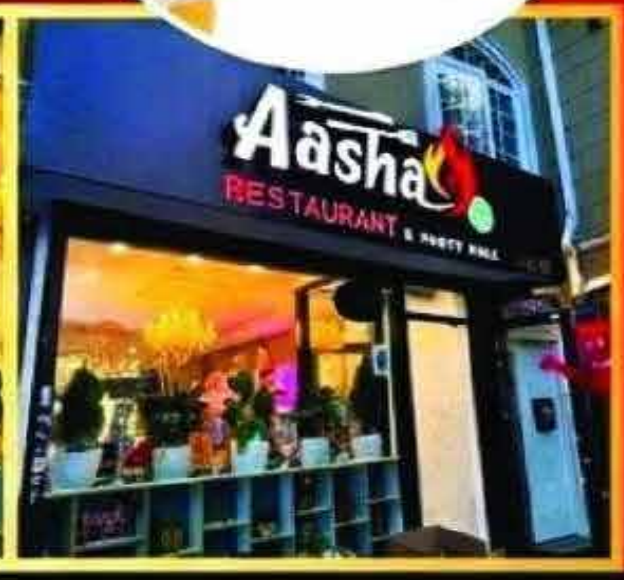
সেরা স্বাদের জন্য আজই আসুন!

CHEF JALAL









We Do Catering!
আমরা ক্যাটারিং করি

CALL US NOW!
(347) 233-4710

176-20 Jamaica Ave, Jamaica, NY 11432

Advanced
SENIOR CARE

ADVANCED SENIOR DAY CARE

DAY CARE SERVICE

We have strong connections with MLTC.

Anthem
SWH Senior Whole Health.
VILLAGECAREMAX
And More







SHAHAB UDDIN SAGOR
MANAGING DIRECTOR



NIMME NAHAR
DIRECTOR

উত্তম সেবাই আমাদের লক্ষ্য

718 799 1007

- We Provide Transportation for Pick-up and Drop Off
- Both Halal and Vegetarian Food Option

CONTACT US

daycare@shahabsagor.com
220-05, Jamaica Ave, NY 11428


অঙ্গন
পার্টি হল
ANGAN PARTY HALL
89-16, 175 Street
Jamaica NY 11432
বিয়ে
বিবাহ বার্ষিকী
আকিকা
বেবি শাওয়ার
জন্মদিন
সভা-সেমিনার
গ্র্যাজুয়েশন পার্টি
জ্যামাইকায় অবস্থিত ৬০০০ বর্গফুটের
সম্পূর্ণ নতুন অঙ্গন পার্টি হল থেকে
শুরু হোক আপনার স্মৃতিগুলো
এখানে রেগুলার ইভেন্টসহ
যেকোন অনুষ্ঠানের
বুকিং নেওয়া হয়
929-512-6426
ইমেইল:
anganhallny@gmail.com

মর্টগেজ
এর মাধ্যমে বাড়ি কিনুন

SMG FUNDING

স্বল্প আয়?
কোনো সমস্যা নেই



ডিরেক্ট লেন্ডার

- কোনো আয় দেখানোর প্রয়োজন নেই, ব্যাংক স্টেটমেন্টও লাগবে না
- এক বছর ট্যাক্স ফাইল (৯০৯৯) এবং মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট দিয়ে বাড়ি কিনতে পারবেন
- ট্যাক্সি ক্যাব ও ব্যবসার মালিকদের জন্য রয়েছে বিশেষ প্রোগ্রাম
- হোমকেয়ারে যারা কাজ করেন তাদের জন্যও থাকছে বিশেষ সুবিধা
- যাদের ওয়ার্ক পারমিট আছে, তারাও বাড়ি কিনতে পারবেন

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.

139-27 QUEENS BLVD, SUITE2,
JAMAICA, NY 11435

AKIB HUSSAIN
BRANCH MANAGER
(646) 920-4799

Empire Care Agency

LHCSA Licensed Home Health Care

PCA / HHA SERVICE



WHY CHOOSE US?
We Pay The Highest Rate
Our Experienced Nurse Will Advocate for your more Hours

OUR SERVICES
- Skilled Nursing
- Home Health Aides
- Medicaiton Remindrs
- Meal Preparation
- Personal Care
- Light Housekeeping

হোম কেয়ার সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট দিয়ে থাকি

$23 Per Hour Giver to **PCA & HHA** Care Giver



NURUL AZIM
CEO
516-451-3748

WE SPEAK BANGLA, HINDI, URDU, PUNJABI, SPANISH

119-40 Metropolitan Ave
Suite 101C, Kew Gardens
NY 11415

516-900-7860
Fax: 212-381-0649
Empirehcam@gmail.com

মোহাম্মদ বিন সালমানের সময় কি

৮ পৃষ্ঠার পর

পারে। ইয়েমেনের হুথিদের বিরুদ্ধে যুবরাজ মোহাম্মদকে সামরিক সহায়তা দিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও পশ্চিমা পরাশক্তিগুলোর স্পষ্ট অনীহাও-এই আশঙ্কাকেই আরও জোরদার করে তোলে।

ক্ষমতায় আসার পর থেকে রাজতন্ত্রের উপকারের চেয়ে ক্রাউন প্রিন্স অপকারই বেশি করেছেন বলা চলে। সবচেয়ে বড় কথা, সৌদির সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চরম ব্যর্থ হওয়ার পাশাপাশি তিনি প্রচুর শত্রু তৈরি করেছেন। অথচ বৈশ্বিক মোট সামরিক ব্যয়ের ৩ শতাংশের বেশি এবং নিজস্ব জিডিপির প্রায় ৬.৫ শতাংশের সমান-বাৎসরিক প্রায় ৮,৩০০ কোটি মার্কিন ডলার-প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় করে থাকে সৌদি আরব।

সমরসজ্জায় এত ব্যয়ের পরেও গত ১০ অক্টোবর রিয়াদের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হুথিদের চালানো ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় অন্তত ১৩ জন নিহত হওয়ার ঘটনা এবং আন্তর্জাতিক যাত্রীদের জন্য দেশকে অনিরাপদ করে তোলার বিষয়টি প্রমাণ করে যে, রাজতন্ত্রটি আজ কতটা নিরাপত্তাহীন ও নাজুক হয়ে পড়েছে। ২০১৫ সালে যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান যখন প্রতিরক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন প্রতিরক্ষাখাতে সৌদির ব্যয় জিডিপির ১৩ শতাংশে গিয়ে ঠেকেছিল। ওই বছরই সংযুক্ত আরব আমিরাতের (ইউএই) সাথে যৌথভাবে তিনি ইয়েমেনের বিরুদ্ধে এক সামরিক অভিযান শুরু করেন, যা দীর্ঘ আট বছর ধরে স্থায়ী হয়। সেই অবিরাম বোমাবর্ষণ এবং খাদ্য-ওষুধের সরবরাহ বন্ধের অবরোধের কারণে আনুমানিক ৭ লাখ ইয়েমেনির মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটে।

প্রতিরক্ষা খাতে প্রায় ২০ হাজার ডলার ব্যয় করেও-সৌদি রাজতন্ত্র ৬ থেকে ৭ বিলিয়ন ডলারের বাজেটের একটি সাধারণ শত্রু বা বিদ্রোহী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। সমালোচকদের মতে, এর মূল কারণ হলো সামরিক বাজেটের সিংহভাগই ব্যয় করা হয়েছে বাহ্যিক শত্রু থেকে দেশকে রক্ষা করার চেয়ে যুবরাজের নিজের শাসন, রাজত্ব টিকিয়ে রাখা ও তাঁকে সুরক্ষা দেওয়ার পেছনে।

যুবরাজ আপাতদৃষ্টিতে তাঁর অর্থহীন ও অলাভজনক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার পেছনে রাষ্ট্রের বিপুল সম্পদ অপচয় করেছেন। বিভিন্ন প্রতিবেদনে দেখা যায়, তেলের ওপর নির্ভরতা কমাতে তাঁর অস্পষ্ট 'ভিশন ২০৩০'-কে চাঙ্গা করতে আন্তর্জাতিক পরামর্শক বা কনসালটেন্সি ফি বাবদই বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার বেরিয়ে গেছে।

ইস্তাম্বুলে সৌদি কনস্যুলেটে নির্মমভাবে হত্যাকাণ্ডের শিকার হওয়া এবং বিন সালমানের সমালোচক-সৌদি সাংবাদিক জামাল খাশোগি তাঁর বিভিন্ন প্রতিবেদন ও কলামে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, এই বিশাল বিশাল মেগা-প্রকল্পগুলো ব্যর্থ হলে সৌদি আরব একসময় পুরো অঞ্চলের অন্যতম দরিদ্র দেশে পরিণত হতে পারে। এদিকে প্রভাবশালী মার্কিন দৈনিক দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল (ডাব্লিউএসজে)-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১৭ সালে সৌদি আরবের তাবুক প্রদেশে শুরু হওয়া 'নিওম' মেগাপ্রকল্পের ফাঁস হওয়া এক অডিট রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রকল্পটি এখন চরম দেউলিয়া হওয়ার মুখামুখি দাঁড়িয়েছে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, ২০৩০ সালের ওয়ার্ল্ড এক্সপো এবং ২০৩৪ সালের ফুটবল বিশ্বকাপের অবকাঠামোগত প্রস্তুতির দিকে আর্থিক তহবিল ঘুরিয়ে নেওয়ায়, ১৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ পরিকল্পিত শহর 'দ্য লাইন'-এর কাজ অনেকটাই গুটিয়ে আনা হয়েছে; আর এই প্রকল্প বন্ধ করতেই সৌদি সরকারকে প্রায় ১,৬০০ কোটি (১৬ বিলিয়ন) ডলার ক্ষতিপূরণ গুনতে হতে পারে।

এদিকে, ইরানের ওপর যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যুদ্ধ এবং তার জেরে প্রণালী হরমুজ অবরুদ্ধ হওয়ার কারণে, সৌদি আরব মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে হুথি ও ইরাকি মিলিশিয়াদের মাধ্যমে বাব আল-মানদেব প্রণালী অবরুদ্ধ করা এবং সৌদির পূর্ব-পশ্চিম তেল পাইপলাইনে হামলা, যার ফলে সৌদি আরব তাদের রাজস্ব আয়ের মূল উৎস- তেল রপ্তানি করা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

চলতি বছরে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) যেখানে সৌদি অর্থনীতির ৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়েছিল, পরে তা সংশোধনের পরে উল্টো ৩.৩ শতাংশ সংকুচিত হবে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি।

ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল-এর অপর একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চারপাশের নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়ে যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান ড্রোন দিয়ে সম্ভাব্য হত্যাচেষ্টা এড়াতে বিভিন্ন প্রাসাদ ও ভূগর্ভস্থ বাঙ্কারে আশ্রয় নিয়ে ঘন ঘন নিজের অবস্থান পরিবর্তন করছেন। হুথিরা এখনো হয়তো তাঁর সুনির্দিষ্ট অবস্থান চিহ্নিত করতে পারেনি, তবে যুবরাজের অভ্যন্তরীণ শত্রু ও রাজপরিবারের প্রতিপক্ষরা কিন্তু তা জানিয়ে দিতেই পারে।

বিশেষজ্ঞরা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, সৌদি রাজপরিবারে শাসক বা বাদশাহকে হত্যার পূর্ব ইতিহাস রয়েছে। আল-সৌদ রাজবংশের অত্যন্ত জনপ্রিয় বাদশাহ ফয়সালকে তাঁরই পরিবারের এক সদস্য হত্যা করেছিলেন-যা বিদেশি শক্তির প্ররোচনায় ঘটেছিল বলে ধারণা করা হয়।

ঐতিহ্যগতভাবে, আল-সৌদ পরিবারে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হতো অনুভূমিকভাবে-অর্থাৎ প্রতিষ্ঠাতা ইবনে সৌদের ভাইদের মধ্য থেকে এক ভাই থেকে অন্য ভাইয়ের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হতো। সরাসরি পিতা থেকে পুত্রে নয়। কিন্তু পিতার সমর্থনে যুবরাজ মোহাম্মদ ২০১৭ সালে এক নীরব প্রাসাদ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও মনোনীত উত্তরসূরি মোহাম্মদ বিন নায়েফকে সরিয়ে দীর্ঘদিনের সেই প্রথা ভেঙে দেন। জানা যায়, বিন নায়েফ আজ অব্দি গৃহবন্দী অবস্থায় রয়েছেন।

যুবরাজ মোহাম্মদের সমালোচকরা এই পদক্ষেপকে নগ্ন ক্ষমতা দখল হিসেবে দেখেছেন এবং অনেকেরই সন্দেহ-যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ সমর্থন বা ইন্ধন ছাড়া এটি ঘটা সম্ভব ছিল না। (এখানে কৌতুকের বিষয় হলো, আটককৃত যুবরাজদের বিরুদ্ধে বিন সালমান নিজেই অভ্যুত্থানের জন্য বিদেশি শক্তির সাথে যোগাযোগের অভিযোগ এনেছিলেন।) তবে এর বিনিময়ে যুবরাজ ওয়াশিংটনকে কী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা আজও অজানা, কিন্তু ওয়াশিংটন সাধারণত এ ধরনের বড় অনুগ্রহ বিনামূল্যে দেয় না। অবশ্য নিজেকে রক্ষা করতে যুবরাজ ২০২১ সালে কিছুটা বাস্তবসম্মত নীতি গ্রহণ করেছিলেন; তিনি কাতারের ওপর থেকে অবরোধ প্রত্যাহার করেন এবং হুথিদের সাথে চুক্তির চেষ্টা চালান। এমনকি ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবরের হামাসের ইসরায়েল আক্রমণের আগে-যা পরবর্তীতে গাজা যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটায়-যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় সৌদির ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দেওয়ার সম্ভাব্য চুক্তির গুঞ্জনও শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু ইরান যুদ্ধের আগুনের মধ্যে এখন আর কেউ সেই চুক্তির কথা বলছে না।

'ভিশন ২০৩০' যখন তেলনির্ভর অর্থনীতি থেকে বেরিয়ে এক উন্নত সৌদি আরবের স্বপ্ন দেখিয়েছিল, ঠিক তখনই মোহাম্মদ বিন সালমানের কর্মকাণ্ড রাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক বোঝা ও দুশ্চিন্তা বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে, তেলের রাজস্বের ওপর দেশটির নির্ভরতাকে আরও গভীর করেছে এবং জাতীয় নিরাপত্তাকে চরম নড়বড়ে করে তুলেছে। একসময় বিশ্বের অন্যতম ধনী এই রাষ্ট্রটি এমবিএস-খ্যাত এই শাসকের হাত ধরে দ্রুত ঋণের সাগরে তলিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে স্পষ্টত ধসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

আজকে হুথি হামলায় সৌদি আরব যখন নজিরবিহীন আগুনের গোলার মুখে পড়েছে, তখন তাকে বাঁচাতে ইউরোপীয় বা আমেরিকান কোনো রাষ্ট্রই এগিয়ে আসছে না। এ পর্যন্ত কেবল অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোই সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে। তবে ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থ ও উদ্দেশ্যে পরিচালিত এই দেশগুলো শেষ পর্যন্ত নিজেদের মধ্যেই সংঘাত ও যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে পারে-যা মূলত এই অঞ্চলে একটি 'বৃহত্তর ইসরায়েল' (গ্রেটার ইসরায়েল) গঠনের পথকেই আরও সুগম করে তুলবে।

অন্যদিকে সৌদির সাধারণ নাগরিক-যাদের প্রায় ৬৫ শতাংশেরই বয়স ২৭ বছরের নিচে-তাদের উচিত যুবরাজ মোহাম্মদের 'স্বাধীনতা' ও 'আধুনিকায়নের' চটকদার কথার বাইরে এসে আসল সত্যটি উপলব্ধি করা এবং প্রশ্ন তোলা যে, তাঁর এই নীতিগুলো আসলে কার স্বার্থ রক্ষা করছে: যুবরাজের নাকি সাধারণ জনগণের? কারণ, এর আগে কখনোই সৌদি আরব বাইরে থেকে এভাবে কোণঠাসা হয়ে ভেতরের থেকেও ভেঙে পড়ার এমন স্পষ্ট ঝুঁকির মুখে পড়েনি।

লেখক: ড. জাকির হোসেন নয়াদিল্লিভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্স'-এর একজন সিনিয়র ফেলো। তাঁর গবেষণার মূল ক্ষেত্র হলো মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ এশিয়া এবং বৈশ্বিক পরাশক্তিগুলোর ভূমিকা। এর আগে তিনি ইনস্টিটিউট ফর ডিফেন্স স্টাডিজ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস (আইডিএসএ) এবং ভারতীয় নৌবাহিনীর গবেষণা প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল মেরিটাইম ফাউন্ডেশনের (এনএমএফ) সাথে যুক্ত ছিলেন।

জাকির হোসেন, এশিয়া টাইমস

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সফরে

১৫ পৃষ্ঠার পর

একটি নৌযান দিতে পারে টোকিও। নিরাপত্তা সহযোগিতা জোরদার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে চলতি বছরের শুরুর দিকে একই কর্মসূচির অধীনে বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে পাঁচটি টহলবোট দিয়েছিল জাপান। এটি ছিল বাংলাদেশের প্রথম ওএসএ প্রকল্প।

এছাড়া, মহেশখালী-মাতাবাড়ি উদ্যোগের অধীনে জ্বালানি সংরক্ষণ অবকাঠামো উন্নয়নে জাপানের সর্ববৃহৎ বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান 'জেরা' সহায়তা করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

'এই পরিকল্পনাগুলোর মূল উদ্দেশ্য হলো এফওআইপি বাস্তবায়ন করা এবং বাংলাদেশে চীনের প্রভাব মোকাবিলা করা,' বলেন ওই কর্মকর্তা।

এ সফর দুই দেশের মধ্যকার বিদ্যমান সম্পর্ককে একটি 'সমন্বিত কৌশলগত অংশীদারত্বে (সিএসপি)' উন্নীত করার পাশাপাশি অবকাঠামো, জ্বালানি, আঞ্চলিক সংযোজন ও বিনিয়োগের ক্ষেত্র সম্প্রসারণের সুযোগ তৈরি করবে বলে আশা করছেন কর্মকর্তারা।

একটি কূটনৈতিক সূত্র জানিয়েছে, জাপান দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে অফিসিয়াল ডেভেলপমেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্স এবং প্রধান প্রধান অবকাঠামো প্রকল্পে সহায়তা দিয়ে আসছে।

এ সম্পর্ককে সিএসপিতে উন্নীত করতে আমরা ২-৩টি খসড়া নিয়ে কাজ করছি। এগুলো এখনো চূড়ান্ত হয়নি, যোগ করেন তিনি।

সহযোগিতার ক্ষেত্র

গত শনিবার (২৪ অক্টোবর) ঢাকায় সিরডাপ মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠান শেষে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম বলেন, দীর্ঘ বহু বছর ধরে জাপান বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান বাণিজ্য ও উন্নয়ন অংশীদার।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর আসন্ন জাপান সফরকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ উল্লেখ করে তিনি বলেন, অবকাঠামো, জ্বালানি, প্রযুক্তি, তৈরি পোশাক, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন খাতে বেশ কিছু সমঝোতা স্মারক সই হতে পারে।

এ সফরে নতুন জাপানি বিনিয়োগ আনতে সাহায্য করবে বলেও আশা প্রকাশ করেন তিনি।

ঢাকা ও টোকিওর সূত্র মতে, দুই দেশের মধ্যকার সম্মতিপত্রগুলোর মধ্যে ঋণ ও আর্থিক সহায়তা, অবকাঠামো উন্নয়ন, কৃষি, বেসামরিক বিমান চলাচল, ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ উন্নয়ন, উপজেলা পর্যায়ের উন্নয়ন, কোস্টগার্ডের জন্য ওএসএ এবং জ্বালানি খাত সম্পর্কিত সমঝোতা স্মারক ও সহযোগিতা স্মারক অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

সংযোগ জোরদারের তাগিদ

আঞ্চলিক যোগাযোগ এগিয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টায় দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর শীর্ষ বৈঠকে জাপান 'বে অব বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ বেল্ট' বা বিগ-বি উদ্যোগের মাধ্যমে যৌথ উন্নয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করতে পারে।

বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চলজুড়ে শিল্প উন্নয়ন এবং সংযোজন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৪ সালে প্রথম 'বিগ-বি' উদ্যোগ চালু করে জাপান, যার প্রাথমিক কেন্দ্রবিন্দু ছিল ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার করিডোর স্থাপন।

পরে ২০২৩ সালে বাংলাদেশ এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক শক্তিশালী করতে আরও বিস্তৃত 'বঙ্গোপসাগর-উত্তরপূর্ব ভারত শিল্পোদ্যোগের' প্রস্তাব করে দেশটি।

শিল্প ও বাণিজ্য, জ্বালানি এবং পরিবহন-এই তিনটি প্রধান স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করে গঠিত 'বিগ-বি' উদ্যোগের মূল লক্ষ্য জাপানি বিনিয়োগ উৎসাহিত করা, শিল্পায়নে সহায়তা করা এবং মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দরসহ বিভিন্ন অবকাঠামোর মাধ্যমে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক বাজারের সঙ্গে উৎপাদন কেন্দ্রগুলোর সংযোগ ঘটিয়ে যোগাযোগের উন্নতি করা।

এসবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে ডেইলি স্টারকে জানান, জাপান এফওআইপির অধীনে এ অঞ্চলের জন্য নতুন করে তাদের রূপরেখা বা দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছে। সম্প্রতি আসিয়ানের সঙ্গে সম্পর্ককে তারা সিএসপিতে উন্নীত করেছে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নত করে চলেছে।

ওই কর্মকর্তা বলেন, 'যখন বিগ-বি নিয়ে আলোচনা ওঠে, তখন জাপান শুধু ভারতকে বিবেচনা করে না, বরং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলোকে নিয়েও ভাবে। মাতারবাড়ির মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন জাপানের এফওআইপি উদ্যোগের জন্য খুবই জরুরি এবং এই গভীর সমুদ্র বন্দরটি শুধু দ্বিপাক্ষিক ব্যবহারের জন্য তৈরি হচ্ছে না, বরং বাংলাদেশকে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক সাপ্লাই চেইনের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য তৈরি করা হচ্ছে।'

'এ বিষয়ে ভারত গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। কারণ ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলেও জাপানের বিভিন্ন বিনিয়োগ ও পরিকল্পনা রয়েছে,' বলেন তিনি।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সফর

ঢাকা ও টোকিওর সংশ্লিষ্ট সূত্র অনুযায়ী, সোমবার (২৬ অক্টোবর) জাপান পৌঁছানোর কথা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের।

সেদিনই তিনি পৃথকভাবে 'জাপান-বাংলাদেশ পার্লামেন্টারি ফ্রেন্ডশিপ লিগের' প্রেসিডেন্ট এবং 'জাপান-বাংলাদেশ কমিটি ফর কমার্শিয়াল অ্যান্ড ইকোনমিক কোঅপারেশনের' চেয়ারম্যানের সঙ্গে বৈঠক করবেন।

পরে তিনি জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি বা জাইকার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন।

সন্ধ্যায় নিপ্পন ফাউন্ডেশন ও সাকাকাওয়া পিস ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান আয়োজিত নৈশভোজে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

সফরের দ্বিতীয় দিনে তিনি জাপানের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে যাবেন। সেখানে প্রধানমন্ত্রী তাকাইচির সঙ্গে শীর্ষ বৈঠক এবং মধ্যাহ্নভোজে অংশ নেবেন।

এরপর তিনি চিবা প্রদেশের ফুৎস সামুদ্রিক এলাকার 'জেরা' এলএনজি টার্মিনাল ও বিদ্যুৎকেন্দ্র পরিদর্শনে যাবেন। সেখান থেকে ইচিকাওয়া শহরে 'নিপ্পন এক্সপ্রেসের' লজিস্টিক হাব পরিদর্শন করবেন।

তৃতীয় দিনে তারেক রহমান 'জাপান ব্যাংক ফর ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশনের' গভর্নরের সঙ্গে বৈঠক করবেন।

এছাড়া, তিনি ইউনিক্লোর অফিস পরিদর্শন করবেন এবং এর প্রেসিডেন্ট ও পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। পরে 'জাপান এক্সটার্নাল ট্রেড অর্গানাইজেশনের (জেট্রো)' প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠক করবেন তারেক রহমান।

একইদিনে তার মিৎসুই অ্যান্ড কোম্পানি, সুমিতোমো করপোরেশন ও জেরাসহ গুরুত্বপূর্ণ জাপানি কোম্পানিগুলোর প্রতিনিধিদের সঙ্গেও বৈঠকের কথা রয়েছে।

জেট্রোতে আয়োজিত 'বাংলাদেশ-জাপান অর্থনৈতিক ফোরামে' অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানে শিক্ষা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক কয়েকটি সমঝোতা স্মারক সই হওয়ার কথা রয়েছে।

সফরের শেষ দিন প্রধানমন্ত্রী টয়োটা কারখানা পরিদর্শন করবেন।

সৌদিতে ২ বাংলাদেশির মৃত্যুদণ্ড:

১৪ পৃষ্ঠার পর

অনুযায়ী, পাসপোর্ট সংগ্রহ করতে মিশনে গেলে কর্মীদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়। এ ছাড়া, তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমেও জরিপ চালানো হয়।

মন্ত্রণালয় আরও জানিয়েছে, ১ হাজার ৩৬৪ জন নারী গৃহকর্মীকে উদ্ধার করে নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

জহরত বলেন, '১ থেকে ২ শতাংশ শুনতে কম মনে হলেও ১ হাজার ৩৬৪টি ঘটনা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।'

নির্যাতন বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার ওপর জোর দেন তিনি।

সংসদ সচিবালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশে কর্মরত নারী কর্মীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার সুপারিশ করেছে কমিটি।

জহরত আদিব চৌধুরীর সভাপতিত্বে বৈঠকে কমিটির সদস্য এ বি এম মোশাররফ হোসেন, এস কে আজিজুল বারী, সাঈদ আল নোমান, হুমাম কাদের চৌধুরী ও সানজিদা ইসলাম অংশ নেন। কমিটির বিশেষ আমন্ত্রণে বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির।

সৌদির বিভিন্ন কারাগারে সাড়ে

১৪ পৃষ্ঠার পর

আছে কি না, আমরা খতিয়ে দেখছি। তাদের ব্যাপারে আর বিস্তারিত তথ্য আমরা পাইনি।'

'দুই বাংলাদেশিকে শিরচ্ছেদ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সৌদি রাষ্ট্রদূতকে ডেকে কথা বলা হয়েছে। আমরা সৌদি সরকারকে অফিসিয়ালি চিঠি দিয়েছি রায়ের কপি দেওয়ার জন্য। রায়ের কপি পেলেই আমরা বিস্তারিত জানতে পারব যে কী ঘটেছিল সেখানে,' যোগ করেন তিনি।

শামা ওবায়েদ আরও বলেন, 'বিদেশে আমাদের কোনো নাগরিক যদি দণ্ডিত হয়, সেটা অবশ্যই আমাদের জানা প্রয়োজন আছে। চিঠি দিয়েছি, একটু ধৈর্য ধরতে হবে। এখানে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় শুধু নয়, প্রবাসীকল্যাণ এবং আইনগত ব্যাপারের জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও এতে যুক্ত আছেন।'

'কোনো দেশে থাকা মিশন বা মন্ত্রণালয় যখন জানতে পারে কোনো বাংলাদেশি দণ্ডিত হয়েছে, তখন আমরা অফিসিয়াল প্রক্রিয়ায় ডিপ্লোমেটিক চ্যানেলে যোগাযোগ করি। সেদেশের সরকারের সঙ্গে কথা বলে দণ্ড মওকুফ করা যায় কি না, তা নিয়ে তার চেষ্টা করি। আমরা অন্য দেশের জুডিশিয়াল সিস্টেমে হস্তক্ষেপ করি না। কিন্তু আমার দেশের নাগরিককে বাঁচানোর জন্য যতটুক দরকার সেটা করতে পারি। এই দুজনের ব্যাপারে যে সমস্যা হয়েছে সেটা হলো, আমরা জানতাম না,' বলেন তিনি।

অস্বীকার, প্রতিহিংসা ও ঘৃণার সংস্কৃতি

১৯ পৃষ্ঠার পর

রিকনসিলিয়েশন প্রক্রিয়ার। এটি কেবল রাজনৈতিক পরিবর্তন ছিল না, বরং ছিল মানবিক পুনর্জন্মের এক মহাযাত্রা।

বর্ণবাদের শিকল ভেঙে যখন দক্ষিণ আফ্রিকা নতুন ভোরের দিকে এগিয়ে যায়, তখন মানুষের হৃদয়ে ছিল দ্বন্দ্ব ও আশঙ্কা। শ্বেতাঙ্গ শাসনের নির্মমতা, কৃষ্ণাঙ্গদের দীর্ঘ বঞ্চনা-সবই যেন ইতিহাসের বুকের ওপর জমে থাকা কালো ছায়া। সেই ছায়া দূর করতে নেলসন ম্যান্ডেলা ও তাঁর সহযোদ্ধারা বেছে নিলেন রিকনসিলিয়েশন-সত্য প্রকাশ ও ক্ষমার পথ।

'ট্রুথ অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশন'-এর দরজায় এসে দাঁড়ায় হাজারো মানুষ। কেউ ভুক্তভোগী, কেউ অপরাধী। অপরাধীরা প্রকাশ্যে তাঁদের অপরাধ স্বীকার করতেন। অনেক নিরাপত্তা কর্মকর্তা স্বীকার করেছিলেন যে তাঁরা রাজনৈতিক বন্দীদের হত্যা ও নির্যাতনে জড়িত ছিলেন। যাঁরা আন্তরিকভাবে অনুতাপ প্রকাশ করেছিলেন, তাঁদের অনেককে আইনি শাস্তি থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। এই প্রক্রিয়া ভুক্তভোগীদের অন্তত সত্য জানতে সাহায্য করেছিল। তাঁদের ক্ষত সারেনি, কিন্তু তাঁরা জানলেন তাঁদের যন্ত্রণা অস্বীকার করা হয়নি। তাঁদের সাক্ষ্যগুলো ছিল যেন এক মহাকাব্যের অধ্যায়, যেখানে মানবতার ক্ষত উন্মোচিত হলো, আর তার সঙ্গে সঙ্গে জন্ম নিল ক্ষমার আলো। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, এই প্রক্রিয়া কি সম্পূর্ণ সফল হয়েছিল?

ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনা ও তাঁর দল আওয়ামী লীগের রিকনসিলিয়েশন নিয়ে আলাপেও আমরা দেখি: ফ্যাসিবাদী শাসন, গুম, খুন, ভোট চুরি এবং জুলাইয়ের হত্যাযজ্ঞ নিয়ে তাদের মধ্যে কোনো অনুতাপ বা ক্ষমা চাওয়ার মনোভাব নেই। উল্টো হুমকি, প্রতিহিংসার পথই তারা বেছে নিয়েছে। সত্য প্রকাশ নয়, ষড়যন্ত্রতত্ত্বের ওপরই তাদের অধিক আস্থা। এভাবে কি রিকনসিলিয়েশন হয়? দুনিয়ায় হয়েছে কোথাও?

রাজনৈতিকভাবে, হ্যাঁ, দক্ষিণ আফ্রিকা রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ এড়িয়ে গেল। কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গ নাগরিকেরা একসঙ্গে নতুন সংবিধানের পথে হাঁটল। নৈতিকভাবে, হ্যাঁ, মানুষ শিখল সত্য বলা ও ক্ষমা করা, যা মানবিকতার গভীরতম শক্তি। কিন্তু অর্থনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতায়, না। বৈষম্য রয়ে গেল, দারিদ্র্য ও বেকারত্ব কৃষ্ণাঙ্গ জনগোষ্ঠীর জীবনে থেকে গেল। মানবসভ্যতার ইতিহাসে রিকনসিলিয়েশন প্রক্রিয়া এক মহৎ প্রয়াস, যেখানে যুদ্ধ, দমন বা গণহত্যার পর সমাজ নতুন করে দাঁড়াতে চায়। কিন্তু এই পুনর্জন্মের প্রথম শর্ত হলো সত্য প্রকাশ। অপরাধী যদি নিজের অপরাধ স্বীকার না করে, তবে ভুক্তভোগীর ক্ষত সারানো যায় না। আর অনুতাপ ছাড়া ক্ষমা কেবল শব্দমাত্র হয়ে থাকে।

চিলি ও আর্জেন্টিনায় সামরিক শাসনের পর রিকনসিলিয়েশন কমিশন গঠিত হয়েছিল। অনেক অপরাধী তাদের অপরাধ স্বীকার করতে অস্বীকার করেছিল। ফলে ভুক্তভোগীরা সত্য জানতে পারেনি এবং ক্ষত অমলিন থেকে গেছে। এখানেই দেখা যায়, অপরাধ স্বীকার না করলে রিকনসিলিয়েশন অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

রিকনসিলিয়েশন যেন এক মহাযজ্ঞ, যেখানে অপরাধীকে দাঁড়াতে হয় নিজের অতীতের সামনে। তার কণ্ঠে যখন বেরিয়ে আসে স্বীকারোক্তি, তখন ইতিহাসের অন্ধকারে জ্বলে ওঠে এক ক্ষুদ্র প্রদীপ। অনুতাপের অশ্রু সেই প্রদীপকে করে তোলে উজ্জ্বল। ভুক্তভোগীর হৃদয়ে তখন জন্ম নেয় দ্বন্দ্ব, ক্ষতচিহ্নের বেদনা বনাম ক্ষমার আলো। কিন্তু সত্য প্রকাশের মুহূর্তে তারা অন্তত জানে, তাদের যন্ত্রণা অস্বীকার করা হয়নি। সেই জ্ঞানই হয়ে ওঠে শান্তির প্রথম ধাপ।

অপরাধ স্বীকার ও অনুতাপ ছাড়া রিকনসিলিয়েশন অসম্পূর্ণ। দক্ষিণ আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার অভিজ্ঞতা দেখায়, যেখানে অপরাধীরা সত্য বলেছে, সেখানে সমাজ অন্তত শান্তির পথে এগিয়েছে। আর যেখানে অপরাধীরা নীরব থেকেছে, সেখানে ক্ষত অমলিন থেকে গেছে।

রিকনসিলিয়েশন কেবল রাজনৈতিক প্রক্রিয়া নয়, এটি মানবিক পুনর্জন্মের পথ। অপরাধীর স্বীকারোক্তি ও অনুতাপই সেই পুনর্জন্মের প্রথম সোপান। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এটি আমাদের ভাবায়। আমরা শাসকদের মধ্যে অস্বীকারের সংস্কৃতি দেখি। তাঁরা মনে করেন, তাঁরা কখনো কোনো অপরাধ কিংবা ভুল করেননি। ফলে রিকনসিলিয়েশন জায়গা পায় না। তাঁদের মননে-মগজে কেবলই প্রতিহিংসা আর ঘৃণা।

চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনা ও তাঁর দল আওয়ামী লীগের রিকনসিলিয়েশন নিয়ে আলাপেও আমরা দেখি: ফ্যাসিবাদী শাসন, গুম, খুন, ভোট চুরি এবং জুলাইয়ের হত্যাযজ্ঞ নিয়ে তাদের মধ্যে কোনো অনুতাপ বা ক্ষমা চাওয়ার মনোভাব নেই। উল্টো হুমকি, প্রতিহিংসার পথই তারা বেছে নিয়েছে। সত্য প্রকাশ নয়, ষড়যন্ত্রতত্ত্বের ওপরই তাদের অধিক আস্থা। এভাবে কি রিকনসিলিয়েশন হয়? দুনিয়ায় হয়েছে কোথাও?

মহিউদ্দিন আহমদ লেখক ও গবেষক

মতামত লেখকের নিজস্ব

হোয়াইট হাউসে কি সত্যিই অস্থিরতা

১৭ পৃষ্ঠার পর

পালনের সময়ের প্রায় সমান।

এই দুঃখজনক ঘটনা থেকে ট্রাম্প ও তাঁর দলের শিক্ষা নেওয়া উচিত। অযোগ্য ব্যক্তিকে নিয়োগ দিয়ে তাঁকে সংবাদমাধ্যমের সামনে তুলে ধরা এবং পরে সমালোচনার মুখে বরখাস্ত করা হোয়াইট হাউসের জন্য ভালো নয়।

দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে জাকারিয়াকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য ট্রাম্প প্রশংসা পেতে পারেন। এতে তিনি আরও বড় বিব্রতকর পরিস্থিতি এড়িয়েছেন।

তবে প্রেসিডেন্টের সবচেয়ে জরুরি কাজ হলো, শুরুতেই যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োগ নিশ্চিত করা। সে জন্য নিয়োগপ্রক্রিয়ায় আরও কার্যকর ব্যবস্থা প্রয়োজন। পরবর্তীবার অন্তত চিফ অব স্টাফের সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিলে ভালো হয়।

জন ফিহেরি ইএফবি অ্যাডভোকেসি নামের একটি বিশেষায়িত লবিং ও কৌশলগত প্রচারপ্রতিষ্ঠানের অংশীদার

আল-জাজিরা থেকে নেওয়া। ইংরেজি থেকে অনূদিত

বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনে

২০ পৃষ্ঠার পর

ও গোলাম মাহমুদ, সন্দীপ এসোসিয়েশনইউএসএ'র সভাপতি আশ্রাফ উদ্দিন, নারায়নগঞ্জ জেলা সমিতি ইউএসএ'র সাবেক সভাপতি ও উপদেষ্টা মোহাম্মদমহসীন, কুইন্স বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি কাজী তোফায়েল ইসলাম, কমিউনিটি নেতা টি মোল্লা, এস এমফেরদৌস, আহসানউল্লাহ বাচ্চু, ইঞ্জিনিয়া জাহাঙ্গীর আলম, কবি গৌউস খান, গ্রেটার নোয়াখালী সোসাইটিইউএসএ'র সভাপতি মোহাম্মদ নাসিম, কুমিল্লা সোসাইটি ইউএসএ'র সভাপতি কাজী আসাদুল্লাহ, জ্যামাইকা নির্বাচনপরিচালনা কমিটির প্রধান উপদেষ্টা ভিপি জহির মোল্লা, ওজনপার্ক নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান সমন্বয়কারীআব্দুল ওয়াদুদ, আহ্বায়ক ফখরুল ইসলাম, সদস্য সচিব মির্জা মাহমুদুল হাসান, অর্থ কমিটির চেয়ারম্যান আরিফআর চৌধুরী প্রমুখ। সভায় প্যানেল নিয়ে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন এম ও জি রাসেল ভূইয়া।

সভায় 'কুনু-ফিরোজ' প্যানেলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী সহ অন্যান্য প্রার্থীদের মধ্যে বক্তব্য রাখেনসিনিয়র সহ সভাপতি পদপ্রার্থী দুলাল বেহেদু, সহ সভাপতি পদপ্রার্থী ও সোসাইটির বর্তমান সহ সাধারণ সম্পাদককালাম ভূঁইয়া, ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক মোর্শেদ আলম, কার্যকরী সদস্য আবুল বাশার ভূইয়া প্রমুখ। যৌথভাবেসভা পরিচালনা করেন 'কুনু-ফিরোজ' প্যানেলের ব্রুকলীন নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক মাইনুল উদ্দিনমাহবুব ও সদস্য সচিব ওয়ালিদুল ইসলাম।

সভার মাঝে প্রার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেন মাইনুল উদ্দিন মাহবুব। প্যানেলের প্রার্থী হলেন: সভাপতি- আজমলহোসেন কুনু, সিনিয়র সহ সভাপতি- দুলাল বেহেদু, সহ সভাপতি- আবুল কালাম ভূইয়া, সাধারণ সম্পাদক-ফিরোজআহমেদ, সহ সাধারণ সম্পাদক- মোহাম্মদ নওশাদ হোসেন, কোষাধ্যক্ষ- মফিজুল ইসলাম ভূইয়া, সাংগঠনিকসম্পাদক- মোহাম্মদ জামিল আনসারী, সাংস্কৃতিক সম্পাদক- আহমেদ আর চৌধুরী, জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক- সৈয়দ গৌসুল হোসাইন, সমাজকল্যাণ সম্পাদক- কয়েস আহমেদ, সাহিত্য সম্পাদক- মোহাম্মদ এ আখতার, ক্রীড়া ওআপ্যায়ন সম্পাদক- মোর্শেদ আলম, স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক- মোহাম্মদ মাইন উদ্দিন, মহিলা ও শিশু বিষয়কসম্পাদক- বেগম এম চৌধুরী, যুব ও তথ্যপ্রযুক্তি সম্পাদক- কাজী আর হাসান এবং কার্যকরী সদস্য- সিরাজুদ্দিন হক, মোহম্মদ এ সিদ্দিক, মোহাম্মদ আবুল বাসার, মাসুদুল হক সানু, মোহাম্মদ কাওসার আলম ও মোহাম্মদ এম ইসলাম।

সভায় আজমল হোসেন কুনু আরো বলেন, সোসাইটিতে আগেও সভাপতি হিসেবে নেতৃত্ব দিয়েছি। কোন মিথ্যাপ্রতিশ্রুতি, আশ্বাস দেবো না। কমিউনিটির সেবায় যা করা দরকার তাই করবো, এজন্য সবার সহযোগিতা নেবো।বাস্তবমুখী পদক্ষেপ নেবো। সোসাইটিকে গণমুখী করবো।

সভায় বক্তারা বর্তমান কমিটির আয়-ব্যয়ের হিসাব দাবী, কবর ক্রয় করা না করার তীব্র সমালোচনা করেন এবং'কুনু-ফিরোজ' প্যানেল-কে একটি যোগ্য প্যানেল হিসেবে উল্লেখ করে নির্বাচিত করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, আজমল হোসেন কুনু ওজনপার্কের মানুষ, ফিরোজ আমহমেদ আমাদের ব্রুকলীনের অর্থাৎ আমাদের ঘরের মানুষ, তাঁদের সম্মান মানেই আমাদের সম্মান। ব্রুকলিনবাসীদের সম্মান রাখতেই 'কুনু-ফিরোজ' প্যানেলকে জয় করতে হবে।

নৈশভোজের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘটে। উল্লেখ্য, আগামী ২৫ অক্টোবর, রোববার নিউ ইয়র্ক সিটির ৫টি ভোটকেন্দ্রে নির্বাচনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে ।-প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশ সোসাইটির

২১ পৃষ্ঠার পর

সবার সহযোগিতা ও ভোট প্রার্থনা করেন। বিশেষ করে জ্যামাইকায় বসবাসকারী হিসেবে মোহাম্মদ আলী তাকে নিজেদের সন্তান হিসেবে গত নির্বাচনের মতো এবারের নির্বাচনেও তাকে সহ 'সেলিম-আলী' প্যানেলের প্রার্থীদের সবোর্চ্চ ভোট দিয়ে জয়ী করার অনুরোধ জানান।

সভায় সোসাইটির প্রচার ও জনসংযোগ সম্পাদক এবং আগামী নির্বাচনে একই পদে প্রার্থী রিজু মোহাম্মদ সংগঠনের বিভিন্ন কর্মকান্ডের কথা তুলে ধরেন এবং বিভিন্ন অভিযোগের জবাব দেওয়ার পাশাপাশি 'সেলিম-আলী' প্যানেলের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরেন । রিজু মোহাম্মদ বলেন, আগামী দিনে সোসাইটিকে পুরোপুরি আধুনিক ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে রূপান্তর, ওয়ান স্টপ সলিউশন ও স্থায়ী 'কমিউনিটি সেন্টার' গঠন করা হবে যেখানে আরও বড়পরিসরে কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি নিউইয়র্কে আসা বাংলাদেশি এবং ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদের বিভিন্ন সমস্যাগুলোর সমাধানে সহযোগিতা করা হবে। এছাড়াও নতুন আগতদের কর্মসংস্থান ও কারিগরী দক্ষতাবৃদ্ধিতে বিশেষ প্রোগ্রাম চালু করা হবে। পরবর্তী জেনারেশন বা নতুন প্রজন্মের কাছে দেশীয় সংস্কৃতি ও বাংলা ভাষাকে টিকিয়ে রাখতে এবং প্রবীণ প্রবাসীদের জন্য বড় পরিসরে কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। রিজু মোহাম্মদ বলেন, ইফতারপার্টির নামে সোসাইটির কোন অর্থ অপচয় হয়নি। আর ৫০ বছর পূর্তী একটি বিশেষ অনুষ্ঠান। ৫০ বছর একবারই হয়, তাই সবাইকে নিয়ে উৎসবমুখর পরিবেশে সোসাইটির ৫০ বছর পূর্তীর অনুষ্ঠান করা হয়েছে। এটা দোষের কিছু নয়, বরং সময়ের দাবী ছিলো।

সভায় 'সেলিম-আলী' প্যানেলের প্রার্থীরাও সংক্ষেপে তাদের পরিচয় তুলে ধরে ভোট প্রার্থনা করেন।

সভার মাঝে 'সেলিম-আলী' প্যানেলের প্রার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেন কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্যসচিব জে মোল্লা সানি। 'সেলিম-আলী' প্যানেলের প্রার্থীরা হলেন: সভাপতি- আতাউর রহমান সেলিম, সিনিয়র সহসভাপতি- মহিউদ্দিন দেওয়ান, সহ সভাপতি- কামরুজ্জামান কামরুল, সাধারণ সম্পাদক- মোহাম্মদ আলী, সহসাধারণ সম্পাদক- হারুন রশিদ (চেয়ারম্যান), কোষাধ্যক্ষ- নওশাদ হায়দার, সাংগঠনিক সম্পাদক- ডিউক খান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক- অনিক রাজ, জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক- রিজু মোহাম্মদ, সমাজকলাণ সম্পাদক পদপ্রার্থীমুনসুর আহমেদ, সাহিত্য সম্পাদক পদপ্রার্থী রুমানা আহমেদ, ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক- হাসান খান, স্কুল ও শিক্ষাসম্পাদক- এএসএম মাইন উদ্দিন, মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক- শাহনাজ হোসেন, এবং কার্যকরি সদস্য- জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মোহাম্মদ উজ্জল বিপুল, সারোয়ার খান বাবু, মোহাম্মদ এ মান্নান, শামীম আহমেদ, মোহাম্মদ আব্দুল মালেক খান ও কাজী রবিউজ্জামান।

নৈশভোজের মধ্য দিয়ে সভার সমাপ্তি ঘটে। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে জলবায়ু

৮ পৃষ্ঠার পর

২০ মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত সহায়তা চাইতে পারে। ফলে নেপালের বিপুল ক্ষয়ক্ষতির তুলনায় এই অনুমোদিত অর্থের পরিমাণ মাত্র শূন্য দশমিক ৭ শতাংশ। ক্ষয়ক্ষতির তুলনায় মাত্র ২০ মিলিয়ন ডলারের বরাদ্দ নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন নেপালের জলবায়ু আন্দোলনকর্মী ও দেশটির পার্লামেন্টের সাবেক সদস্য রাজেন্দ্র বাগজাইন। এই অনুদানকে 'দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাবারের কণার মতো' উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'এটি কোনো প্রকৃত ত্রাণ নয়, বরং ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের প্রতি এক ধরনের অপমান।'

তিনি আরও বলেন, 'জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে অন্তহীন তাত্ত্বিক বিতর্ক করতে পারে, কিন্তু দরিদ্র মানুষের জীবনে এর বাস্তব ও মারাত্মক প্রভাব সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে তারা ব্যর্থ হচ্ছে।'

নেপালের ভয়াবহ আকস্মিক বন্যায় প্রাণ হারানো এক ব্যক্তির শেষকৃত্যের সময় শোক প্রকাশ করছেন তার স্বজনেরা। ১ সেপ্টেম্বর ২০২৬, কাঠমান্ডুর পশুপতিনাথ মন্দির প্রাঙ্গণ। ছবি: রয়টার্স

তবে এই সিদ্ধান্তকে একটি বড় মাইলফলক হিসেবে দেখছে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি)। এক বিবৃতিতে সংস্থাটি এই বরাদ্দকে 'জলবায়ু ন্যায়বিচার ও নেপালের প্রতি সংহতি প্রকাশের ক্ষেত্রে এক ঐতিহাসিক মাইলফলক' হিসেবে বর্ণনা করেছে।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, 'কপ২৮ জলবায়ু সম্মেলনে তহবিলটি আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করার পর আকস্মিক দুর্যোগে আক্রান্ত কোনো দেশকে সরাসরি সহায়তা দেওয়ার ক্ষেত্রে এটিই প্রথম কোনো আনুষ্ঠানিক অনুমোদন।'

ইউএনডিপি জানিয়েছে, এই অর্থ ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর প্রাথমিক পুনর্বাসন, অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ এবং ভবিষ্যতে দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষম টেকসই জীবিকা গড়ে তুলতে জরুরি জোগান হিসেবে কাজ করবে।

সংস্থাটি বলেছে, 'এটি নেপাল ছাড়াও বিশ্বের অন্যান্য জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ দেশকে স্পষ্ট বার্তা দেয়-দুর্যোগের সময় বিভিন্ন দেশের সম্মিলিত সহযোগিতার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি মোকাবিলা করা সম্ভব। আর এ ধরনের সহায়তা নিশ্চিত করতেই হবে।'

নেপালের নুওয়াকোট জেলার ত্রিশুলিতে আকস্মিক বন্যার পর এক জীবিত ব্যক্তিকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাচ্ছেন পুলিশ সদস্যরা। ২৬ আগস্ট ২০২৬। ছবি: রয়টার্স

তহবিল বরাদ্দের অনুরোধ জানিয়ে পাঠানো আনুষ্ঠানিক চিঠিতে নেপালের অর্থমন্ত্রী ড. স্বর্ণিম ওয়াগলে বৈশ্বিক জলবায়ু সংকটের বৈষম্যমূলক বাস্তবতার কথা তুলে ধরেন। তিনি লেখেন, 'একটি স্বল্পোন্নত ও জলবায়ু পরিবর্তনের উচ্চ ঝুঁকিতে থাকা পার্বত্য দেশ হিসেবে বৈশ্বিক গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণে নেপালের ভূমিকা একেবারেই নগণ্য। অথচ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট ক্রমবর্ধমান দুর্যোগের এই অসমতাপূর্ণ বোঝা আমাদের ওপরই সবচেয়ে বেশি এসে পড়ছে।'

তিনি আরও উল্লেখ করেন, জলবায়ু-ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলো যখন নিজেদের সামর্থ্যের বাইরে বড় ধরনের ক্ষতির মুখে পড়ে, তখন দ্রুত সহায়তা দিয়ে তহবিলটির 'মানবিকতা, দ্রুততা, নমনীয়তা ও সংহতির পরিচয়' দেওয়া জরুরি।

২০২০ সালে ডেমোক্র্যাটরা চুরি করে

৭ পৃষ্ঠার পর

মেনে নেন-যা একজন প্রেসিডেন্টকে তৃতীয় মেয়াদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে নিষেধ করে-কিন্তু এরপরই তিনি আবারও তার সেই পুরোনো ভিত্তিহীন দাবি তোলেন, ডেমোক্র্যাটরা ২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তার কাছ থেকে জয় "চুরি" করেছিল।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প হেসে বলেন, 'তবে একটি বিষয় ভিন্ন: দ্বিতীয়বার ওরা আমাদের সাথে প্রতারণা করেছিল, কারণ আমরা মূলত তিনবারই জয়ী হয়েছি। তাই আমার মনে হয় আবার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকার আমার আছে।'

ট্রাম্প আরও বলেন, 'ওরা জালিয়াতি করেছিল বলেই আমার মনে হয় আবারও নির্বাচনে দাঁড়ানোর অধিকার আমার আছে।'

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ক্রমাগত ইঙ্গিত দিয়ে আসছেন যে তিনি আবারও প্রেসিডেন্ট পদে লড়বেন-যা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের সরাসরি লঙ্ঘন হবে। ২০২৫ সালের অক্টোবরে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেছিলেন, তিনি তৃতীয় মেয়াদে লড়তে "খুবই পছন্দ করবেন"। গত ফেব্রুয়ারিতে টেক্সাসে এক জনসভায় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প উপস্থিত জনতাকে উদ্দেশ্যে করে বলেন, 'সম্ভবত আমাদের আরও একটি মেয়াদ পূর্ণ করা উচিত', এবং দাবি করেন যে এর অধিকার তার রয়েছে।

গত বছর, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অফিশিয়াল স্টোর "ট্রাম্প ২০২৮" লেখা ক্যাপ বিক্রি করা শুরু করে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট এমনকি জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত হোয়াইট হাউস করেসপন্ডেন্টস ডিনারে সেই ক্যাপটি পরে হাজির হন। তার সহযোগীরা অবশ্য প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের এই দাবিগুলোকে নিছকই কৌতুক হিসেবে উড়িয়ে দিয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভসের স্পিকার মাইক জনসন গত বছর সাংবাদিকদের বলেছিলেন, ট্রাম্প তৃতীয় মেয়াদে লড়ার দাবি তুলে "ডেমোক্র্যাটদের পেছনে লাগতে বা ট্রোল করতেই বেশ মজা পান"।

“১০ বছরের পরিশ্রম ধ্বংস হয়ে

৮ পৃষ্ঠার পর

দোকানের কাউন্টারের পেছনে দাঁড়িয়ে হাসান বলেন ‘একসময় এটি ছিল আমার কর্মস্থল, কিন্তু এখন এখানে আর কিছুই নেই। এসব ঘটার পর থেকে আমি আর ঘুমাতে পারছি না।’

বিমা মূল্যায়নের অপেক্ষায় থাকায় হাসান এখনও দোকানের ধ্বংসস্তূপ পরিষ্কার করতে পারছেন না। দোকানের মেঝেতে পড়ে আছে ভাঙা ফোন, খালি পার্সেল ও কাচের টুকরা। এর মধ্যেই তাকে দোকানভাড়া, বিভিন্ন বিল ও কর্মীদের বেতন পরিশোধ করতে হচ্ছে।

গত ১৭ অক্টোবর প্যারিসের যেসব এলাকায় সহিংসতায় সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল, তার দোকানটি সেগুলোর একটিতে অবস্থিত। অনেক বিক্ষোভকারী শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল করলেও, বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভ সহিংসতায় রূপ নেয়। লুটপাটকারীরা ছোট প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে বড় ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় হামলা চালিয়ে সেগুলো ধ্বংস করে।

‘এটা কীভাবে সম্ভব?’

ফরাসি কর্তৃপক্ষের পরামর্শ অনুযায়ী, শনিবার বিকেলে হাসান তার দোকান বন্ধ করে দেন। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা পর মোবাইল ফোনে নিরাপত্তা ক্যামেরার অ্যাপে প্রবেশ করে তিনি যা দেখেন, তা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। বিস্ময়ে তিনি স্তব্ধ হয়ে যান।

তিনি বলেন, ‘ক্যামেরায় আমি দোকানের ভেতরে প্রায় ৩০ জনকে দেখলাম। ভাবছিলাম এটা কীভাবে সম্ভব?’

তিনি দ্রুত নিজের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু সহিংসতা ও দাঙ্গা তখনো চলতে থাকায় পুলিশ প্রথমে তাকে দোকানের আশপাশের নিরাপত্তাবেষ্টিত এলাকায় প্রবেশের অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানায়।

তিনি পুলিশের কাছে বারবার অনুরোধ করেন এবং মোবাইল ফোনে তার দোকান ধ্বংস করার দৃশ্যের ছবি দেখান। এরপর পুলিশ তাকে সেখানে যাওয়ার অনুমতি দেয়।

কিন্তু ঘটনাস্থলে পৌঁছে তিনি বুঝতে পারেন, তার করার কিছুই নেই। সেখানে কোনো পুলিশ সদস্যকেও দেখতে পাননি তিনি।

ইউরোনিউজের হাতে আরেকটি ভিডিও এসেছে, যেখানে লুটপাটকারীদের পাশের আবাসিক ভবনে ঢুকতে দেখা যায়। দোকানটির একটি প্রবেশপথ ওই ভবনে অবস্থিত। প্রতিবেশীরা লুটপাটকারীদের থামতে অনুরোধ করেন। কিন্তু নিজেদের নিরাপত্তা নিয়েও শঙ্কিত থাকায় তারা তাদের থামাতে পারেননি।

হাসান বলেন, ‘অল্পবয়সী কয়েকটি ছেলে-মেয়ের একটি দল এখানে হামলা চালায়। তাদের কারো কারো বয়স ১৫ বছরের মতো মনে হচ্ছিল। একদল চুরি শেষ করলে আরেক দল আসছিল। এভাবে একের পর এক দল আসছিল।’

লুটপাটকারীরা মোবাইল ফোন, প্রযুক্তিপণ্য এবং পার্সেল চুরি করে। কয়েকজন বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। দোকানের ভাঙা কাচের সামনের অংশ দিয়ে একজন আরেকজনের হাতে মালপত্র তুলে দিচ্ছিল। বেসমেন্টে থাকা মালপত্র রাখার ঘরটিতেও লুটপাট চালানো হয়।

‘আমরা শুধু জীবিকা নির্বাহ করতে ও সৎভাবে কাজ করতে চাই’

স্থানীয় এক কুরিয়ারকর্মী ইউরোনিউজকে জানান, চুরি যাওয়া অনেকগুলো পার্সেল তিনি সরবরাহ করেছিলেন। তবে তার দেখা কয়েকটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের অবস্থা আরও খারাপ ছিল।

তিনি বলেন, ‘আমরা শুধু জীবিকা নির্বাহ করতে ও সততার সঙ্গে নিজেদের কাজ করতে চাই। অন্যরা সবকিছু ধ্বংস করতে চায়।’

রাস্তার অপর পাশে ফ্রান্সের অন্যতম বৃহৎ সুপারমার্কেট চেইন ইন্টারমার্শের একটি শাখা রয়েছে। লুটপাটের শিকার হওয়ার পর থেকে সেটি বন্ধ রয়েছে। কর্মচারীরা কয়েক দিন ধরে দোকান পরিষ্কার করছেন, কাচের টুকরা সরাচ্ছেন এবং তাকগুলোতে নতুন করে পণ্য সাজাচ্ছেন।

কট্টর বামপন্থী দলের কিছু কর্মী ছোট ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে ভাঙচুরের নিন্দা জানিয়েছেন। তবে বড় সুপারমার্কেট ও কোম্পানিতে লুটপাটের বিষয়ে তারা তুলনামূলকভাবে বেশি সহনশীল মনোভাব দেখিয়েছেন। তাদের মতে, এসব প্রতিষ্ঠান পুঁজিবাদের প্রতীক।

লুটপাটের পর হাসানের জন্য স্থানীয় কর্মী নোয়াম অনলাইনে অর্থ সংগ্রহের একটি পেজ খুলেছেন। সেখানে ইতোমধ্যে হাজার হাজার অর্থ অনুদান হিসেবে জমা পড়েছে।

নোয়াম বলেন, ‘হাসানকে আমরা চিনি। তিনি নিয়মিত আমাদের বিভিন্ন পণ্য সরবরাহ ও অন্যান্য কাজে সহায়তা করেন। তার সঙ্গে কাজ করতে আমরা অভ্যস্ত। যতটা সম্ভব তাকে সাহায্য করার চেষ্টা করছি, কারণ অনেক কাজ বাকি রয়েছে। আমরা সবাই মিলে এই পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে চাই।’

শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ দাঙ্গায় রূপ নেয়

ফ্রান্সের স্কুলগুলোতে পরিস্থিতির অবনতির প্রতিবাদে শিক্ষার্থীদের টানা চার সপ্তাহের বেশি সময় ধরে চলা শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ শেষ পর্যন্ত সহিংস দাঙ্গায় রূপ নেয়।

দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত দোকানগুলোকে সহায়তা করতে ফরাসি সরকার জরুরি আর্থিক সহায়তা ও পুনরুদ্ধার কর্মসূচি চালু করেছে।

প্রধানমন্ত্রী সেবাস্তিয়াঁ লেকর্নু সোমবার বলেন, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলো মঙ্গলবার থেকে কর্মীদের জন্য ‘অ্যাক্টিভিটে পারতিয়েল’ বা সরকারের অর্থায়নে আংশিক কর্মবিরতি কর্মসূচি চালু করতে পারবে।

এই আন্দোলন চলাকালে মানবাধিকার সংগঠনগুলো আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভকারীদের ওপর অতিরিক্ত বলপ্রয়োগের অভিযোগ করেছে। তারা বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে রাবার বুলেট নিক্ষেপকারী অস্ত্র [যা ফ্রান্সে ‘এলবিডি’ নামে পরিচিত] এবং স্টান গ্রেনেড ব্যবহারের সমালোচনা করেছেন।

সমালোচকদের অভিযোগ, এসব অস্ত্র ব্যবহারের কারণে বিক্ষোভকারীরা গুরুতর আহত হয়েছেন।

গত শনিবার দেশটিতে বড় পরিসরে বিক্ষোভে অংশ নেন ট্রেড ইউনিয়ন, ইয়েলো ভেস্ট আন্দোলনের কর্মী ও শিক্ষার্থীরা। অধিকাংশ বিক্ষোভকারী শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল করলেও দাঙ্গাকারীরা ব্যাপক লুটপাট চালায় এবং পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ায়। এতে বিক্ষোভের মূল চিত্র আড়ালে পড়ে যায়।

এরপর ফ্রান্সের বিভিন্ন এলাকায় কারফিউ জারি করা হয়েছে। ২৪ অক্টোবরের আসন্ন বিক্ষোভ সামনে রেখে নিরাপত্তাব্যবস্থাও উল্লেখযোগ্যভাবে জোরদার করা হয়েছে। জনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে পুলিশ বাহিনীর পাশাপাশি সামরিক বাহিনীর সদস্য মোতায়েনের ঘোষণাও দিয়েছে সরকার। সংবাদ সুত্র ইউরোনিউজ

ইরানে নতুন হামলার পরিকল্পনা করেন ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু, ভেস্তে দেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

৭ পৃষ্ঠার পর

হয়নি। অন্য এক সূত্রের মতে, চলতি মাসের শুরুতে আইডিএফের হামলার পরিকল্পনা ইরানের সঙ্গে আলোচনায় চাপ তৈরির কৌশল হিসেবেও নেওয়া হয়ে থাকতে পারে। তবে সংঘাত পুনরায় শুরু করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ট্রাম্পের হাতেই ছিল বলে উল্লেখ করেছে সূত্রটি। তবে এ বিষয়ে পেন্টাগন কোনো মন্তব্য করেনি।

প্রতিবেদনটি এমন এক সময়ে প্রকাশিত হলো, যার দুই দিন আগে মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথের গোপনে ইসরায়েল সফরের খবর সামনে আসে। ওই সফরে নেতানিয়াহুর সঙ্গে বৈঠকে তিনি অঞ্চলটির হুমকি নিয়ে আলোচনা করেন বলে জানা গেছে।

সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে নেতানিয়াহুর ইরানে হামলা চালানোর চাপ দেওয়ার খবর এটাই প্রথম নয়। গত ৯ অক্টোবর ট্রাম্প বলেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্র মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে ইরানে হামলা চালাবে না। এর কয়েক দিন আগে এক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছিল, ইসরায়েলি সেনাপ্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল ইয়াল জামির তার মার্কিন সমকক্ষদের জানিয়েছিলেন, ইরানে হামলা চালানো হলে আগামী সপ্তাহে অনুষ্ঠেয় ইসরায়েলের নির্বাচন পিছিয়ে যেতে পারে। যদিও জেরুজালেমের মূল্যায়ন অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্র ইরানে হামলা চালালে জবাবে ইসরায়েলকে লক্ষ্য করে ব্যাপক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালাতে পারে তেহরান। সূত্র : ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস



জন্মকালীন নাম নিয়ে প্রকাশিত রিপোর্টের পর ইলহান ওমরের পদত্যাগ দাবি করলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

৬ পৃষ্ঠার পর

করা) রাখার বিষয়টি উঠে এসেছে।

শুক্রবার (২৩ অক্টোবর) ভোরে নিউজউইক এ বিষয়ে মন্তব্যের জন্য ওমরের কার্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের এই দাবি যে, ইলহান ওমার কংগ্রেসের সদস্য হিসেবে শপথ নেওয়ার সময় একটি ভুয়া নাম ব্যবহার করেছিলেন-তা প্রমাণিত হয়নি। প্রেসিডেন্ট বলেছেন, 'এলমি' হলো ওমারের প্রাক্তন স্বামী আহমেদ নূর সাইদ এলমির পারিবারিক নাম; সমালোচকরা বহু বছর ধরে অভিযোগ করে আসছেন যে, এই ব্যক্তি আসলে ওমারের ভাই। ওমার বারবার এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

আইওয়াতে উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, "তিনি অনেক আগে থেকেই প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত। এসব বিষয় শনাক্ত করার ক্ষেত্রে আমার ভালো দক্ষতা আছে। তিনি মূলত এমন একটি জায়গা থেকে এসেছেন যা কোনো রাষ্ট্রই নয়। সোমালিয়ার কোনো সরকার নেই, সেখানে কিছুই নেই... তারা কেবল একে অপরের দিকে গুলি ছুড়ে বেড়ায়। এরপর তিনি এখানে চলে এলেন। সংবিধান আমাকে বাকস্বাধীনতার পূর্ণ অধিকার দিয়েছে।"

ইলহান ওমরের কার্যালয় এই প্রতিবেদনটিকে জোরালোভাবে খণ্ডন করে বলা হয়েছে,

"এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা," একজন মুখপাত্র ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছেন। "ইলহান ওমরই তাঁর আসল নাম।"

ইতিমধ্যে, গত বুধবার (২১ অক্টোবর) 'এমএস নাও' (গঝ ঘঙড)-এর ক্রিস হেইসের সাথে এক সাক্ষাৎকারে ইলহান ওমর বিয়ের অভিযোগটির বিষয়ে কথা বলেছেন। কংগ্রেস সদস্য জানান, এই গুজবটি প্রথম একটি সোমালি ব্লগ পোস্টে উঠে আসে এবং পরবর্তীতে ডানপন্থী ষড়যন্ত্র তাত্ত্বিকরা তা লুফে নেয়। ওই পোস্টে 'অজ্ঞাত কিছু ব্যক্তি'র বরাতে দাবি করা হয়েছিল যে, ওমরই তাদের সাথে এলমির পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন।

ওমর বলেন, "তারা কেবল কিছু এলোমেলো মানুষকে খুঁজে বের করেছে, যারা হয়তো এমনটা বলেছে যে-'সে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। সে তার ভাইয়ের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেছিল যে, সে তার ভাই।' বিষয়টি সত্যিই অবিশ্বাস্য। সত্যি বলতে, তারা যাদের কথা বলছে, তাদের কাউকেই আমি চিনি না।"

এলমির সঙ্গে তাঁর কোনো আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে কি না-এমন সরাসরি প্রশ্নের জবাবে ইলহান ওমর বলেন, "আমার জানা মতে, নেই।"

ওমরের মুখপাত্র এই অভিযোগকে একটি "মরিয়া অপপ্রচার" বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও রিপাবলিকান প্রশাসনের কর্মকাণ্ড থেকে মনোযোগ সরানোর উদ্দেশ্যেই এটি করা হয়েছে। একই সঙ্গে তিনি বিভিন্ন গণমাধ্যমকেও ভর্ৎসনা করেছেন, যারা এই "মিথ্যাকে টিকিয়ে রাখার" সুযোগ করে দিচ্ছে।

মঙ্গলবার (২৯ অক্টোবর),এই বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র নিউজউইক-কে জানিয়েছে যে, চলমান তদন্তের অংশ হিসেবে ফেডারেল তদন্তকারীরা ওমরের ডিএনএ-এর একটি নমুনা সংগ্রহ করেছেন।

সূত্রটি আরও জানায়, গত সপ্তাহের অভিযানের পর ওমরের বোন সাহরা নূরও স্বেচ্ছায় তদন্তকারীদের সাথে কথা বলেছেন। সংবাদ সূত্র নিউজউইক



অনলাইনে পরিচয় পড়তে স্ক্যান করুন

37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

MLS
York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business



Zakir H. Chowdhury
President

- Now Hiring Sales Persons
- Free Training (Free course fees for selected people)
- Earn up to 300K Yearly

Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880

We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals

718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com

70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

DEBNATH ACCOUNTING INC.
SUBAL C DEBNATH, MAFM



MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York
NOTARY PUBLIC

TAX FILING
IMMIGRATION
NOTARY PUBLIC
TRAVEL SERVICES

AUTHORIZED e-file PROVIDER

37-53, 72nd Street
Jackson Heights, NY 11372
E-mail: subalcdebnath@yahoo.com

Ph: (917) 285-5490
OPEN 7 DAYS A WEEK

Law Office of Mahfuzur Rahman



Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

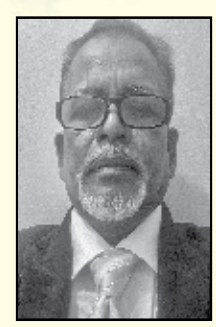
সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন
আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেটে প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি
জেএফকে-ঢাকা-জেএফকে
JFK-Dhaka-JFK



আমেরিকার যেকোন স্টেট থেকে বাংলাদেশসহ
বিশ্বের যেকোন দেশে সুলভে ভ্রমণ করুন

LOWEST GUARANTEED PRICES

Emirates ETIHAD AIRWAYS QATAR AIRWAYS KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES SAUDIA DELTA



MIRZA M ZAMAN
(SHAMIM) - CEO

Cheapest Domestic & International Air Tickets
GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে
এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

ঢাকা-টরন্টোর অভিজ্ঞতা থেকে ঢাকা-

১৯ পৃষ্ঠার পর

শারীরিক সমস্যা রয়েছে। তাঁদের অনেকেই বিমানের টয়লেট ব্যবহার করতে অভ্যস্ত নন। ফলে টয়লেট অপরিষ্কার হয়ে যেতে পারে। সময়মতো পরিষ্কার করার জন্য পর্যাপ্ত কর্মী না থাকলে অন্য যাত্রীদেরও দুর্ভোগ পোহাতে হয়। তা ছাড়া খাবার পরিবেশন এবং যাত্রীদের চাহিদা অনুযায়ী অন্যান্য সেবা ও পরিচর্যার জন্যও প্রয়োজনীয় লোকবল দরকার। ঢাকা-টরন্টো ফ্লাইটে কেবিন ক্রুদের সঙ্গে আমি কথা বলেছি। তাঁরাও আমার সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন এবং বিষয়টি উপলব্ধি করার জন্য আমাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

সাধারণত, বিভিন্ন এয়ারলাইনসে যাত্রী ও কেবিন ক্রুর অনুপাত ভিন্ন হতে পারে-কোথাও প্রতি ১৭ জন যাত্রীর জন্য একজন কেবিন ক্রু (যেমন সিঙ্গাপুর এয়ারলাইনস), আবার কোনো বাজেট এয়ারলাইনসে প্রতি ৫০ জন যাত্রীর জন্য একজন কেবিন ক্রুও থাকতে পারেন। বাংলাদেশে বেকারের সংখ্যা অনেক। সরকারি কর্মকর্তাদের একটি অংশের দুর্নীতি ও অর্থ লুটপাটের বিষয়টিও বিভিন্ন সময়ে আলোচনায় এসেছে। তাই বিমান বাংলাদেশের ফ্লাইটে প্রয়োজন অনুযায়ী বেশি কেবিন ক্রু নিয়োগ করা হলে যেমন কর্মসংস্থান বাড়বে, তেমনি দেশের জন্য রেমিট্যান্স পাঠানো প্রবাসীদের কাছ থেকেও সরকার দোয়া পাবে। আমার দেখামতে, বিমানের ঢাকা-টরন্টো ফ্লাইট যাত্রীতে কানায় কানায় পূর্ণ ছিল; কোনো আসনই খালি ছিল না। নিউইয়র্ক রাজ্যের বাংলাদেশি-অধ্যুষিত শহর, যেমন বাফেলো, আলবানি ও রচেস্টার-টরন্টো থেকে মাত্র কয়েক ঘণ্টার গাড়ি চালানোর দূরত্বে। এ কারণে এসব শহরে বসবাসকারী বহু বাংলাদেশি বিমানের ঢাকা-টরন্টো ফ্লাইট ব্যবহার করেন।

বিমানের কেবিন ক্রুরা আমাকে জানান, এই রুটের প্রায় ৮০ শতাংশ আয় কার্গো পরিবহন থেকে আসে। ইতালির রোমে যাত্রাবিরতির কারণে বাংলাদেশ থেকে প্রচুর তাজা পণ্য এই রুটে ইতালি ও কানাডা-উভয় দেশেই পৌঁছাতে পারে; ইতালি ও কানাডায় বসবাসকারী বাংলাদেশিদের কাছে এসব পণ্য খুবই জনপ্রিয়। বিমানের ঢাকা-টরন্টো রুটের মতো ঢাকা-নিউইয়র্ক রুটও যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী বাংলাদেশিদের কাছে জনপ্রিয় হতে পারে। যথাযথভাবে পরিচালনা করতে পারলে এই রুটটিও লাভজনক হয়ে উঠতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা, বিমানের ঢাকা-নিউইয়র্ক রুট হতে পারে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী লাখ লাখ বাংলাদেশি রেমিট্যান্স যোদ্ধার প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তাঁদের ন্যূনতম সেবা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস। দেশের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা পাঠানো এসব প্রবাসীর প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে এ বিষয়ে বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অচিরেই ইতিবাচক পদক্ষেপ নেবে বলে আশা করি।

ড. দিলওয়ার আরিফ যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের ক্যানিসিয়াস ইউনিভার্সিটির মাল্টিমিডিয়া জার্নালিজম বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও পরিচালক











চিকেন রোস্টেড কারি



পরিচয় ডেস্ক: বাঙালির রসনাতৃপ্তিতে চিকেন রোষ্টেড কারি ভিন্ন স্বাদের সংযোজন। সাদা পোলাওয়ের সঙ্গে চিকেন রোষ্টেড কারি খুবই সুস্বাদু মজাদার খাবার।

উপকরণ: ৮ টুকরো চিকেন, ১ বাটি পেঁয়াজ বেরেস্তা, ৬ টেবিল চামচ পেঁয়াজ বাটা, ১ টেবিল চামচ আদা রসুন বাটা, পরিমাণ মত সাদা তেল (ছোট কাপের থেকে একটু কম), ২ টেবিল চামচ ঘি, স্বাদ মত লবন, ৬ টেবিল চামচ টক দই, ২ টেবিল চামচ টমেটো সস, তেজপাতা, প্রয়োজন অনুযায়ী গরম মশলা গুঁড়ো (তেজপাতা বড়,ছোট দু রকমের এলাচ, দারুচিনি, গোলমরিচ, জায়ফল, যয়িত্রি,) ২ টেবিল চামচ কাজু বাটা এবং পরিমাণ মত ধনেপাতা কুচি।

প্রণালি: চিকেন টা ধুইয়ে নুন মেখে রাখতে হবে।একটা বাটিতে টক দই, কাজু বাটা, পিয়াজ, আদা রসুন বাটা, টমেটো সস, গরম মশলা গুরো, লবন সব এক সাথে ভালো করে মেশাতে হবে।

এবার একটা কড়াইতে তেল আর ঘি গরম করে, আগে চিকেনের টুকরো গুলো ৩-৪ মিনিট ধরে ভেজে নিতে হবে। ঐ তেলেই পুরো মশলা টা দিয়ে ভালো করে কষতে হবে। তেল ঘি গরম করে ওতে প্রথমে গোটা গরম মশলা, তেজপাতা ফোড়ন দিতে হবে।

এবার চিকেনের টুকরো গুলো দিয়ে, আবার কম আঁচে ভাজতে হবে। একটু পানি দিতে হবে। চিকেন টা সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত রান্নাটা করতে হবে। চিকেন সিদ্ধ হয়ে গেলে, এবার বেরেস্তা দিয়ে, হাফ চা চামচ গরম মশলা গুরো দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। ৫ মিনিট পরে ঢাকা খুলে, পরিবেশন করতে হবে রোস্টেড কড়াই চিকেন। উপরে একটু কাঁচা লংকা, ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে দিলে ভালো হয়।

বিফ তেহারি



পরিচয় ডেস্ক: পুরান ঢাকার অতি জনপ্রিয় একটি খাবার বিফ তেহারী। যা হালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাঙালির খাবারের রেঁস্তোরাগুলিতে খুবই জনপিয় হয়ে উঠেছে।

উপকরণ : বড় দুই টুকরা দারুচিনি, ৫-৮টি এলাচ, অর্ধেক জায়ফল ৩টি জয়ত্রী ১৫টি কালো গোল মরিচ লবঙ্গ ৫টি। সব মসলা গ্রাইন্ডারে গুঁড়া করে নিতে হবে। গরুর মাংস এক কেজি (চর্বিসহ ছোট টুকরা করে নিতে হবে।) পোলাওয়ের চাল ৩ কাপ (আধা ঘণ্টা আগে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিতে হবে) এক কাপ সরিষার তেল, এক কাপ পেঁয়াজ কুচি, আদাবাটা ২ টেবিল চামচ, রসুনবাটা ১ টেবিল চামচ, ফেটানো টক দই দুই টেবিল চামচ, কাঁচামরিচ ৭-৮টি, দুই টেবিল চামচ গুঁড়া দুধ, তেজপাতা ২-৩টি ধনিয়া গুঁড়া ১ চা চামচ, লবণ স্বাদমতো, আলু বোখারা ৭-৮টি, গোটা কাঁচামরিচ ১০টি পোস্ত বাটা ১ টেবিল চামচ, পেঁয়াজ বেরেস্তা আন্দাজমতো। বাদাম বাটা ১ টেবিল চামচ। কেওড়া জল ১ টেবিল চামচ। (না দিলেও হবে) ঘি ১ চা চামচ এবং স্বাদমতো নুন।

প্রণালী: রান্নার জন্য বড় একটি সসপ্যান নিন। এবার সেটি চুলায় বসিয়ে তাতে সরিষার তেল দিয়ে দিন। সেই সঙ্গে দিন ঘি, পেঁয়াজ কুচি, লবঙ্গ, তেজপাতা ও পোলাও চাল। নেড়েচেড়ে ভেজে নিন। এবার তাতে পানি, লবণ, আলু বোখারা দিয়ে ঢেকে দিন।

অন্য একটি প্যানে তেল, পেঁয়াজ কুচি, আদা বাটা, ধনিয়া গুঁড়া, গরম মসলার গুঁড়া, জিরা, বাদাম বাটা ও পোস্ত বাটা ও বিরিয়ানি মসলা দিয়ে ভালোভাবে কষান। কষানো হলে তাতে গরুর মাংস দিয়ে দিন। এরপর দিন এলাচ, দারুচিনি ও লবঙ্গ। কষানো হলে অল্প পানি দিয়ে ঢেকে রান্না করুন। সেদ্ধ হয়ে এলে তাতে কাঁচামরিচ ও পেঁয়াজ বেরেস্তা দিয়ে সসপ্যানে রান্না করা পোলাওয়ের সঙ্গে মেশান। কিছুক্ষণ দমে রেখে নামিয়ে নিন। সালাদের সঙ্গে গরম গরম পরিবেশন করুন।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা



সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা



ইত্যাদি
ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555



গরুর মাংস ভুনা

পরিচয় ডেস্ক: সাদা ভাত বা পোলাওয়ের সাথে খুবই সুস্বাদু খাবার গরুর মাংসের ভুনা ।
উপকরণ: গরুর মাংস - ১ কেজি, পেঁয়াজকুচি- ১ কাপ, আদাবাটা- ১ টেবিল চামচ, গরম মশলা গুঁড়া/মেজবানি মশলা- ১ টেবিল চামচ, রসূনবাটা- ১.৫ চা চামচ, জিরাবাটা- ১.৫ চা চামচ, মরিচ গুঁড়া- ১.৫ টেবিল চামচ, হলুদ গুঁড়া - ১.৫ চা চামচ, ধনিয়া গুঁড়া - ১/২ চা চামচ, বাদামবাটা- ১/২ চা চামচ টমেটো সস- ১ টেবিল চামচ, গোটা গরম মশলা- ১ টেবিল চামচ, দারুচিনি, এলাচ,তেজপাতা, সরিষার তেল- ১/৪ কাপ, কাঁচামরিচ -৩/৪ টি, লবন স্বাদমতো।
প্রণালী: একটি হাঁড়িতে পরিষ্কার করে কেটে রাখা গরুর মাংস নিয়ে তাতে তেলসহ সব উপকরণ দিয়ে ভালোভাবে মেখে ২০ মিনিটের জন্য মেরিনেট করে রাখতে হবে। এরপর চুলায় প্রথমে উচ্চতাপে ২০ মিনিট ভালোভাবে মাংস কষাতে হবে। ২০ মিনিট পর তেল উপরে উঠে এলে তাতে ৩০০ মিলি লিটার গরম পানি দিয়ে মিডিয়াম আঁচে রান্না করতে হবে (টাটকা মাংস হলে পানি দেওয়ার প্রয়োজন হয় না)।
মাংস সিদ্ধ হয়ে গেলে ১/২ চা চামচ গরম মশলা গুঁড়া এবং ৩টি কাঁচামরিচ দিয়ে চুলা বন্ধ করে ঢেকে দমে দিতে হবে। ১৫ মিনিট পর পরিবেশন করুন।



এগ ফ্রাইড রাইস

পরিচয় ডেস্ক: বাঙালিদের নিকট চীনা খাবার খুবই জনপ্রিয়। আর সেই চীনা খাবারের মধ্যে এগ ফ্রাইড রাইস অন্যতম।
উপকরণঃ পোলাওর চাল দেড় কাপ। মটরশুঁটি ও পেঁয়াজ-কুচি আধা কাপ করে। ডিম ২-৩টি। গোলমরিচ গুঁড়া আধ চা-চামচ। সয়া সস ১ চা-চামচ। সয়াবিন তেল আধা কাপ। কাঁচা-মরিচ ফালি ২টি ও লবণ পরিমাণ মতো।
প্রণালী : ভাত রান্না করে বাতাসে ছড়িয়ে ঝরঝরে করে রাখুন। অথবা আগের দিন রান্না করে ফ্রিজ এ রাখুন। প্যানে তেল গরম করে পেঁয়াজ-কুচি দিয়ে ভেজে ডিম দিয়ে ঝুরা করে ভেজে আলাদা করে রাখুন। এবার মটরশুঁটি দিয়ে চার থেকে পাঁচ মিনিট ভাজুন। এরপর ভাত ও লবণ দিয়ে নাড়তে থাকুন। সাত থেকে আট মিনিট ভেজে কাঁচা-মরিচ ফালি, সয়াসস ও গোলমরিচ দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে ফ্রাইড রাইস নামিয়ে নিয়ে উপভোগ করুন।



ঘরোয়া স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি



Jamaica:
168-41 Hillside Avenue
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-262-9100
718-657-1000

GHOROA RESTAURANT
the taste of home
www.ghoroa.com ghoroafoodsinc@gmail.com

Brooklyn:
478 McDonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
Tel:718-438-6001
718-438-6002





টানা তৃতীয়বারের মতো যুক্তরাষ্ট্রের সেরা বিমানবন্দরের স্বীকৃতি পেয়েছে নিউইয়র্কের লা গার্ডিয়া বিমানবন্দর

পরিচয় ডেস্ক: টানা তৃতীয়বারের মতো যুক্তরাষ্ট্রের সেরা বিমানবন্দরের স্বীকৃতি পেয়েছে নিউইয়র্কের লা গার্ডিয়া বিমানবন্দর। ভ্রমণ ও আতিথেয়তা খাতের মূল্যায়নের ভিত্তিতে ফোর্বস ট্রাভেল গাইডের ২০২৬ সালের 'ভেরিফায়েড এয়ার ট্রাভেল অ্যাওয়ার্ডস'-এ এই স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

গত ২০ অক্টোবর নিউইয়র্ক ও নিউ জার্সির বন্দর কর্তৃপক্ষ এ তথ্য জানায়। আধুনিক নকশা, শিল্পকর্ম, খাবারের বৈচিত্র্য এবং যাত্রীদের জন্য উন্নত সুযোগ-সুবিধার কারণে বিমানবন্দরটি আবারও শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে।

ফোর্বস ট্রাভেল গাইডের তথ্য অনুযায়ী, এ বছরের মূল্যায়নে ভ্রমণ ও আতিথেয়তা খাতের প্রায় ৯ হাজার অভিজ্ঞ ব্যক্তি অংশ নেন। তাদের মধ্যে ছিলেন ভ্রমণ পরামর্শক, আতিথেয়তা খাতের বিশেষজ্ঞ এবং গাইডটির মূল্যায়ন-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। বিভিন্ন বিমানবন্দর ও বিমান সংস্থার যাত্রীসেবার মান, আরাম, নকশা ও সামগ্রিক অভিজ্ঞতা বিবেচনায় নিয়ে বিজয়ীদের নির্বাচন করা হয়। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সেরা বিমানবন্দরের স্বীকৃতি পেয়েছে সিঙ্গাপুরের চাঙ্গি বিমানবন্দর।

নিউইয়র্কের কুইন্স এলাকায় অবস্থিত লা গার্ডিয়া বিমানবন্দর একসময় যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম খারাপ বিমানবন্দর হিসেবে পরিচিত ছিল। তবে ২০১৬ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত প্রায় ৮ বিলিয়ন ডলারের রূপান্তর ও আধুনিকায়ন প্রকল্পের পর বিমানবন্দরটির চেহারা ও যাত্রীসেবায় বড় পরিবর্তন আসে। নতুন টার্মিনাল, আধুনিক স্থাপত্য, শিল্পকর্ম এবং উন্নত খাবারের ব্যবস্থা বিমানবন্দরটিকে নতুন পরিচিতি দিয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে একাধিক স্বীকৃতি পাওয়ার মধ্য দিয়ে সেই পরিবর্তনের প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে।

ফোর্বস ট্রাভেল গাইডের প্রধান নির্বাহী হারমান এলগার বলেন, টানা তৃতীয়বার এই স্বীকৃতি পাওয়া বিমানবন্দরটির উল্লেখযোগ্য রূপান্তর এবং যাত্রীদের কাছ থেকে পাওয়া ইতিবাচক সাড়ার প্রতিফলন। তার মতে, উন্নত নকশা ও সুযোগ-সুবিধার মাধ্যমে লা গার্ডিয়া বিমানবন্দর যাত্রীদের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে উচ্চ মানদণ্ড তৈরি করেছে।

নিউইয়র্ক ও নিউ জার্সির বন্দর কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক ক্যাথরিন গার্সিয়াও বলেন, বিমানবন্দরটির আধুনিকায়নের পাশাপাশি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের মান বজায় রাখার প্রচেষ্টাও এই স্বীকৃতিতে প্রতিফলিত হয়েছে।

বিমানবন্দরটির উন্নয়নে বন্দর কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি ডেল্টা এয়ারলাইনস ও লা গার্ডিয়া গেটওয়ে পার্টনার্সও যুক্ত ছিল। ফোর্বস ট্রাভেল গাইডের ২০২৬ সালের পুরস্কারে যুক্তরাষ্ট্রের সেরা বিমানবন্দরের স্বীকৃতি পাওয়ার মধ্য দিয়ে লা গার্ডিয়া আবারও দেশের অভ্যন্তরীণ বিমান ভ্রমণের ক্ষেত্রে নিজের অবস্থান তুলে ধরেছে। একসময় নেতিবাচক পরিচিতি থাকা বিমানবন্দরটির ধারাবাহিক এই অর্জন আধুনিক অবকাঠামো ও যাত্রীসেবায় বিনিয়োগের গুরুত্বও সামনে এনেছে। সংবাদ সূত্র: সিবিএস নিউজ, ফোর্বস ট্রাভেল গাইড।





২৫ অক্টোবর নিউ ইয়র্ক সিটির আইকনিক স্থাপনা জর্জ ওয়াশিংটন ব্রিজের ৯৫তম জন্মদিন

পরিচয় ডেস্ক: ১৯৩১ সালের ২৫ অক্টোবর যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত হওয়া প্রকৌশল বিস্ময়টি প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে নিউ ইয়র্ক সিটি ও নিউ জার্সিকে সংযুক্ত করে রেখেছে।

এবং এটি বিশ্বের অন্যতম সুপরিচিত সেতু হিসেবে টিকে আছে ৯৫টি বছর যাবৎ। শুধু তাই নয়, এই জর্জ ওয়াশিংটন ব্রিজ হলো বিশ্বের সবচেয়ে ব্যস্ত মোটরযান সেতু। ২০২৫ সালে এর ওপর দিয়ে ১০ কোটি ১০ লাখেরও বেশি মোটরযান চলাচল করেছে।

এটি বিশ্বের একমাত্র ঝুলন্ত সেতু যাতে দুই ডেকে মোটরযান চলাচলের জন্য ১৪টি লেন রয়েছে।

জর্জ ওয়াশিংটন ব্রিজের দৈর্ঘ্য ৪,৭৬০ ফুট এবং এর মূল স্প্যানটির দৈর্ঘ্য ৩,৫০০ ফুট।

১৯৩১ সালে উদ্বোধনের পর থেকে ১৯৩৭ সালে সান ফ্রান্সিসকোর গোল্ডেন গেট ব্রিজ চালু হওয়া পর্যন্ত, এটিই ছিল বিশ্বের দীর্ঘতম মূল সেতু স্প্যান।



নিউইয়র্কে শীতের খরচ কমাতে মিলবে ৯৯০ ডলার সহায়তা, আবেদন শুরু ২ নভেম্বর

পরিচয় ডেস্ক: শীতকালে ঘর গরম রাখার খরচ কমাতে নিউইয়র্কের নিম্ন আয়ের পরিবারগুলোর জন্য আর্থিক সহায়তার আবেদন শুরু হচ্ছে আগামী ২ নভেম্বর। ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের গৃহস্থালি জ্বালানি সহায়তা কর্মসূচির আওতায় যোগ্য পরিবারগুলো সর্বোচ্চ ৯৯০ ডলার পর্যন্ত সহায়তা পেতে পারে।

নিউইয়র্কের গৃহস্থালি জ্বালানি সহায়তা কর্মসূচি (এইচইএপি) মূলত শীতের মৌসুমে বাড়ি গরম রাখার ব্যয় কমাতে নিম্ন আয়ের পরিবারগুলোকে সহায়তা দিয়ে থাকে। তবে সহায়তার পরিমাণ নির্ভর করবে পরিবারের আয়, সদস্যসংখ্যা, ব্যবহৃত জ্বালানির ধরন এবং কর্মসূচির নির্ধারিত শর্তের ওপর।

কারা পাবেন সর্বোচ্চ ৯৯০ ডলার

তেল, কেরোসিন বা প্রোপেনের মতো জ্বালানি ব্যবহারকারী যোগ্য পরিবারগুলো সর্বোচ্চ ৯৯০ ডলার পর্যন্ত সহায়তা পেতে পারে। অন্য জ্বালানি ব্যবহারকারীদের ক্ষেত্রে নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী সহায়তার পরিমাণ ভিন্ন হতে পারে।

তবে সর্বোচ্চ ৯৯০ ডলারের সহায়তা সবার জন্য প্রযোজ্য নয়। আবেদন করলেই নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পাওয়া নিশ্চিত হবে না। আবেদনকারীর আয় ও অন্যান্য যোগ্যতা যাচাই করেই সহায়তা দেওয়া হবে। বাড়ির মালিক ও ভাড়াটিয়ারাও করতে পারবেন আবেদন।

এই কর্মসূচিতে যোগ্য বাড়ির মালিকদের পাশাপাশি ভাড়াটিয়ারাও আবেদন করতে পারবেন। এমনকি যেসব বাড়ির ভাড়ার মধ্যেই ঘর গরম রাখার খরচ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, সেসব বাড়ির কিছু বাসিন্দাও শর্ত পূরণ করলে সহায়তা পেতে পারেন।

আবেদনের আগে ঠিকানার প্রমাণ, পরিবারের সদস্যদের পরিচয়পত্র, সাম্প্রতিক আয়ের প্রমাণ এবং জ্বালানি বা বিদ্যুৎ বিল প্রস্তুত রাখা ভালো। পরিবারের সদস্যদের পরিচয় ও সামাজিক নিরাপত্তা নম্বরসংক্রান্ত শর্তও পূরণ করতে হতে পারে।

কোথায় ও কীভাবে আবেদন করবেন

নিউইয়র্ক সিটির বাসিন্দারা অনলাইনে আবেদন ও বিস্তারিত তথ্যের জন্য অ্যাকসেস এইচআরএ ওয়েবসাইট দেখতে পারবেন। এ ছাড়া আবেদন ও যোগ্যতা সম্পর্কে জানতে ৭১৮-৫৫৭-১৩৯৯ নম্বরে যোগাযোগ করা যাবে।

নিউইয়র্ক স্টেটজুড়ে কর্মসূচির তথ্য জানতে ফোন করা যাবে ১-৮০০-৩৪২-৩০০৯ নম্বরে।

কর্মসূচির আওতায় সাধারণত অনুমোদিত সহায়তার অর্থ সরাসরি জ্বালানি সরবরাহকারী অথবা বিদ্যুৎ ও গ্যাস সেবাদাতার কাছে পাঠানো হয়। এতে শীতকালে ঘর গরম রাখার ব্যয় কমাতে পরিবারগুলো সহায়তা পায়।

তাই যোগ্য পরিবারগুলোকে ২ নভেম্বর আবেদন শুরুর আগেই প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রস্তুত রাখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।



দৃষ্টিশক্তি ভালো রাখবে যেসব খাবার

পরিচয় ডেস্ক: চোখ মানুষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, যার মাধ্যমে সুন্দর এই পৃথিবীকে দেখা যায়। তাই চোখের সঠিক যত্ন নেওয়া অপরিহার্য। কিন্তু গত কয়েক বছরে নিম্নমানের জীবনযাত্রার কারণে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে রোগব্যাধি। ৫০-৬০ বছর বয়সের পর যেসব রোগ দেখা দিত, সেটা এখন ৩০-৩৫ পেরোলেই বাসা বাঁধে শরীরে।

এ ছাড়া বর্তমানে কম্পিউটার ও মোবাইল ফোনের অতিরিক্ত ব্যবহারে খারাপভাবে প্রভাবিত হচ্ছে চোখ। ছোট-বড় সবার দৃষ্টিশক্তি বয়সের আগেই দুর্বল হতে শুরু করে। গ্যাজেট নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কাটালে চোখ মোটেও বিশ্রাম পায় না। এতে চোখের ওপর চাপ বাড়ার পাশাপাশি সূর্যের ক্ষতিকর ইউভি রশ্মিও চোখের জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত হচ্ছে।

এমন পরিস্থিতিতে খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে কিছু খাবার। যা চোখের দৃষ্টিশক্তি বজায় রাখতে ও সুস্থ রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সহায়তা করতে পারে। চলুন, জেনে নিই দৃষ্টিশক্তি বাড়ায় এমন কিছু খাবারের নাম:

আমলকী: ভিটামিন সি ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ আমলকী চোখের জন্য খুবই উপকারী। আমলকী খেলে দৃষ্টিশক্তি বাড়ে।

শীতকালে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় আমলকী। প্রতিদিন ১টি আমলকী খেতে হবে। এটি রেটিনা ও লেন্সকে ফ্রি র্যাডিকেল থেকে রক্ষা করে এবং চোখকে স্ট্রেস থেকে রক্ষা করতেও সাহায্য করে।

ব্রকলি: যেকোনো উপায়ে খাবারের তালিকায় ব্রকলি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ব্রকলি শুধু চোখ নয়, পুরো শরীরের জন্যই সুপারফুড হিসেবে কাজ করে।

জিরা: ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখবে যে মসলা



পরিচয় ডেস্ক: ডায়াবেটিক রোগে আক্রান্তদের একটা বড় অংশেরই সুগার নিয়ন্ত্রণে থাকেনা। যার কারণে তাদের পিছু নেয় কিডনি ডিজিজ, ডায়াবেটিক আই, নিউরোপ্যাথির মতো জটিল অসুখ। তাই যেভাবেই হোক সুগারকে কন্ট্রোলের কাজে লেগে পড়তে হবে।

আর এই কাজে সাফল্য পেতে চাইলে সবার প্রথমে মিষ্টি, তেল, মসলা খাওয়া ছাড়তে হবে। তার বদলে নিজের ওষুধ নিয়ম মেনে খান। আর অবশ্যই প্রতিদিন সেবন করুন জিরার মতো একটি উপকারী মসলা। তাতেই উপকার মিলবে হাতেনাতে।

ডায়াবেটিসে সেরার সেরা ওষুধ

সুগার রোগীদের শরীরে এজিইএস বা অ্যাডভান্স গ্লাইকেশন অ্যান্ড প্রডাক্ট নামক উপাদান তৈরি হয়। আর এই উপাদান শরীরের বড়সড় ক্ষতি করে। বিশেষত চোখ, কিডনি ও নার্ভের ক্ষতির নেপথ্যে মূল ভূমিকা পালন করে এই উপাদান। তবে ভালো খবর হলো, নিয়মিত জিরা খেলে শরীরে এই উপাদান কম পরিমাণে তৈরি হয়। যার ফলে ডায়াবেটিসজনিত ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা কমে। শুধু তা-ই নয়, এই ভেষজে উপস্থিত কিছু উপাদানের গুণে সুগারকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সুবিধা হয়। তাই ডায়াবেটিক রোগীরা নিয়মিত জিরে সেবন করতে ভুলবেন না যেন।

কীভাবে খাবেন

উপকার পেতে চাইলে এক চা চামচ জিরা এক গ্লাস পানি দিয়ে গিলে নিতে পারেন। কিংবা এক গ্লাস পানিতে এক চামচ জিরে সারা রাত ভিজিয়ে রেখে দিন।

পরের দিন সকালে উঠে এই পানীয় ছেঁকে খেয়ে নিন। তাহলেই উপকার মিলবে হাতেনাতে।

তবে শুধু ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণই নয়, এর পাশাপাশি শরীরের নানা উপকার করে জিরা। আসুন, সেই দিকেও একবার তাকানো যাক।

পেটের সমস্যা দূর করবে

গ্যাস, অ্যাসিডিটির সমস্যায় নিত্যদিন ভুক্তভোগীরা খেতেই পারেন জিরা। তাতেই গ্যাসের সমস্যা বিদায় নেবে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। আসলে জিরাতে এমন কিছু উপাদান রয়েছে, যা শরীরে প্রবেশ করার পর হজমে সাহায্যকারী বিভিন্ন উৎসেচকের উৎপাদন বাড়ায়। শুধু তা-ই নয়, লিভার থেকে বাইল ক্ষরণেও সাহায্য করে জিরা। যার ফলে খাবার হজম হতে সময় লাগে না। তাই এই সমস্যায় ভুক্তভোগীরা নিয়মিত জিরা সেবন করতে ভুলবেন না।

আয়রনের ঘাটতি দূর করবে

আমাদের দেশের একটা বড় অংশের মানুষ আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়ায় ভোগেন। তাই চিকিৎসকরা সবাইকে আয়রন সমৃদ্ধ খাবার খাওয়ার পরামর্শ দেন। আমাদের রান্নাঘরে থাকা জিরাতে বেশ কিছুটা আয়রন রয়েছে। এ ক্ষেত্রে এক চা চামচ জিরা থেকে প্রায় ১.৪ মিলিগ্রাম আয়রন পাওয়া যায়। যা কিনা আপনার দৈনিক চাহিদার ১৭.৫ শতাংশ। তাই অ্যানিমিয়ার ফাঁদ এড়াতে চাইলে নিয়মিত এই ভেষজ সেবন করতে ভুলবেন না।

কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ করবে

রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়লেই বিপদ। সে ক্ষেত্রে হার্টের অসুখে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বাড়ে। তাই যেভাবেই হোক এলডিএল কোলেস্টেরলকে বশে রাখার কাজে লেগে পড়তে হবে। আর সে ক্ষেত্রে কাজে দিতে পারে জিরা। তাই আর সময় নষ্ট না করে এই ভেষজের শরণাপন্ন হন।



শীতে মিষ্টি আলু খেলে যে উপকার পাবেন

পরিচয় ডেস্ক: শীতকালে অনেক ফল ও সবজি পাওয়া যায়। এসব ফল ও সবজির অনেক স্বাস্থ্য উপকারিতা রয়েছে। তেমনই একটি সবজি হলো মিষ্টি আলু। মিষ্টি আলুতে স্বাস্থ্যকর চর্বি, পটাসিয়াম, ভিটামিন সি, আয়রন, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন ডি এবং ভিটামিন বি৬-এর মতো অনেক পুষ্টি উপাদান পাওয়া যায়।

যা শীতে শরীর গরম রাখতে এবং সুগার, বিপি ও শুষ্ক ত্বকের মতো অনেক সমস্যা থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে।

আজকের প্রতিবেদনে জানব মিষ্টি আলুর উপকারিতা নিয়ে। চলুন, জেনে নিই শীতে মিষ্টি আলু খাওয়ার কী কী স্বাস্থ্য উপকারিতা রয়েছে।

হজমের উন্নতি : মিষ্টি আলুতে উপস্থিত উচ্চ ফাইবার হজমের সমস্যা দূর করতে সাহায্য করে। শীতকালে মিষ্টি আলু খাওয়া হজমশক্তি ভালো রাখতে সাহায্য করে। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, শীতকালে প্রতিদিন ১ থেকে ২ টুকরা মিষ্টি আলু খেলে কোষ্ঠকাঠিন্য, অ্যাসিডিটি ও পেট ব্যথার মতো সমস্যা হয় না।

শুষ্ক ত্বক : ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় ত্বক প্রায়ই শুষ্ক ও প্রাণহীন দেখাতে শুরু করে। এমন পরিস্থিতিতে মিষ্টি আলুতে উপস্থিত ভিটামিন এ, ই এবং সি ত্বকের ভেতর থেকে পুষ্টি জোগায় শুষ্কতার সমস্যা দূর করতে সাহায্য করে।

মিষ্টি আলুতে উপস্থিত অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান ত্বকের বলিরেখা রোধ করে।

উচ্চ রক্তচাপ: মিষ্টি আলু খেলে হৃদরোগের ঝুঁকিও দূর হয়। এতে উপস্থিত ফাইবার শরীরের খারাপ কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে। যেখানে পটাশিয়াম উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা থেকে মুক্তি দেয়।

আয়রনের ঘাটতি কাটিয়ে ওঠা : শরীরে আয়রনের ঘাটতির কারণে শক্তি ক্ষয় হয়।

এর ফলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার ওপরও নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। মিষ্টি আলুতে প্রচুর পরিমাণে আয়রন রয়েছে।



রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে যেসব খাদ্যে

পরিচয় ডেস্ক: সব বয়সের মানুষেরই শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর দিকে নজর দেওয়া উচিত। এ জন্য খাদ্যাভ্যাসের প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে। সেই সব জিনিস বেশি করে খাওয়া উচিত, যেগুলি থেকে শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও প্রোটিন-সহ অন্যান্য পুষ্টি উপাদান পাওয়া যায়। আসুন জেনে নেওয়া যাক, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে বিশেষজ্ঞরা কোন ধরনের খাবার বেশি করে খেতে বলছেন।

১. সবুজ শাক-সবজি

পালং শাক, ব্রোকলির মতো সবজি স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী বলে মনে করা হয়। সবুজ সবজিতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ভিটামিন (ভিটামিন এ, সি, ই), খনিজ এবং ফাইবার থাকে। এই পুষ্টি উপাদানগুলি সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। সবুজ শাকসবজি খাওয়ার মাধ্যমে শরীরের প্রয়োজনীয় বেশিরভাগ পুষ্টি সহজেই পাওয়া যায়। গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, যারা বেশি সবুজ শাকসবজি খান তাদের অসুস্থ হওয়ার ঝুঁকি কম থাকে।

২. ভিটামিন-সি যুক্ত খাবার

ভিটামিন-সি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় এবং উপকারী বলে মনে করা হয়। এগুলো শ্বেত রক্ত কণিকার উৎপাদন বাড়াতে সহায়ক, যা আপনাকে সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করে। প্রায় সব সাইট্রাস ফলই ভিটামিন সি সমৃদ্ধ।

কমলা, লেবু, আনারসের মতো ফল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে এবং গুরুতর রোগের ঝুঁকি থেকে রক্ষা করতে সহায়ক হতে পারে।

৩. কিছু মশলা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়

হলুদ, লবঙ্গ, কালো মরিচ, দারুচিনি ইত্যাদি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। এগুলো আপনার শরীরকে শুদ্ধ করে এবং আপনার শরীরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নত করে। হলুদে পাওয়া কার্কিউমিন প্রদাহ বিরোধী এবং এতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট গুণ রয়েছে। কার্কিউমিনকে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিকারী হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং এটি একটি অ্যান্টিভাইরাল হিসাবেও কাজ করে। একইভাবে অন্যান্য মশলাগুলিতেও অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা শরীরকে সুস্থ রাখতে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করতে পারে।

৪. দুগ্ধজাত দ্রব্য

দই, দুধ, পনিরের মতো দুগ্ধজাত দ্রব্য ভিটামিন এবং প্রোটিনে সমৃদ্ধ বলে মনে করা হয়, এগুলি আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।



কিডনির স্বাস্থ্য ভালো রাখবে যে খাবার

পরিচয় ডেস্ক: শীতকালে কিডনির স্বাস্থ্য বজায় রাখা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হয়ে ওঠে। কারণ এ সময় বিপাকীয় প্রক্রিয়াগুলো স্থানান্তরিত হয় এবং শরীরের কিছু অতিরিক্ত সহায়তার প্রয়োজন হয়। এই অঙ্গগুলো ক্রমাগত বিষাক্ত পদার্থ বের করে দেওয়ার জন্য এবং শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখতে কঠোর পরিশ্রম করে। সঠিক সুপারফুড ঠাণ্ডা ঋতুতে সেই বোঝা ভালোভাবে কমিয়ে দিতে পারে। কিডনির কার্যকারিতা বজায় রাখতে, প্রদাহ কমাতে এবং ক্ষতি রোধ করতে প্রতিদিনের খাবারের তালিকায় কিছু খাবার যোগ করা গুরুত্বপূর্ণ। কি সেই খাবার, চলুন জেনে নেওয়া যাক।

পালং শাক

পালং শাকে প্রচুর পরিমাণে আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে, যা কিডনির স্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য। তবে অক্সালেট সামগ্রীর কারণে এটি পরিমিতভাবে খাওয়া উচিত, যা কিডনিতে পাথর হওয়ার ঝুঁকি বাড়াতে পারে।

পালং শাক উচ্চ আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম ও অন্যান্য অনেক পুষ্টি সমৃদ্ধ। কিডনি ভালো রাখতে এই শাক নিয়মিত পরিমিত খাওয়ার অভ্যাস করুন।

মিষ্টি আলু

মিষ্টি আলু কিডনি স্বাস্থ্যের জন্য আরেকটি সুপারফুড, যা ভিটামিন এ এবং সি, ফাইবার এবং পটাসিয়ামে পূর্ণ। এটি রক্তে শর্করার মাত্রা স্থিতিশীল করে এবং স্বাস্থ্যকর রক্তচাপকে সহায়তা করে।

এই সুবিধাগুলো কিডনির কার্যকারিতা রক্ষার জন্য অপরিহার্য। ভিটামিন এ এবং সি, পটাসিয়াম এবং ফাইবারে পরিপূর্ণ এই আলু রক্তের গ্লুকোজ এবং রক্তচাপকে স্থিতিশীল রাখে, যা উভয়ই কিডনি রোগের গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকির কারণ।

বিটরুট

অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং নাইট্রেট সমৃদ্ধ বিট রক্তচাপ কমাতে এবং রক্ত প্রবাহ উন্নত করতে পারে। উচ্চ ফাইবার সামগ্রী খাবার হজম করতে, শরীরকে পরিষ্কার করতে এবং কিডনিকে ডিটক্সিফাই করতে সাহায্য করে। শীতকালীন সালাদ বা স্যুপে বিট যোগ করতে পারেন।

বিটরুট শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং নাইট্রেট সমৃদ্ধ, যা রক্তের প্রবাহ বাড়ায় এবং ডিটক্সিফিকেশনে সহায়তা করে।

রসুন

রসুন স্বাদ বাড়ায় এবং কিডনিকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। অ্যালিসিন হলো রসুনে পাওয়া একটি প্রদাহরোধী, যা রক্তচাপ ও কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। খাবারে রসুন যোগ করলে প্রচুর স্বাস্থ্য উপকারিতা পাওয়ার পাশাপাশি স্বাদও উন্নত হবে। রসুন এর প্রদাহ-বিরোধী বৈশিষ্ট্য অ্যালিসিনের মাধ্যমে রক্তচাপ এবং কোলেস্টেরল কমিয়ে কিডনিকে রক্ষা করে।

ক্র্যানবেরি

ক্র্যানবেরি মূত্রনালীর সংক্রমণ প্রতিরোধে সাহায্য করে এবং মূত্রনালীর সঙ্গে ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া লেগে থাকা বন্ধ করে কিডনিকে রক্ষা করে। ফলটি অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে সমৃদ্ধ, যা অক্সিডেটিভ স্ট্রেসের বিরুদ্ধে লড়াই করে। কিডনি-বান্ধব খাদ্যের সুস্বাদু সংযোজন হিসাবে ক্র্যানবেরি জুস বা তাজা ক্র্যানবেরি বেছে নিতে পারেন।

ক্র্যানবেরি হলো আরেকটি প্রিয় শীতকালীন ফল যা ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া দূর করার ক্ষমতার কারণে মূত্রনালীর সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য পরিচিত। এর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট কিডনির অক্সিডেটিভ স্ট্রেস কমাতে সাহায্য করে, যা কিডনির ক্ষতি রোধ করে।

শীতে দুই কোয়া রসুনেই মিলবে যেসব উপকার



পরিচয় ডেস্ক: শীতের সময় খাদ্য তালিকায় রাখুন রসুন। শরীর গরম রাখার পাশাপাশি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে এই রসুন। চিকিৎসকদের মতে, রসুন এমনই একটি খাবার, যা সব সময়ই আমরা মসলা হিসেবে খেয়ে থাকি। তবে এই রসুনের কী কী উপকারিতা আছে অনেকেই জানে না। চলুন, জেনে নেওয়া যাক।

রসুনে রয়েছে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিকারী বৈশিষ্ট্য। এটি নিয়মিত খাওয়া ঠাণ্ডা ও ফ্লুর মৌসুমে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অ্যালিসিনে ভরপুর রসুনে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ও অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করে এবং শীতের অসুস্থতার বিরুদ্ধে প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা প্রদান করে।

শীতে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বেশি থাকে। শীতকালে খাদ্য তালিকায় রসুন থাকলে তা হৃৎপিণ্ডের সামগ্রিক সুস্থতায় অবদান রাখে। অ্যালিসিন রক্তচাপ ও কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়তা করে রসুন। ফলে কার্ডিওভাসকুলার রোগের ঝুঁকি কমে।

প্রতিদিন খালি পেটে চার থেকে পাঁচ কোয়া রসুন খেতে ভুলবেন না। অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল গুণে ভরপুর এই রসুন। এটি শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং কাশির মতো উপসর্গগুলো নিরাময় করতে সহায়তা করে।

শ্বাসকষ্টের সমস্যাকে প্রাকৃতিক প্রতিকার প্রদান করে রসুন। রসুনকে বলা হয় পুষ্টির পাওয়ার হাউস।

এতে ভিটামিন সি, বি ৬, ম্যাঙ্গানিজ ও সেলেনিয়াম রয়েছে।

পরিচয় PARICHOY PUBLISHED FROM NEW YORK

শেষের পাতা

Issue 1703
Saturday, October 24, 2026

নিউইয়র্কে বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন স্থগিত, সদস্যপদ বাতিল এর কারণে ওসমান চৌধুরীর মামলায় পরবর্তী শুনানি ৫ নভেম্বর



পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্ক তথা যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি ও বাংলাদেশি বংশোদ্ভূতদের সবচেয়ে বৃহৎ সামাজিক সংগঠন নিউইয়র্কে বাংলাদেশ সোসাইটির ২৫ অক্টোবর এর নির্ধারিত নির্বাচন স্থগিত করার নির্দেশনা দিয়েছে আদালত। আদালত এর নির্দেশে নির্বাচন স্থগিত করে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। সদস্যপদ বাতিলের অভিযোগে দায়ের করা ওসমান চৌধুরীর মামলার পরবর্তী শুনানি ৫ নভেম্বর সকাল ১০টায়। রোববার, ২৫ অক্টোবর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও উক্ত সোসাইটিরই সাবেক কমকর্তা, বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক ওসমান চৌধুরীর সংগঠনের সদস্যপদের আবেদন প্রত্যাখ্যানের ফলে আইনি বিরোধের কারণে নির্বাচনী কার্যক্রম বন্ধ রাখতে হয়েছে আদালতের নির্দেশে।

একজন ব্যাক্তির দায়ের করা মামলায় ৩৫০০০ এরও বেশি ভোটার এর নিবার্চন স্থগিত হয়ে যাওয়ার বিষয়টি নিউ ইয়র্ক তথা যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশি কমিউনিটিতে

নিউ ইয়র্ক সিটিতে মাত্র ২ মাসে ৩০ হাজার বেসরকারি খাতের কর্মসংস্থান কমে গেছে



পরিচয় ডেস্ক: নিউ ইয়র্ক শহরের বেসরকারি খাতে গত দুই মাসে ৩০ হাজার কর্মসংস্থান কমে গেছে। এই 'উদ্বেগজনক' প্রবণতা নিয়ে সতর্কবার্তা দিয়েছেন নিউ ইয়র্ক সিটি কম্পট্রোলার মার্ক লেভিন।

সিটির কম্পট্রোলার (হিসাব নিয়ন্ত্রক)-এর কার্যালয় থেকে প্রকাশিত এক উদ্বেগজনক প্রতিবেদনে এই তথ্য উঠে এসেছে। এদিকে, টিকে থাকার লড়াইয়ে হিমশিম খাওয়া ব্যবসায়ীরা আক্ষেপ করে বলছেন, "আমেরিকান স্বপ্ন যেন মরে যাচ্ছে।"

নিউ ইয়র্ক সিটির কম্পট্রোলার মার্ক লেভিনের কার্যালয়ের প্রতিবেদন অনুযায়ী, আগস্ট মাসে ৭ হাজার ৪০০টি কর্মসংস্থান হ্রাস পাওয়ার পর সেপ্টেম্বর মাসে আরও ২৩ হাজার কর্মসংস্থান কমেছে। এর মধ্যে অর্থ ও পর্যটন খাতেই সবচেয়ে বেশি কর্মী ছাঁটাই হয়েছে।

কম্পট্রোলার লেভিন লিখেছেন, "পর্যটন মৌসুম তুলনামূলক ভালো হওয়া সত্ত্বেও, কেবল সেপ্টেম্বর মাসেই বিনোদন ও আতিথেয়তা (Leisure & Hospitality) খাতে কর্মসংস্থান ৭ হাজার ৭০০টি কমেছে এবং গত এক বছরে এই খাতে মোট ১৭ হাজার কর্মসংস্থান কমে গেছে।" তিনি সামগ্রিক এই



১ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে দুটি স্টেট ছাড়া বাকি সব স্টেটে ঘড়ির কাঁটা পেছাবে

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে আগামী ১ নভেম্বর (ডে লাইট সেভিংস টাইম) বানদিবালোক সাশ্রয়ী স ম য় *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*



হিউস্টনের অরুণ রায় যেভাবে ৯৬টি রেস্তোরাঁর মালিক হলেন

নজরুল মিন্টো: হিউস্টন টেক্সাসের সবচেয়ে বড় শহর। মেক্সিকো উপসাগর থেকে কিছুটা ভেতরে, জলপথে ঘেরা বিস্তীর্ণ সমতলে শহরটির অবস্থান। জলপথ ও বাণিজ্যকে ঘিরে যে শহরের বিকাশ শুরু হয়েছিল, তা একসময় যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানি শিল্পের প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে। বিশ্বের কাছে হিউস্টনের পরিচয় আরও নানা কারণে। শহরটির কাছে রয়েছে নাসার জনসন স্পেস সেন্টার। চিকিৎসা ও গবেষণার জন্য রয়েছে টেক্সাস মেডিকেল *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*



অভিবাসী চিকিৎসকদের ওপর কতটা নির্ভরশীল যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্যব্যবস্থা

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত হার্ভার্ড গবেষকের বইয়ে উঠে এল ইতিহাস

পরিচয় ডেস্ক: ওয়াশিংটন, ১৯ যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্যসেবায় অভিবাসী চিকিৎসকদের দীর্ঘদিনের অবদান ও তাঁদের ওপর দেশটির নির্ভরতার ইতিহাস তুলে ধরেছেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা ইতিহাসের গবেষক এরাম আলম। তাঁর ২০২৫ সালে প্রকাশিত বই দ্য কেয়ার অব ফরেনার্স: হাউ ইমিগ্র্যান্ট ফিজিশিয়ানস চেঞ্জড ইউএস হেলথকেয়ার-এ দেখানো হয়েছে, কীভাবে কয়েক দশক ধরে অভিবাসী চিকিৎসকেরা যুক্তরাষ্ট্রের শহর ও গ্রামীণ এলাকার স্বাস্থ্যসেবার ঘাটতি পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছেন।

এরাম আলম হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*



জ্যাকসন হাইটসে প্রথম কমিউনিটি সেন্টার ও সুইমিং পুল নির্মাণে ১০ মিলিয়ন ডলার অনুদান দিয়েছেন গভর্নর ক্যাথি হোকুল

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্ক সিটির কুইন্সের জ্যাকসন হাইটসে প্রথম কমিউনিটি সেন্টার ও সুইমিং পুল নির্মাণে ১০ মিলিয়ন ডলার অনুদান দিয়েছেন গভর্নর ক্যাথি হোকুল। ভ্যারাইটি বয়েজ অ্যান্ড গার্লস ক্লাব অব কুইন্সের উদ্যোগে প্রায় ৩০.৩ মিলিয়ন ডলারের এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে।

এতে থাকবে সুইমিং পুল, বাস্কেটবল কোর্টসহ ইনডোর জিম, থিয়েটার এবং শিশু-কিশোরদের জন্য বিভিন্ন শিক্ষামূলক ও *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

নিউইয়র্ক সিটির ডেলিভারি কর্মীদের ঘণ্টাপ্রতি আয় ২৭ ডলার, বাড়তি আয় ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্ক সিটির অ্যাপভিত্তিক খাবার সরবরাহকর্মীদের গড় আয় ঘণ্টাপ্রতি বেড়ে ২৭ ডলার ছাড়িয়েছে। ২০২৩ সালে নিউ ইয়র্ক সিটিতে ন্যূনতম পারিশ্রমিক নির্ধারণের আইন কার্যকর হওয়ার পর থেকে কর্মীদের আয় বেড়েছে ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি। সিটির ভোক্তা ও শ্রমিক সুরক্ষা বিভাগের নতুন প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে।



প্রতিবেদন অনুযায়ী, চিপস বা বকশিশসহ কর্মীদের গড় ঘণ্টাপ্রতি আয় ২০২৩ সালের ১০ দশমিক ৪৮ ডলার থেকে বেড়ে ২০২৬ সালের দ্বিতীয় প্রান্তিকে ২৭ দশমিক ০৩ ডলারে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ তিন বছরেরও কম সময়ে গড় আয় বেড়েছে ১৫০ শতাংশের বেশি।

আইনটি কার্যকর করার উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে খাবার সরবরাহকারী কর্মীদের ন্যূনতম পারিশ্রমিক নিশ্চিত করা।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে আইনটির প্রয়োগ শুরু হওয়ার পর থেকে কর্মীদের সম্মিলিত অতিরিক্ত আয় ২ বিলিয়ন ডলার





